সাহিত্য একাডেমির সাহিত্য আসর পৃষ্ঠা ১১

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

30 June 2022, Thursday, 6th Year, Issue 276, 40 Pages

নিউইয়র্কে সফল ব্যবসায়ী মোহাম্মদ এ আজাদ পৃষ্ঠা ৩০

৩০ জুন ২০২২, ১৬ আষাঢ় ১৪২৯, ১ জিলহজ ১৪৪৩, বৃহস্পতিবার, বর্ষ ৬, সংখ্যা ২৭৬, পৃষ্ঠা: ৪০

হিমশিম খাচ্ছে আমেরিকানরা

বন্দুক সহিংসতা

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অস্ত্র নিয়ন্ত্রণে সাফল্য দেখালেও যুক্তরাষ্ট্র নিজ দেশের বন্দুক সহিংসতা ঠেকাতে পারছে না।

রওশন হক

যুক্তরাষ্ট্রের সিংহভাগ মানুষ মনে করে যে আগ্নেয়াস্ত্র কেনা ও বহন করার আইন সহজ, খুব সাধারণ আইনি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে যে কেউ আগ্নেয়াস্ত্র মালিক হতে পারেন। বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন দেশের পারমাণবিকসহ সবধরণের অস্ত্র নিয়ন্ত্রণে সাফল্য দেখালেও নিজ দেশের অভ্যন্তরে বন্দুক সহিংসতা ঠেকাতে পারছে না। এর কারণ বেসরকারিভাবে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার শিথিল আইন।

ন্যাশনাল রাইফেলস এসোসিয়েশন এত শক্তিশালী একটি সংগঠন। তারা তাদের শক্তিবলে যুক্তরাষ্ট্রের আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশে কংগ্রেসে উত্থাপিত বিল পাস হওয়ার পথে বার বার অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কখনও আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কোনো বিল আইনে পরিণত হতে পারেনি। এদেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে একটি কথা খুব প্রচলিত আছে যে এনআরএ বিশাল অংকের অর্থ চাঁদা দিয়ে থাকে এদেশের রাজনীতিতে। তাই এক একটি ভয়াবহ ঘটনা ঘটে, বহু সংখ্যক মানুষের প্রাণহানি ঘটে।

প্রেসিডেন্ট ও প্রভাবশালী সকল রাজনীতিবিদ নিহতদের জন্য শোক ও

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

নিউইয়র্কে নভেম্বরের নির্বাচনে লড়বেন হকুল এবং জালদীন

রোকেয়া দীপা

নিউইয়র্কের রাজ্য গভর্নর নির্বাচনে আসছে নভেম্বরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ডেমোক্র্যাট ক্যাথি হকুল এবং রিপালিকান লী জালদীন।

২৮ জুন মঙ্গলবার রাজ্যের প্রাইমারি নির্বাচনে স্ব স্ব দলের পক্ষ থেকে তাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন। গত চার দশক থেকে নিউইয়র্ক রাজ্যের গভর্নর পদে কোনো রিপাবলিকান জয় পাননি। সর্বশেষ নির্বাচিত ডেমোক্র্যাট গভর্নর এন্ড্রু কুমো যৌন ক্যালেংকারির অভিযোগে পদত্যাগ করলে লেফটেনেন্ট গভর্নর ক্যাথি হকুল দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

মধ্যপন্থী নেতা হিসেবে পরিচিত ক্যাথি হকুল আসছে নভেম্বরের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য দলের মধ্যে চ্যালেঞ্জে পড়েছিলেন। সিটি পাবলিক অ্যাডভোকেট

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৫

আমেরিকার গণতন্ত্র রক্ষায় এগিয়ে আসা সাহসী কিছু নারী

ইব্রাহীম চৌধুরী

সংকটের সময়ে কিছু সাহসী নারী মার্কিন গণতন্ত্রের রক্ষক হিসেবে সাহসের সাথে দাঁড়িয়েছেন। সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কর্মকাণ্ডে মার্কিন গণতন্ত্র হুমকির মুখে পড়েছে। ২০২০ সালের নির্বাচনপরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ আমেরিকার জনগণকে গণতন্ত্রের সংকটের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

২০২৪ সালের নির্বাচনে ট্রাম্প আবারও নির্বাচিত হলে গণতন্ত্র বিপন্ন হওয়ার অশনি সংকেত উচ্চারিত হচ্ছে। এসব সাহসী নারীর এগিয়ে আসার মাধ্যমে মার্কিন জনগণ জানতে পারছে। অস্থির, বেপরোয়া ট্রাম্পের ক্ষমতালিপ্সা আর গণতন্ত্র বিপন্ন করার নানা নেপথ্য ঘটনার কথা জনগণ বিস্তারিত জানার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

হোয়াইট হাইসের এক সাবেক তরুণী এইড, একজন নারী পুলিশ কর্মকর্তা, জর্জিয়ার একজন নির্বাচন

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

প্রকৃতি এখন গ্রীষ্মকাল। সম্প্রতি ব্রংকসের ওভাল পার্কে এভাবেই বেড়াচ্ছিলেন প্রকৃতিপ্রেমীরা। সৈয়দ মাসুদুল কবির

টেক্সাসে লরি থেকে ৫৩ জনের মরদেহ উদ্ধার

এইচ বি রিতা

টেক্সাস অঙ্গরাজ্যে একটি পরিত্যক্ত লরি থেকে সর্বমোট ৫৩ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া লরিটির ভেতর থেকে ৪ শিশুসহ আরও ১৬ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নিহত অভিবাসীদের মধ্যে ৪০ জন পুরুষ এবং ১৩ জন নারী বলে সর্বশেষ তথ্যে পুলিশ জানিয়েছে। এ ঘটনায় লরির চালক সহ ৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।টেক্সাসের সান অ্যান্টোনিওর শহরতলিতে লরিটি পড়ে ছিল।

টেক্সাসের সান অ্যান্টোনিওর শহরতলিতে লরিটি পড়ে ছিল। সামাজিক

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

আগ্নেয়াস্ত্র রাখার পক্ষে, গর্ভপাতের বিপক্ষে

মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট

রহমান মাহবুব

চলতি সপ্তাহে আমেরিকার দুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ইস্যুতে সুপ্রিম কোর্ট মতামত দিয়েছে।

একটি আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যাপারে। অন্যটি নারীর গর্ভপাতের অধিকার বিষয়ে।

শতাব্দী থেকে চলে আসা নীতি অনুসারে, নিউইয়র্কে একজন নাগরিক ঘরের বাইরে চলাফেরার সময় লুকিয়ে বন্দুক বহন করার লাইসেন্সের জন্য আবেদন করলে আবেদনকারীকে এর 'সঠিক কারণ' দেখাতে হতো। 'আত্মরক্ষার জন্য এটি তার বিশেষ প্রয়োজন' এর প্রমাণ দেখাতে হতো।

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

বন্যা পরিস্থিতি

আবার পানি আসছে সিলেট ও সুনামগঞ্জে

সিলেট অফিস

পরপর দুই দফা বন্যায় বিপর্যস্ত সিলেট ও সুনামগঞ্জ। গত কয়েক দিনে বন্যার পানি কমে আসায় ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি বসবাসের উপযোগী করার চেষ্টায় দুর্গত এলাকার মানুষ। এর মধ্যেই ফের পানি বাড়তে শুরু করেছে নদীতে। ফলে যেসব জনপদ থেকে পানি নেমে আসছিল, সেগুলো

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

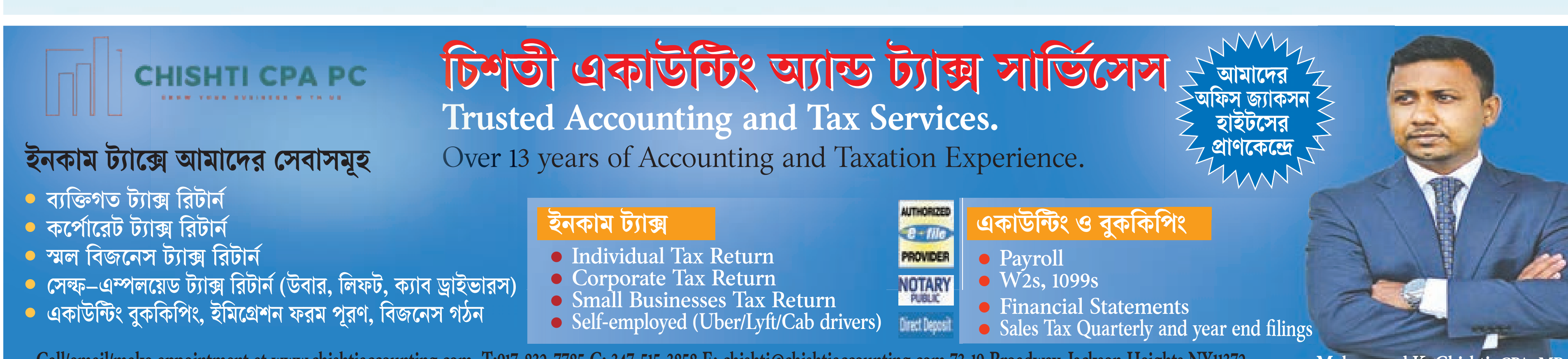

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যায়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্টে ফ্রি পিকআপ এবং ড্রপস করে থাকি

আমরা ৭ দিনই খোলা
সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

পথমেলা আমেরিকান বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের সংগঠন জ্যাকসন হাইটস বিজনেস অ্যাসোসয়েশন(জেবিবিএ) অব নিউইয়র্ক জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে পথমেলার আয়োজন করে। ২৬ জুন রোববার জমকালো এ পথমেলায় স্বদেশীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ ছিল। সংগীতে, আয়োজনে, জনসমাজের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে পথমেলা সফল করায় সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানান জেবিবিএ'র সভাপতি গিয়াস আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক তারেক হাসান খান। ছবি : প্রথম আলো

জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকার যৌথ সভা

উত্তর আমেরিকা অফিস

২২ জুন বুধবার জ্যাকসন হাইটস নবান্ন রেস্টুরেন্টে জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকার কার্যকরি কমিটি, নবনির্বাচিত কমিটি এবং উপদেষ্টা পরিষদের জরুরি যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

যৌথ সভায় কার্য্যকরি কমিটি ও নব নির্বাচিত কার্যকরি কমিটি এবং উপদেষ্টা পরিষদসহ সদস্যদের দীর্ঘ আলোচনায় বৃহত্তর সিলেটর ভয়াবহ বন্যা কবলিত

মানুষের সাহায্যে ৫০ হাজার ডলারের ত্রাণ তহবিল সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।জরুরি ভিত্তিতে ত্রাণ তহবিল সংগ্রহ করার জন্য বর্তমান সভাপতি ও নব

নির্বাচিত সভাপতিকে প্রধান করে উপস্হিত সদস্যবৃন্দ থেকে ৯.নয় সদস্য বিশিষ্ট একটি(ত্রাণ) কমিটি করা হয়। এই অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন,দেশের বর্তমান করুণ পরিস্হিতি ও বানভাসী মানুষের দুঃখ দুর্দশার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সকলের মতামতের ভিত্তিতে অভিষেক আগামী ২১ অথবা ২৮ আগস্ট সম্ভাব্য তারিখ ধার্য করা হয়।

www.utshob.com
৯১৭৪৮৫২১৭৯

যেকোনো আয়োজনে
বাঙালী ঐতিহ্যের স্বাদ
নিশ্চিতে utshob.com® নিয়ে এলো
YOUR ULTIMATE ONLINE SHOPPING EXPERIENCE

UTSHOB CATERING

শাহী ডিল

পাকোড়া, চিকেন রোল, বোরহানি,শাহী পোলাও, জালি কাবাব, চিকেন শাহী রোস্ট, বিফ কারি, মিক্স সবজি, সালাদ, শাহী হালুয়া/ফিরনি

হ্যাপি ডিল

সবজি পাকোড়া, পোলাও, শামি কাবাব, চিকেন রোস্ট, বিফ কারি, মিক্স সবজি, সালাদ, শাহী হালুয়া/ফিরনি

টেক ইট ইজি

পোলাও, শামি কাবাব, চিকেন রোস্ট, সালাদ, ডিম ভুনা, হালুয়া

ঐতিহ্যের স্বাদে
খুশি ছড়িয়ে যাক সবার মাঝে

সার্ভিসিং - নিউইয়র্ক, নিউজার্সি , কানেটিকাট

Utshob Group PRESENTS
Organized By
SHOW TIME MUSIC
জ্যাকসন হাইট্স
পথমেলা
২০২২
Media Partner
সময়
CHANNEL
TIME television
SATURDAY
JULY 2ND 2022
PLACE : 37TH ROAD
BETWEEN 75TH & 77TH STREET
Grand Marshal
GOLDEN AGE
SHAH NAWAZ MBA
Ph: 718-775-7852
Grand Marshal
রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
NURUL AZIM
516-451-3748
Eastern Investment
Grand Marshal
Dulal Behedo
President & CEO
Smart Staffing Service Inc.
Grand Marshal
Choudhury S Hasan MD
Gastroenterologist
Grand Marshal
Immigrant Elder Home Care LLC
Authorized Homecare
Grand Marshal
Washington University
Grand Marshal
Moinul Islam
917-535-4131
Grand Marshal
FAHAD SOLAIMAN
CEO
Fauma
সঙ্গীত পরিবেশনায়
Indian Idol
Khuda Baksh
INCLUDES
SARI- CLOTH STALLS
JEWELRY STALLS
VARIETY FOOD STALLS
RAFFLE DRAWS
র‍্যাফেল ড্র'তে গাড়ীসহ আরো অনেক পুরস্কার
ALL DAY FREE ENTERTAINMENT
For Stalls & More Information
646 546 6038
জনপ্রিয় ইন্ডিয়ান আইডল শিল্পী খোদা বক্স, রিজিয়া পারভীনসহ প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীরা
Choudhury S Hasan MD
Gastroenterologist
Ph: 917-319-4406
Immigrant Elder Home Care LLC
Authorized Homecare
EXPERT GROUP INC.
EXPERT HOME CARE
Moin Choudhury, Esq
Attorney at Law
Democratic District Leader at Large,Queens, NY
Tel:917-282-9256
Blue Green Insurance Brokerage
Call: 929 395 3945, 347 624 9211
TAREQ HASAN KHAN
CEO
Global MS Inc
H&R
SEAGUL
Mohammad R Hoque
President & CEO
AHSAN HABIB
Community Activist
Abdur Rashid Babu
Community Activist
CORE CREDIT REPAIR
কাজী আশরাফ হোসেন নয়ন
বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সভাপতি প্রার্থী
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক নিউইয়র্ক
Bangla Travel
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
MOLLIKA ELECTRONICS
Jackson Heights
Letu Chowdhury
CEO
Digital Security Camera
941-822-3090
TRENDY USA
TRENDY SHAREE USA
MHC
MARKS HOME CARE
Mohammad Amir Hossain (Kamal)
Cell: 917-693-8661
SYLHET MOTORS
718-255-1881
917-344-0726
718-427-6554
Law Office Of Michael Gasi Esq. And Associates, P.C.
BB24
Alim Khan Akash
CEO, Biswabangla24
ইঞ্জিঃ মোহাম্মদ এ. খালেক
সভাপতি
নিউইয়র্ক সিটি বিএনপি

বৃহস্পতিবার, ৩০ জুন ২০২২

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ বিশ্বপরিমণ্ডলে তার গৌরবের কথাই জানান দিল

পদ্মা সেতু বিশ্বদরবারে জনগণকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর সাহস দিয়েছে। সেতুর উদ্বোধন উপলক্ষে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ এ কথা বলেছেন। এ উপলক্ষে দেয়া বাণীতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রমত্তা পদ্মা নদীর ওপর নির্মিত দেশের সর্ববৃহৎ 'পদ্মা সেতু' যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়ার দিনকে

বাংলাদেশের জন্য এক গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহাসিক দিন হিসাবে অভিহিত করেছেন।

একটি দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন। সরকারের ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে দেশের যোগাযোগব্যবস্থায় অভূতপূর্ব উন্নতিসাধিত হয়েছে। বাস্তবায়িত হচ্ছে মেট্রোরেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, কর্ণফুলী টানেলসহ অনেক মেগা প্রকল্প।

স্বপ্নের পদ্মা সেতু আজ উত্তাল পদ্মার বুকে জাতির গৌরবের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর বাণীতে বলেছেন, 'আমরা বিশ্ব ব্যাংকের ঋণ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। বাংলাদেশ নিজস্ব অর্থায়নে সেতু নির্মাণের ঘোষণা দিলে জনগণের কাছ থেকে বিপুল সমর্থন পাই। জনতার শক্তি হৃদয়ে ধারণ করে সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে আজ আমরা স্বপ্নের পদ্মা সেতুর নির্মাণকাজ সম্পন্ন করেছি। দেশবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। দুর্নীতিমুক্ত বীরের জাতি হিসেবে বাঙালি নিজেদের বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণে বজ্রকণ্ঠে উচ্চারিত-'সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না'-এই চির প্রেরণার বাণীতে উজ্জীবিত হয়ে আমরা প্রমাণ করেছি আমাদের নিজস্ব সক্ষমতা।'

নদীমাতৃক বাংলাদেশ। উত্তাল পদ্মার বুকে চিরে পারাপারের জন্য এতদিন ২১টি জেলার মানুষকে নির্ভর করতে হতো নৌপথের ওপর। ফেরি, স্পিডবোট, নৌকা, ট্রলারযোগে পদ্মা পেরোতে কখনো কখনো পুরো একটা দিন লেগে যেত। তীব্র শীতে, প্রবল বর্ষায়, কালবৈশাখী ঝড়ে, ঈদে মানুষের যাতায়াত হয়ে পড়ত অনিশ্চিত। ছয় ঘণ্টার পথ পেরোতে কখনো কখনো লেগে যেত ২৪ ঘণ্টারও বেশি। মরদেহ পরিবহন, অসুস্থ রোগী কিংবা শিশুদের ভোগান্তি ছিল অবর্ণনীয়। পদ্মা সেতু আজ আর শুধু একটি স্থাপনা নয়, এটি এখন বাঙালি জাতির গর্ব, আত্মমর্যাদা ও অহঙ্কারের প্রতীক। এই সেতু নির্মাণের ফলে দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ নদীবেষ্টিত ভূখ- সরাসরি রাজধানীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। ফলে এই সেতু যেমন দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের প্রায় ৫ কোটি মানুষের জীবনে অর্থনৈতিক সুবাতাস বয়ে আনবে, তেমনই কমপক্ষে ১ দশমিক ৫ শতাংশ জাতীয় আয় বৃদ্ধিও নিশ্চিত করবে। লাভবান হবে গোটা দেশের মানুষ। প্রসার হবে ব্যবসা-বাণিজ্য ও পর্যটনের। ভবিষ্যতের বাংলাদেশ নির্মাণে এই সেতু বিরাট ভূমিকা রাখবে। দেশের বাইরে আমরা যারা প্রবাসীরা থাকি। পশ্চিমের দেশে বড় বড় ব্রিজ, ট্যানেল দেখে আমাদের আফসোস হতো। আমাদের সংশয় ছিল, আমরা কী একদিন এমন কিছু করতে পারব কি না। একটি দেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর অতিক্রম করেই আমরা করতে পেরেছি। গত অর্ধশতাব্দীতে আমাদের ওপর অনেক ঝড় গেছে। অতঙ্ক বিপত্তি আমাদের পেরিয়ে আসতে হয়েছে। আজকের বাস্তবতায় দাড়িয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা বাংলাদেশিরা বলতে পারছে, আমরাও করে দেখাতে পেরেছি। এ আমাদের অহংকারের উচ্চারণ।

পদ্মা সেতু নির্মাণে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়েছে। এর চ্যালেঞ্জগুলো ছিল রাজনৈতিক, কারিগরি এবং পরিবেশগত। এর মধ্যে রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ খুব ঠাণ্ডা মাথায় অত্যন্ত ধৈর্য্য সহকারে মোকাবেলা করেছেন স্বয়ং প্রধানন্ত্রী শেখ হাসিনা। আর কারিগরি ও পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেছেন এদেশে বিজ্ঞানীরা। বিশ্বব্যাংকসহ উন্নয়ন সহযোগীরা অর্থায়ন থেকে সরে গেলে পদ্মা সেতুর নির্মাণকাজ দেখভাল ও তদারকির জন্য দায়িত্ব পড়ে এদেশের ভৌত ও পরিবেশ

বিজ্ঞানীদের ওপর। যারা অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতার সঙ্গে পরামর্শ দিয়ে চীনা ঠিকাদারকে সহায়তা করেছেন এই সেতু নির্মাণে।

অবকাঠামো নির্মার্ণে একটি আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ নিতে পেরেছে বাংলাদেশ। এ নিয়ে দেশে যেমন উৎসবের বন্যা । তেমনই দেশের বাইরেও লোকজনকে উচ্ছ্বসিত হতে দেখেছি আমরা। দেশের প্রশ্নে , দেশের সাফল্যের প্রশ্নে বাংলাদেশের মানুষ সর্বত্র একাকার। প্রতিটি উন্নয়ন নিয়ে যেমন রাজনীতি হয়। কে করেছেন, কে বাধা দিয়েছেন, কে ষড়যন্ত্র করেছেন- এমন সব কথার এড়িয়ে দেশের এ গৌরবজনক অভিযাত্রা প্রবাসীদেরও উচ্ছ্বসিত করেছে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন করতে গিয়ে আমাদের রক্ত দিতে হয়েছে। একটু ভঙ্গুর অবকাঠামোর দেশে বাংলাদেশের মানুষ বিজয়ের পতাকা উড়িয়েছে। পেছনে ফিরে দেখা যায়, এই তো সেদিন এক ভঙ্গুর , যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের যাত্রা শুরু হয়েছিল। আমাদের এ অগ্রযাত্রা হয়তো আরও আগে প্ররজন সম্ভব ছিল।

ষড়যন্ত্র আর কলহে আমাদের সময় ক্ষেপণ হয়েছে। বহু সম্ভাবনা অর্জনে বিলম্ব হয়েছে। একটি শক্তও রাজনৈতিক ভিত্তি , অর্থনৈতিক ভিত্তিইর মধ্য দিয়েই একটি দেশ এগিয়ে যায়। আজকের এ গৌরবের সময় দেশে এবং দেশের বাইরে বাংলাদেশের মানুষ স্বপ্ন দেখে ঐক্যবদ্ধ অগ্রযাত্রার। দেখতে যায় গণতান্ত্রিক সহনশীলতা নিয়ে সময়ের সব চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশ তাঁর দাপটের নতুন অগ্রযাত্রা শুরু করেছে। পদ্মা সেতুর উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ তার গৌরবের কথাই ঘোষণা করছে বিশ্বপরিমণ্ডলে।

পদ্মা সেতু : বাংলাদেশের নবযাত্রার 'গেম চেঞ্জার'

শেখর ভট্টাচার্য

ঢাকা থেকে মাওয়া অভিমুখে যারা সম্প্রতি যাওয়া আসা করেছেন তারা সকলেই বিস্মিত হয়েছেন বদলে যাওয়া এক বাংলাদেশকে দেখে। এ পথে যাতায়াত করলে মনে হয় স্বপ্নের অভিমুখে আপনি এগয়ে যাচ্ছেন। চার লেনের এই এক্সপ্রেসওয়েটি প্রকৃত

অর্থেই আপনাকে দৃশ্যমান স্বপ্নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। আর সে স্বপ্ন হলো পদ্মা সেতু। প্রমত্ত পদ্মার দুই তীরের সঙ্গে সেতুবন্ধ তৈরি একসময়ের অসম্ভব

ভাবনাকে সম্ভব করে তুলছে বাংলাদেশ। আর এই স্বপ্ন সম্ভাবনার নাম হলো পদ্মা সেতু। কোটি মানুষের স্বপ্ন জড়িয়ে, অর্জনের গৌরব মেখে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে

কোটি বাঙ্গালির স্বপ্নের এই সেতুটি ।

বাংলাদেশে আরও অবকাঠামো নির্মান হয়েছে এবং অনেক অবকাঠামো নির্মাণ সমাপ্তির

পথে আছে। কিন্তু এই সেতুকে ঘিরে কেনো এত আবেগ এত উচ্ছ্বাস? বাংলাদেশের সাহসী স্বপ্নের প্রকল্প অনেক আছে। অনেক উদ্যোগ নিয়েছে সরকার, যেগুলোকে

যুগান্তকারী বলা যায় নিসন্দেহে। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় মেট্রোরেল, এক্সপ্রেসওয়ে, উড়ালসেতু, কর্ণফুলি ট্যানেল, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট, পায়রা সমুদ্র বন্দরের মতো দেশকে বদলে

দেয়ার মতো প্রকল্পগুলোর কথা। তবে এত আলোচনা হয়নি কোন প্রকল্প নিয়ে যত আলোচনা হয়েছে এবং হচ্ছে এই এক পদ্মা সেতু নিয়ে। কেনো এত উচ্ছাস আর আবগের মাখামাখি এই সেতুটিকে নিয়ে।

পদ্মা সেতু নিয়ে এতো উচ্ছ্বাসের কারণগুলোর মধ্যে একটি কারণ হচ্ছে নিজেদের অর্থায়নে সেতুটিকে নির্মান করেছে বাংলাদেশ। শুরুতে দেশি, বিদেশি

ষড়যন্ত্রকারী-চক্র পদ্মা সেতু যাতে বাস্তবায়ন না হয় এজন্য নানারকম ষড়যন্ত্র তৈরি করেছে। এত ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল ভেঙ্গে এরকম প্রয়োজনীয় একটি সেতু নির্মাণ করে বিশ্বব্যাংকসহ আন্তর্জাতিক মহলকে সেতু নির্মাণের মাধ্যমে নিজেদের সক্ষমতার কথা জানান দেয়াটা ছিল বাংলাদেশের মানুষের কাছে একটি চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জকে যখন সফল ভাবে মোকবেলা করে পদ্মা সেতুকে নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে, বাঙালির মনের ভেতরে এক ধরনের অপার্থিব আনন্দের সৃষ্টি হয়েছে। আর এই আনন্দের কারণেই এতো আলোচনা, এতো রোমাঞ্চ সৃষ্টি হয়েছে সারাদেশে। আর একটি বিষয় বাঙালির কোমল আবেগকে উসকে দিয়েছে সেটি হলো, নব্য উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে দেশ হিসাবে বাংলাদেশের এক ধরণের নৈতিক জয়। কেমন সে নৈতিক জয়? ঔপনিবেশিক শাসনের প্রায় অবসানের এই সময়ে ভূরাজনীতি এক নতুন দিকে মোড় নিয়েছে, সেটি হলো অধিকতর ধণী দেশ গুলো বাজার দখল, ঋণ প্রদানের মাধ্যমে উন্নতশীল দেশগুলোকে পদানত করে রাখার চেষ্টা। সেই চেষ্টাকে কি করে রুখে দিল বাংলাদেশ?পদ্মা সেতু নির্মাণের সময় বিশ্বব্যাংক ভেবেছিল, তাদের ঋণ ছাড়া এত বড় প্রকল্প বাংলাদেশ কখনো সমাপ্ত করা তো দূরের কথা, প্রকল্প হাতে নেয়ার সাহসও পাবে না। কেননা দেশি ও বিদেশি অনেক বোদ্ধার ভাষ্য ছিল-বিশ্বব্যাংকের অর্থায়ন প্রত্যাহার হলে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের পক্ষে নিজস্ব

অর্থায়নে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন অসম্ভব। কিন্তু সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে শেখ হাসিনা আবারও প্রমাণ করলেন যে জাতি এক সাগর রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে পারে, সেই জাতির অদম্য মনোবল ও সাহসের কাছে কোন ধরনের ষড়যন্ত্র টিকতে পারে না। পদ্মা সেতু বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে বাঙালি আবারও প্রমাণ করতে সক্ষম হলো যে এ জাতিকে কোনো পরাশক্তি কোনো দিনও 'দাবায়ে রাখতে পারবে না'। পদ্মা সেতু বাংলা ও বাঙালির অগ্রগমনের প্রতিটি ক্ষেত্রে চির প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

বিশ্ব রাজনীতিতে সাধারণত দেখা যায় যে প্রভাবশালী রাষ্ট্রগুলো অপেক্ষাকৃত অনুন্নত রাষ্ট্রগুলোর ওপর কারণে-অকারণে ছড়ি ঘুরিয়ে থাকে এবং ঘুরাতে পছন্দও করে। তারা সেইসব রাষ্ট্রকে তাদের আজ্ঞাবহ করে রাখতে চায়। সেই রাষ্ট্রের কিসে ভালো কিসে মন্দ সেইসবও তারা নির্ধারণ করে দিতে চায়। তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে চায়। তারা চায় উন্নয়নশীল দেশগুলো তাদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকুক। এমনকি কাগজে-কলমে স্বাধীন হলেও মোড়ল রাষ্ট্রগুলো তাদের সার্বভৌমত্বে হাত দিতে মোটেও কুণ্ঠিত হয় না। চলমান বিশ্বরাজনীতির দিকে তাকালে সেই চিত্রটিই দেখা যায়।বাংলাদেশকেও বিভিন্ন সময় এই ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ আর আগের সেই জায়গাটিতে নাই। যুদ্ধ করে স্বাধীন হওয়া একটি দেশকে সেই জায়গায় রাখা যায় না। কিন্তু মোড়ল রাষ্ট্রগুলো সেটি বুঝতে পারেনি। পদ্মা সেতুর ক্ষেত্রে তেমনটিই ঘটেছে। আর এই চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরন বাঙ্গালদেশের মানুষকে এক নতুন বিজয়ের স্বাদ দিতে সক্ষম হয়েছে। পদ্মা সেতু তাই জাতীয় সম্মান ও সম্ভ্রমের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাঙালি নিজেদের ক্ষমতায় এই সম্মানকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছে আর এ কারণেই পদ্মা সেতু আর শুধু মাত্র সেতুতে আটকে থাকেনি। পদ্মার বুকে বাঙালির

আত্ম গৌরবের প্রতীকে রূপান্তরিত হয়ে পড়েছে। আর এ কারণেই এই সেতু নিয়ে এত আবেগ, এত উচ্ছ্বাস বাঙালির। পদ্মা সেতু আমাদের যোগাযোগকে যেমন ত্বরান্বিত করবে তেমনি দেশের অর্থনীতিকেও করে তুলবে

প্রাণচঞ্চল। অনেকের ধারণা পদ্মা সেতু চালুর ফলে বাংলাদেশের জিডিপিতে অতিরিক্ত আরও যুক্ত হবে ১.৭-২ শতাংশ পর্যন্ত প্রবৃদ্ধি। তাই আমাদের আগ্রহ ও উৎসাহের শেষ নেই।

জাতিগত সক্ষমতার পরিচয় দিতে গিয়ে শেখ হাসিনার দুঃসাহসিক নেতৃত্বে পদ্মা সেতু নির্মাণ আমাদের আত্মবিশ্বাসকে বাড়িয়ে দিয়েছে। যদিও পদ্মা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মহল বিশেষ করে বিশ্বব্যাংকের কল্পনাপ্রসূত অপবাদ তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ ছিল

অকল্পনীয় ঘটনা।

পদ্মা সেতু নিয়ে শুধু মাত্র বাংলাদেশেই আলাপ আলোচনা সীমাবদ্ধ নয়, পদ্মা সেতু নিয়ে সারা বিশ্বের দেশ সমূহ তাদের প্রতিক্রিয়া নানা ভাবে ব্যক্ত করা শুরু করেছে। একটি মন্তব্য আমাকে প্রচণ্ডভাবে আন্দোলিত করেছে আর সে মন্তব্যটি হলো, ঢাকায় নিয়োজিত রাশিয়ার রাষ্ট্র দূতের। রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার মান্টিটস্কি এক বিবৃতিতে বলেছেন, "পদ্মা সেতু হবে সত্যিকারের 'গেম চেঞ্জার'। এটি আঞ্চলিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ, যোগাযোগ, কর্মসংস্থানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে। এই সেতু বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল সরাসরি এর সুফল পাবে।"

আমার কাছে 'গেমচেঞ্জার' শব্দটি প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছে। সত্যিকারভাবে বলতে গেলে পদ্মাসেতু নির্মাণের মাধ্যমে বাংলাদেশ এখন যে আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছে সে আত্মবিশ্বাস দিয়ে আরও অজস্র রূপকল্পকে অর্জন করতে সক্ষম হবে। এই আত্মবিশ্বাস দিয়েই বাংলাদেশ উঠে দাঁড়াবে, সারা পৃথিবী বিস্মিত হয়ে তাকাবে বাংলাদেশের দিকে।

অসহায় মানুষের সেবা করা মুমিনের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ধর্ম

শামীম সিদ্দিকী

বৃহত্তর সিলেটসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত মানবতা। বন্যা কবলিত অধিকাংশ এলাকার অধিকাংশ মানুষই অসহায় অবস্থায় মানবেতর জীবন যাপন করছে । ভয়াবহ বন্যার কারণে এ অসহায়ত্ব বেড়ে গেছে অনেকগুণ। ঘর-বাড়ী হারিয়ে পানিবন্দি সাধারণ মানুষের সীমাহীন দুঃখ কষ্ট অনেক বেড়ে গেছে। খাদ্য অভাবের তাড়নায় চিন্তিত অস্থির মানুষ স্বাভাবিক কাজ তথা জীবন-যাপনে গতি হারিয়ে ফেলেছে। মানবতার উপকারে আসে এমন চিন্তাভাবনাও লোপ পেয়েছে।

বন্যায় প্লাবিত এলাকার দুঃস্থ মানবতার সেবায় সমাজের প্রতিটি মানুষের রয়েছে অনেক করণীয়। হাদিসে পাকে এসেছে, হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, ঈমানের ৭৭টি শাখা রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো। এক কথায় যাকে বলা হয় মানবসেবা। হাদিসের আলোকে বুঝা যায়, মানব সেবাও ইসলামের অন্যতম একটি শাখা।

মানব সেবায় যারা জড়িত তাদের সবার মাঝে এ কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী হিসেবে যে শক্তি কাজ করে, সেটা হচ্ছে মানুষের মানবতাবোধ। যার মাঝে মানবতাবোধ আছে সেই মানবসেবার একাজে এগিয়ে আসে। বন্যা অক্রান্ত এলাকায় এ মানবতাবোধের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি।

কারো প্রতিবেশি যদি পেটে ক্ষুধা নিয়ে আশ্রয়হীন অবস্থায় রাত যাপন করে, কেউ যদি কোনো মানুষ বা কোন শিশুকে ক্ষুধার তড়নায় কাতরাতে দেখে আর সে যদি ক্ষুধার্ত প্রতিবেশি কিংবা ক্ষুধার্ত শিশুর পাশে এসে না দাঁড়ায়, তাহলে বুঝতে হবে তার মাঝে মানবতার লেশমাত্রও নেই।

যার মাঝে মানবতাবোধ আছে সে অবশ্যই অসহায় দুঃস্থ মানুষের পাশে এসে দাঁড়াবে। তার সামর্থ অনুযায়ী এগিয়ে আসবে সহযোগিতা করবে। আর এটাইতো মানবতার সেবা। এটা মহান আল্লাহ তাআলার গুণসমূহের মধ্যে অন্যতম গুণ।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা সর্বোত্তম উপমা দিয়ে বলেছেন, "তিনি কি আপনাকে (আল্লাহ তা'আলা প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে) ইয়াতিম রূপে পাননি? অতপর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন। তিনি আপনাকে পেয়েছেন পথহারা, অতপর পথপ্রদর্শন করেছেন। তিনি আপনাকে পেয়েছেন নিঃস্ব, অতপর অভাবমুক্ত করেছেন। সুতরাং আপনি ইয়াতিমের প্রতি কঠোর হবেন না। সওয়ালকারীকে ধমক দেবেন না। এবং আপনার পালনকর্তার নেয়ামতের কথা প্রকাশ করুন।' (সুরা দোহা : আয়াত ৬-১১)

এ আয়াতগুলোতে উঠে এসেছে মানবতার সেবার প্রতি উদ্বুদ্ধকারী নসিহতগুলো। যেভাবে আল্লাহ তা'আলা বিশ্বনবী (সাঃ)কে তার অসহায়ত্বের সময় আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন এবং মানুষের অসহায়ত্বের সময় করণীয় কী হবে তা বর্ণনাও করেছেন।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা দুঃস্থ মানবতার সেবায় নিজেদের আত্মনিয়োগ করতে নসিহত পেশ করে বলেন, "তারা আল্লাহর প্রেমে অভাবগ্রস্ত, এতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে। তারা বলে, কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি এবং তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না। (সুরা দাহর : আয়াত ৮-৯) এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা অসহায় ইয়াতিম মিসকিন এবং বন্দীদের খাবার দান করাকে মুমিনের অন্যতম গুণ বা বৈশিষ্ট্য হিসেবে উপস্থাপন

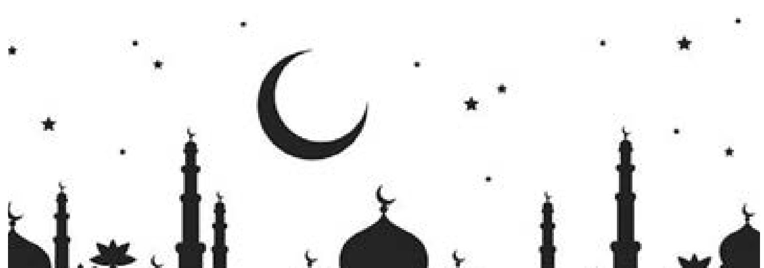

করেছেন। অসহায়দের পাশে না দাঁড়ানো, তাদের খোঁজ-খবর না রাখা, তাদের বিপদে এগিয়ে না আসা; এগুলো কোনো মুমিনের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। বরং মুমিনগণ দুঃস্থ মানবতার সেবায় সদা তৎপর। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের উদ্দেশ্যে বলেন- "মুমিন তারাই যারা অসাড় কাজ-কর্ম বা কথা-বার্তা থেকে বিরত থাকে এবং যারা জাকাত প্রদানে সক্রিয় হয়।'(সুরা মুমিনুন : আয়াত ৩-৪) এ আয়াতের সমর্থনে অন্য আয়াত দ্বারা দুঃস্থ মানবতার সেবায় সহযোগিতার খাত বিস্তারিত বর্ণনা করেন। তাতে ওঠে এসেছে কারা পাবে এ সহযোগিতা। আর কারা দুঃস্থ এবং অসহায়, যাদের সহযোগিতা করা আবশ্যক। দুঃস্থদের সহযোগিতায় বিধান জারি করে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন- "জাকাত হল কেবল ফকির, মিসকিন, জাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক এবং তা দাস-মুক্তিতে ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে জেহাদকারীদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য,এই হল আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।' (সুরাতাওবা : আয়াত ৬০)

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা প্রথমেই ফকির ও মিসকিনের কথা উল্লেখ করেছেন। জাকাতের আটটি খাতের প্রথমেই রয়েছে ফকির। ফকির হলো সেই ব্যক্তি যারা ইয়াতিম শিশু, বিধবা নারী, উপার্জনহীন বেকার এবং এমন সব লোক যারা সাময়িক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন।

বর্তমান বাংলাদেশের বন্যা কবলিত বিভিন্ন স্থানে এ সময়ে যারা কাজ-কর্মহীন হয়ে বেকার জীবন-যাপন করছে, জীবন-যাপনে নেই কোনো সহায় সম্বল তারাও দুঃস্থ ও অসহায়। তাদের সহযোগিতার জন্যই কুরআনের আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের জন্য বিধান জারি করেছেন। হাদিসে এসেছে- কুরআন-সুন্নাহর আলোকেও এ কথা প্রতিয়মান হয় যে, ইসলাম দুঃস্থ মানবতার সেবায় নিজেদের আত্মনিয়োগ করতে জোর নির্দেশনা দেয়। শুধু তাই নয়, ধনীর ব্যক্তির জন্য গরিব-অসহায় দুঃস্থ ব্যক্তিদের সহযোগিতা করা কিংবা জাকাত দেয়াকে

বর্তমান বাংলাদেশের বন্যা কবলিত বিভিন্ন স্থানে এ সময়ে যারা কাজ-কর্মহীন হয়ে বেকার জীবন-যাপন করছে, জীবন-যাপনে নেই কোনো সহায় সম্বল তারাও দুঃস্থ ও অসহায়। তাদের সহযোগিতার জন্যই কুরআনের আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের জন্য বিধান জারি করেছেন। হাদিসে এসেছে- কুরআন-সুন্নাহর আলোকেও এ কথা প্রতিয়মান হয় যে, ইসলাম দুঃস্থ মানবতার সেবায় নিজেদের আত্মনিয়োগ করতে জোর নির্দেশনা দেয়। শুধু তাই নয়, ধনীর ব্যক্তির জন্য গরিব-অসহায় দুঃস্থ ব্যক্তিদের সহযোগিতা করা কিংবা জাকাত দেয়াকে আবশ্যক করে দিয়েছে ইসলাম।

আবশ্যক করে দিয়েছে ইসলাম।

বন্যা কবলিত এলাকায় এ দুঃসময়ে সমাজের বিত্তবানদের জন্য দুঃস্থ মানবতার সেবায় এগিয়ে আসা একান্ত আবশ্যক। নিজ প্রতিবেশি থেকে শুরু করে পর্যায়ক্রমে সমাজের সর্বস্তরের দুঃস্থ মানুষের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া ঈমানের একান্ত দাবি।

আল্লাহ তা'আলা মুসলিম উম্মাহকে প্রত্যেকটি দূর্যোগের সময় নিজ নিজ উদ্যোগে দুঃস্থ ও অসহায় মানুষকে সহযোগিতা করে সমাজে অবদান রাখার তাওফিক দান করুন। আমিন।

বানভাসি মানুষের পাশে কিছু মানুষ

ফজলুর রহমান চৌধুরী

সিলেটে ভয়াবহ বন্যা দেখা দিয়েছে।গত সপ্তাহ থেকে (১৩ জুন,"২০২২) সিলেট শহরসহ এর আশপাশ ভাটি এলাকা- গোয়াইনঘাট, বালাগঞ্জ ,কোম্পানিগঞ্জ, কানাইঘাট, জৈন্তা, বিশ্বনাথ, জকিগঞ্জ এবং সুনামগন্জের পুরো ভাটি এলাকা, কুড়িগ্রাম বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়ে ভয়াবহ অবস্থা ধারণ করেছে। অনেকের ঘরবাড়ি, গবাদিপশু, ধান-চাল নদী ভাঙ্গনে তলিয়ে গেছে, বন্যার প্রবল স্রোতে ভেসে গিয়েছে, ডুবে গিয়েছে। অনেক মানুষের প্রাণনাশ ঘটেছে। সিলেটে অতিবৃষ্টি, ভারতের পাহাড়ি ঢলে মেঘালয় রাজ্যের বন্যা প্রবল বেগে ধেয়ে এসে আচমকা এ এলাকা ভাসিয়ে দিয়েছে। সৃষ্টি করেছে স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যাকবলিত এলাকা, অতিদুর্যোগ। বানে ভেসে গিয়েছে কত নারী, শিশু, বৃদ্ধ তার হিসেব তো পরে হবে।

মানুষ জীবন বাঁচাতে আশ্রয় নিয়েছে কারো দুতলায়, স্কুল ঘরে, উঁচু ঘরে- আশ্রয়কেন্দ্রে/ঘোষিত আশ্রয় শিবিরে। কোন কোন এলাকার মানুষ আটকা পড়ে কোথাও যেতে পারছে না। মা শিশু বাবা দিবস-রজনী পানির মাঝে দাঁড়িয়ে বন্দী সময় পার করছে। অনাহারে, অর্ধাহারে বিপদসংকুল দিনাতিপাত করছে।

স্বেচ্ছাসেবকগণ প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। জীবন বাজি রেখে লক্ষ লক্ষ টাকার ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করছেন, সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সুপরিচিত, দেশবরেণ্য কয়েকজন সমাজকর্মী, সামাজিক রাজনৈতিক বেশ কিছু সংগঠন। ঢাকা থেকে হবিগঞ্জ, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাহসীসম্বল কয়েক ব্যক্তি সিলেটের এ দুর্গত এলাকায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ইতিহাস সৃষ্টি করছেন। কিছু মানুষ, হৃদয়বান ব্যক্তি, প্রবাসী ভাইবোন প্রশস্ত ও মুক্ত হস্তে সহযোগিতা

করছেন। এমনই ভয়াবহ পরিস্থিতি , রাস্তাঘাট ভেঙ্গে, ডুবে আগ্রাসী পানির কানফাটা আওয়াজে-স্রোতে ত্রাণের ট্রাক চলাচল যে করতে পারছে না! রাস্তা ভেঙ্গে পড়ে গিয়েছে , আটকে পড়েছে। হাওর রাজ্যে ফেঁপে-ফুলে ওঠা বিশাল সমুদ্রে সবাই যেতে পারছেন না প্রায় তলিয়ে যাওয়া গ্রামগুলোতে। কেউ কেউ বুকফাটা আর্তনাদে জানাচ্ছেন "আমাদের এখানে কেউ আসছেন না, মরে যাচ্ছি"। সরকারপ্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা এ সিলেট-কঠিন দুর্গত এলাকা ঘুরে গিয়েছেন । আহ্বান জানিয়েছেন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে থাকা অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াবার। আর্থিক বরাদ্দসহ সংশ্লিষ্টদের দিয়েছেন প্রয়োজনীয় নির্দেশনা এবং সতর্কবাণী। আসাম থেকে আসা পানি আরও বন্যার ভয়াবহতা বাড়াতে পারে।আমাদের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে সাহসের সাথে। দেখতে দেখতে হবিগঞ্জের ভাটি এলাকা, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, উত্তরবঙ্গের কিছু এলাকায় অতিপ্লাবন/ বান আঘাত হানছে। ঘরবাড়ি ডুবিয়ে দিচ্ছে।মানবিক সাহায্য পাবার আওতা অধিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশের মানুষের বন্যা, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস, খরা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকার অভিজ্ঞতা অনস্বিকার্য। একসময় এগুলো ছিল বাস্তবতার নিরিখে নিত্যবছরের সাথী। ৬০, ৭০

এর দশকে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বর্ষায় অতিপ্লাবন, বিভিন্ন নদী ভাঙ্গনে সৃষ্ট বন্যায় ফসলহানি ঘটে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে ফেলার কাহিনী আমাদের অজানা নয়। নদীমাতৃক এ বাংলাদেশজুড়ে রয়েছে বিভিন্ন নদ নদী, হাওর-বা বাঁওড়। সে কারণে এ দেশের ৮০% সমতল প্লাবন ভূমি, ১২% উঁচু পাহাড়ি ভূমি এবং ৮% উঁচু সমতল ভূমি রয়েছে। মোটকথা বেশিরভাগ ভাটি এলাকা এবং কিছু অংশ উজান রয়েছে। কৃষিনির্ভর বাংলাদেশে (শতকরা ৮০ ভাগ কৃষিজীবী) তখন কাঠের তৈরি লাঙ্গল-জোয়াল , গরু-মহিষ, হস্ত ও পা চালিত সেচযন্ত্র, বৃষ্টির পানি-খাল,বিল, নদী নালা ও প্রাকৃতিক বর্ষার পানির সাহায্যে মানুষ চাষাবাদ করত।

ভারতের আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, মিজোরাম, পশ্চিমবঙ্গের পাশে আমাদের বিভাগগুলো হলো সিলেট, ময়মনসিংহ, রাজশাহী,খুলনা, রঙপুর ও

চট্টগ্রাম।মিয়ানমারের সঙ্গে আছে রাঙ্গামাটি, বান্দরন ও কক্সবাজারের সীমান্ত। স্বাধীনতা পরবর্তী স্বাধীনতার সুফল হিসেবে যোগাযোগ ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট ,সকল গ্রামে /এলাকায় বিদ্যুৎ পৌঁছা,শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি অবকাঠামোর উন্নয়নসাধিত হয়েছে,হচ্ছে। বহু জায়গায় শহররক্ষা বাধ, নদী ভাঙ্গন রোধে পাড় উঁচু করা, গতি পরিবর্তন করা, স্লুইচ গেট

নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে।

১৯৮৮ সালে রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে ভয়াবহ বন্যায় মানুষকে যে বিপর্যস্ত করেছিল , সারা দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় ভেঙ্গে গিয়েছিল, যারা প্রত্যক্ষ করেছেন তারা বলতে পারবেন। বহু বছর ধরে সেরকম বর্ষা আসে না, বান-বন্যাও তেমন একটা দেখা যায় না।গতবারের আগেরবার পুরো সুন্দর বর্ষা হয়েছিল। কিন্তু এবার কেন বারবার সিলেটে বন্যা হচ্ছে! অন্যান্য স্থানে বন্যা হচ্ছে? বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, গবেষণায় দেখছেন বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনে অতিবৃষ্টি বন্যা সৃষ্টির কারণ ছাড়াআরও কিছু কারণ উল্ল্যেখ করেছেন। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির সাথে আবহাওয়া- জলবায়ু বা বৃষ্টির ধরনও বদলে গিয়েছে। এখন বৃষ্টি হলে অনেক বেশি গভীর বৃষ্টিপাত হয়। মেঘালয়ের চেরাপুঞ্জিতে অবিরাম রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টির পানি সুনামগঞ্জের সীমান্ত এলাকায় হাওর ভরে এ বন্যার সৃষ্টি। সুনামগঞ্জ জেলার সীমান্ত থেকেই ভারতের মেঘালয়ের চেরাপুঞ্জি এলাকার শুরু হয়েছে। কিন্তু অতীতের বৃষ্টিপাতের প্রেক্ষাপট আর এখনকার নদীগুলোর অবস্থার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে বলে নদী গবেষকরা মনে করছেন। প্যাসিফিকেও একটা লা নিনো আছে। সেটাও অতিবৃষ্টির পেছনে ভূমিকা রেখেছে।"

মেঘালয় বা আসাম থেকে আসা বৃষ্টির অতিরিক্ত পানি নদী পথে হাওর থেকে বের হয়ে মেঘনা বা যমুনা হয়ে বঙ্গোপসাগরে চলে যায়।কিন্তু এবারের বন্যার পেছনে হঠাৎ উজান থেকে আসা অতিরিক্ত পানি বের হতে না পারা প্রধান কারণ বলেছেন গবেষকরা।আর এজন্য তারা নদীর নাব্য কমে যাওয়াকে দায়ী করছেন।এর ফলে নদীর পানি বহনের ক্ষমতা কমে যায়। তখন এই নদীতে বেশি পানি আসলে সেটা উপচে আশপাশের এলাকা ভাসিয়ে ফেলে।তাছাড়া সিলেট সুনামগঞ্জের হাওর এলাকায় অপরিকল্পিত রাস্তাঘাট নির্মাণের ফলে পানি নিষ্কাশনে বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে বলে উল্লেখ করা হয়।

আজ লক্ষ লক্ষ পানিবন্দী মানুষের পাশে , ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত, খাওয়া খাদ্য , চুলাবিহীন মানুষের পাশে স্বেচ্ছাসেবক সমাজকর্মীগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন । সকলের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হউক। বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবিলায়-পুনর্বাসনে আরও অনেক সাহায্য প্রয়োজন।

রঙিন স্বপ্ন আসুক বারবার

মাহবুবুর রহমান

কখনো হংকং সফর করেছেন? লোপা (আমার মেয়ে) দু'বার করেছে। ক্যাথি প্যাসিফিকের যাত্রী ছিল। বেশ লম্বা রুট। ঢাকা-হংকং-ভ্যানকুভার-নিউইয়র্ক। সাগর পারে সারি সারি দৃষ্টিনন্দন অট্টালিকা, সুন্দর সাজানো-গোছানো। বৃটিশরা '৯৭ সালে একে হস্তান্তর করে চীনের কাছে। হংকংয়ের কথা উঠলো কেন? কারণ আছে। এই সপ্তাহে বাংলাদেশে ঘটছে এক স্বপ্নের বাস্তবায়ন। ২৫ জুন হবে পদ্মাসেতুর উদ্বোধন। দেশে-বিদেশে বাঙালিরা মেতেছেন আনন্দে। নিউইয়র্কও পিছিয়ে নেই।

বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ চলমান টেস্টের নামকরণ হয়েছে 'পদ্মাসেতু ফ্রেন্ডশিপ টেস্ট সিরিজ'।

এ তো শুধু সেতু নয়, শুধু স্বপ্নও নয়। একটি আত্মবিশ্বাসের বাস্তবায়ন। মহাশূন্য যাত্রায় রকেটের অত্যাবশ্যকীয় বুস্টার। দক্ষিণাঞ্চলের ২১ জেলার সাথে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ। এতে দেশের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জগতে ঘটে যাবে নীরব বিপ্লব। বেড়ে যাবে জিডিপি প্রায় পৌনে ২ শতাংশ। সেতুর ওপর দিয়ে গাড়ি আর নিচ দিয়ে যাবে রেল। আত্মবিশ্বাসের কথা এলো এ কারণে, বিশ্বব্যাংক যখন সেতুর ঋণ বাতিল করে দেয়, অনেক পণ্ডিত(!) তখন বলে ফেললে ন, এ সেতু নির্মাণ করা সম্ভব হবে না। শেখ হাসিনা বাংলাদেশের নিজের টাকায় সেতু বানিয়ে প্রমাণ করলেন, আমরাও অসম্ভবকে করতে পারি সম্ভব।

এর মধ্যে খবর বেরিয়েছে সেতুর পাশে নদীর দুই তীরে গড়ে তোলা হবে হংকংয়ের মতো নগর। ওখানে আরও থাকবে বিমানবন্দর, কল-কারখানা, পার্ক, স্পোর্টস কমপ্লেক্স। দুই তীরে নতুন দু'টি থানার ঘোষণা এসেছে। সেতুর পাশে হয়েছে নতুন সেনানিবাস। ওখানে জমির দাম ইতোমধ্যে পঞ্চাশ ভাগ বেড়েছে। সেতু নিয়ে ঘণ্টায় ঘণ্টায় আসছে আনন্দের খবর, উচ্ছ্বাসের রঙিন রঙিন ছবি।

অনেকদিন কিছু লিখিনি। সকালে ফোনটা হাতে নিলাম। ভাবলাম, ফেসবুকে একবার চোখ বুলিয়ে চলে যাব আমার লেখার ঘরে। সে ঘরটি বেঁধে দিয়েছিলেন ইব্রাহিম চৌধুরী ও আহমাদ মাযহার। হঠাৎ চোখ আটকে গেল আবেদিন কাদেরের 'কাব্যের মুক্তি' ও নিউইয়র্কভিত্তিক বুদ্ধিজীবীদের আলোচনার বিষয়!' শীর্ষক লেখার ওপর। পড়ে নিলাম একটানে। তাঁর লেখা কখনো এমনকি আমার সাড়ে চার মাসের

গিয়াসউদ্দিন আউয়াল আমার সহকর্মী ছিলেন। যুগভেরীর আগে কাজ করতেন দৈনিক আজাদে। তাঁর বড়ভাই মরহুম বশির আহমদ ছিলেন দৈনিক সংবাদে আমার সিনিয়র সহকর্মী। আউয়াল আগাগোড়া একজন সাংবাদিক। তাঁর আছে অনুসন্ধানী চোখ ও গভীরে যাওয়ার সক্ষমতা। কোনো ঘটনা বা বিষয়ের তুচ্ছ দিকও নজর এড়ায় না। রিপোর্টে নেই কোনো ফাঁক-ফোকরও। জিজ্ঞেস করি এত বিস্তারিত কি করে পারো। হেসে উত্তর, বস, হয়েই যায়।

হাসপাতাল জীবনেও ফেলে রাখিনি, সঙ্গে সঙ্গে পড়েছি। সেদিন আমার ভালো লাগার কথা জানিয়েছি মাযহার ভাইকে।

আড্ডা নিয়ে লেখা। কাদের ভাইর সাথে আড্ডায় ছিলেন ফারুখ ফয়সল, আহমাদ মাযহার ও শামস আল মমীন। আড্ডার কথা শুনলে অর্ধেক ভালো হয়ে যাই। দুঃখের কথা, এই অর্ধেকে কোথাও আমার যাওয়ার অনুমতি নেই। আমার বিশ্বাস, আড্ডার ফসল সকলে উপভোগ করবেন। তবে চিন্তাগুলো লিখতে হবে কাউকে।

আরেকটা বিশ্বাস, নিয়ম-কানুন বেঁধে দিলে সেটা আড্ডা থাকে না। সমাবেশ আর আড্ডায় পার্থক্য টানতে হবে। আমার টেবিলে চারটে নতুন বই। মাহবুবুর রহমানের 'ফ্রিডম ইজ নট ফ্রি', গিয়াসউদ্দিন আউয়ালের 'অগ্রন্থিত বিরচন' (১৯৭৩-২০২১), শামসাদ হুসামের 'বিশ্বায়নের খোলা জানালা' ও মুনিয়া মাহমুদের 'বৈশাখী মেঘের কান্না'। আউয়ালের বই এসেছে মেইলে। বাকি দুটো পেয়েছি গত মাসে জুইস সেন্টারে আমার বইয়ের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে। হুসাম ভাই (হুসাম আহমদ চৌধুরী) সম্প্রতি তাঁর সিলেট সফরের কথা উল্লেখ করে বললেন, ওখানে মুদ্রণ শিল্পের অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে। কল্পনাই করা যায় না। এ প্রসঙ্গে মরহুম মুহম্মদ নূরুল হকের নাতির (শেফালীর পুত্র) প্রিন্টিং প্রজেক্টের কথা উল্লেখ করলেন। শুনে ভাল লাগলো।

গিয়াসউদ্দিন আউয়াল আমার সহকর্মী ছিলেন। যুগভেরীর আগে কাজ করতেন দৈনিক আজাদে। তাঁর বড়ভাই মরহুম বশির আহমদ ছিলেন দৈনিক সংবাদে আমার সিনিয়র সহকর্মী। আউয়াল আগাগোড়া একজন সাংবাদিক। তাঁর আছে অনুসন্ধানী চোখ ও গভীরে যাওয়ার সক্ষমতা। কোনো ঘটনা বা বিষয়ের তুচ্ছ দিকও নজর এড়ায় না। রিপোর্টে নেই কোনো ফাঁক-ফোকরও। জিজ্ঞেস করি এত বিস্তারিত কি করে পারো। হেসে উত্তর, বস, হয়েই যায়।

আউয়ালের গ্রন্থ সমকালীন জীবন ও সাংবাদিকতার অনন্য দলিল। বহু দুষ্প্রাপ্য-মূল্যবান তথ্যে ভরপুর। শামসাদ হুসামও আমার সহকর্মী ছিলেন। তাঁর গ্রন্থ 'বিশ্বায়নের খোলা জানালা'র লেখাগুলো বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত, বেশির ভাগ সাপ্তাহিক ঠিকানায়। তিনি প্রচুর লেখেন। এ নিয়ে তাঁর দেড় ডজন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গিয়াসউদ্দিন আউয়ালেরও আরও গ্রন্থ আছে। মুনিয়া মাহমুদের এটি প্রথম গ্রন্থ। ৩৫টি ছোট গল্পের সংকলন। পরিচ্ছন্ন, গোছানো। আমার গ্রন্থটিও প্রথম। বই আলোচনার যোগ্যতা আমার নেই। শুভেচ্ছা জানাই সবাইকে যাদের বই বেরিয়েছে এ বছর। সংগ্রহ করতে পারলে নতুন বইয়ের একটা পুরো তালিকা দেয়ার চেষ্টা করবো।

সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে লেখকদের বিপুল প্রকাশনা নিয়ে মনোগ্রাহী আলোচনা চোখে পড়লো। দু'দশক আগে (আমি সে সময় বাংলা পত্রিকায় কাজ করি) এক কবির প্রেস বিজ্ঞপ্তির কথা ভুলবো না। বিষয় ছিল, একদিনে তাঁর ২৭টি গ্রন্থের প্রকাশনা। এর আগে ৩০ গ্রন্থের প্রকাশনা হয়েছে একইদিনে। এত বেশি বেশী বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা প্রকাশের পক্ষে-বিপক্ষে মত আছে, স্পষ্ট মতপার্থক্য আছে। মাঝে-মধ্যে তার প্রকাশও ঘটে।

সম্প্রতি সাংবাদিক মাহমুদ খান তাসের, ইব্রাহিম চৌধুরী ও কবি সৈয়দ কামরুলের লেখা (পোস্ট) পড়ার সুযোগ হয়েছে। তাঁদের প্রাণবন্ত আলোচনা আমি উপভোগ করেছি। এ নিয়ে ফোনে সিলেটে আলাপ হলো সাংবাদিক অপূর্ব শর্মার সাথে। তাঁর একটি মন্তব্য আমার ভালো লেগেছে। সেটা ছিল 'কালের বিচারে কার লেখা টিকবে আর কারটা না, আমরা জানি না। তাই আগে-ভাগে নির্ধারণ না করে স্বাগত জানানো উচিত সকল প্রকাশনা।'

মানুষ বাঁচে স্বপ্ন নিয়ে। যার স্বপ্ন নেই, আশা-বিশ্বাসও নেই, সে জীবন্মৃত। স্বপ্ন সব-সময় রঙিন হয় না, কখনো কখনো হয়। এই যেমন পদ্মা সেতু। আনন্দের ফল্গুধারা বইছে জাতির মাঝে। আবার সর্বনাশা বন্যা নিয়ে এসেছে দুঃস্বপ্নের থাবা।

অবশ্য দুঃখ জয়ের অভিজ্ঞতা ও ক্ষমতা জাতির আছে। আমরা পারবো। আমরা পারবো আরো রঙিন স্বপ্ন উপহার দিতে। সে স্বপ্ন আসুক বারবার।

বিদ্যা লাভে লোকসান, নাই অর্থ নাই মান

কাকন রেজা

এক ভয়াবহ 'সাংবাদিকের' সাথে কথা হলো। হ্যাঁ, তিনি অবশ্যই বাংলাদেশি এবং একাই সাতটা গণমাধ্যমের সাথে জড়িত। এরমধ্যে মূলধারার গণমাধ্যমও রয়েছে। ভাবছিলাম, আমি তো জানতে চাইলাম তার পেশা। তখন যদি উল্টো প্রশ্ন করেন, আমি কী করি, তাহলেই সর্বনাশ। ভয়ে ভয়ে ছিলাম যেন এই প্রশ্নটা না করেন।

কিন্তু ভাগ্য বিরূপ। অবস্থা দাঁড়ালো গল্পের সেই শিক্ষিতজনের মতন। ওই যিনি আই ডোন্ট নো- এর বাংলা সরল মনে বলেছিলেন, আমি জানি না। তখন আশেপাশের সব লম্বকর্ণ পণ্ডিতরা হেসে উঠেছিলো। কারণ তারা আই ডোন্ট নো-এর মানে বোঝেনি, বুঝেছে শুধু 'আমি জানি না'। এসব পণ্ডিতদের আর কিছু না থাক ফপর চালাকিটা আছে।

তিনি প্রশ্ন করেই বসলেন, আমি কী করি? বিড়ম্বনা এড়াতে বললাম, আমি ফ্রিল্যান্সার। বুদ্ধিমান আর চালাকের মধ্যে পার্থক্য এইটাই। তিনি ভাবলেন ফ্রিল্যান্সার মানেই কম্পিউটার সম্পর্কিত। বুদ্ধিমান হলে দ্বিতীয় প্রশ্নটাও করতেন ফ্রিল্যান্সিং এর ধরণটা নিয়ে। চালাক বলেই উনি ধরে নিলেন, আমার ফ্রিল্যান্সিং মানে ফ্রিল্যান্স ডটকম আর কী। ফ্রিল্যান্স জার্নালিজমের ধারণাটা তার মগজেই নেই। পরবর্তী প্রশ্নটা করলেন সে অ্যাঙ্গেল থেকেই। বললেন, কোথায় ফ্রিল্যান্সিং কোর্স করেছি। মজা করার জন্য বললাম, আখতার-উল-আলম শিখিয়েছেন। শিখেছি গিয়াস কামাল চৌধুরী ও আতাউস সামাদের কাছ থেকেও। আতিকুল আলমও কিছুদিন শিখিয়েছেন। বেচারা সাতটা গণমাধ্যমের সাথে যুক্ত থাকলেও সম্ভবত এমন লিজেন্ডদের নাম তার জানা নেই। কিংবা তাৎক্ষণিক মনে করতে পারেননি। তাই তিনি উপদেশ দিলেন, তার এক বড় ভাই আছে, সে নাকি 'হেভ্ভি ফ্রিল্যান্সিং শেখায়', আমি যেন তার কাছে যাই। আমি বাধ্যগতের মতন মাথা নাড়লাম।উনি ভাবলেন, সত্যিই যাব।

এমন পণ্ডিতগণের অভাব অন্তত আমাদের দেশে নেই। ওপর থেকে নিচ, সবখানেই এদের দৃশ্যমান উপস্থিতি। আর সে দৃশ্যমানতা ভীষণ রকম উৎকট। এরকম এক উচ্চশ্রেণির পণ্ডিতের কথা বলি। রামপণ্ডিত বলতে পারেন। সবখানেই ব্যাখ্যাটা দিই 'রাম' অর্থ হলো বড় বা ব্যাপক। সুতরাং রাম ব্যবহারে আহত হবার কিছু নেই, লম্বকর্ণের সাথে যুক্ত করারও কিছু নেই। যাকগে, সেই রামপণ্ডিত একবার আমাদের কজনকে উপদেশ দিচ্ছিলেন কারওয়ান বাজার, লা-ভিঞ্চি হোটেলটির উল্টো পাশের এক চায়ের দোকানে। উপমহাদেশে সাংবাদিকতার ইতিহাস খুলে বসেছিলেন চায়ের আড্ডায়। বলছিলেন, উপমহাদেশে প্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা বিভাগ খোলা হয়। সাথে যোগ করেছিলেন, মুসলমানরা সাংবাদিকতা বিষয়টি তেমন বুঝতোই না।

আমাদের পণ্ডিতদের পড়ার ইচ্ছে নেই। আর এই 'নেই' এর কারণ হলো জানার ইচ্ছেটা না থাকা। ওই যে, হিরক রাজার মন্ত্র, 'বিদ্যা লাভে লোকসান, নেই অর্থ নেই মান' এটা তাদের মগজে ঢুকে গেছে। তাই এখন অনেক মাধ্যমেই খবরের চেয়ে প্রচার বেশি, তথ্যের চেয়ে বেশিস্তুতি।

সহ্য হলো না। বিনয়ের সাথে বললাম, আপনি কি জেনে বলছেন? আমি যতদূর জানি আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম সাংবাদিকতা বিভাগ শুরু হয়। করেছিলেন একজন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট। প্রথমে তেলেবেগুনের জ্বলে উঠলেন। যখন বুঝলেন অবস্থা বেগতিক, বাধ্য হয়েই রণে ভঙ্গ দিলেন এবং কাজের অজুহাতে চা-কেক গলাধঃকরণে বিদায় নিলেন। তাকে অবশ্য আরেকটা কথা বলা হলো না, ওটা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রচলনে কলকাতা হয়েছে।

উপমহাদেশের সাংবাদিকতা বিষয়ে বাংলায় ভালো বই নেই, এমন কথা অনেকে বলেন। ভালো বই নেই এ বিষয়টা ঠিক নয়, বলুন সংখ্যায় বেশি নেই। তারাপদ পালের লেখা বই এখনো পাওয়া যায়, বিক্রি হয়। আর সেইবই যথেষ্ট সমৃদ্ধ। আমাদের সময়টা ছিল পড়াশোনার জন্য ভয়াবহ বৈরী। আঙুলের স্পর্শেই সব পাওয়া যেতে না এখনকার মতন। আমার বড় মামাকে দেখতাম, তার আড়াই হাজার পেপাকাটিংয়ের ফাইল ছিলো। বইয়ের হিসেব না হয় না বললাম। আমার বাবার কাছেও প্রচুর বই ছিল, কাটিং ছিলো। বলতে পারেন ম্যানুয়েল ব্যবস্থা। এখন তো ডিজিটাল। আমি অবশ্য দুটো অবস্থাই পাড়ি দিচ্ছি। সুতরাং দুটোর অভিজ্ঞতাই বলতে পারি। আমাদের শুরুর সময়ে জানতে হলে দৌড়াতে হতো। ইত্তেফাকের দোতলায় যে রুমটায় বসতেন আখতার-উল-আলম। সেখানে গিয়ে বসে থেকেছি, জানার চেষ্টা করেছি তার কাছ থেকে। গিয়াস কামাল চৌধুরীর কাছ থেকে জেনেছি রাজনীতি বিষয়ে। বাহাদুর শাহ পার্ক, জগন্নাথের সমুখে, সেখান থেকে পুরানো বই সংগ্রহ করেছি। আর এখন তো সব গুগলেই রয়েছে। সার্চ দিলেই সব চোখের সমুখে। তবুও আমাদের পণ্ডিতদের পড়ার ইচ্ছে নেই। আর এই 'নেই' এর কারণ হলো জানার ইচ্ছেটা না থাকা। ওই যে, হিরক রাজার মন্ত্র, 'বিদ্যা লাভে লোকসান, নেই অর্থ নেই মান' এটা তাদের মগজে ঢুকে গেছে। তাই এখন অনেক মাধ্যমেই খবরের চেয়ে প্রচার বেশি, তথ্যের চেয়ে বেশিস্তুতি। মূলত প্রচেষ্টা হলো অর্থ আর মান অর্জনের এবং তা বিদ্যা অর্জন ব্যতিরেকেই। তার জন্য স্তুতি ও স্তাবকতা হলো শর্টকার্ট, বলতে পারেন বাইপাস পদ্ধতি। জয়তু বাইপাস পদ্ধতি, জয়তু আমাদের পণ্ডিতগণ।

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Hard Money 9%
Low Income, No Problem
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
646-920-4799
Akib Hussain
32-65 31st Street, Astoria, NY11106
Direct Lender
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ
● ইন্টারেস্ট রেট কম
● ইনভেষ্টমেন্ট
● ফ্রি এপ্রোভাল
● ফাষ্ট ক্লোজিং
● দ্রুত এবং বিশস্ত

নতুন ঠিকানায় আতিথেয়তার সাথে আমাদের সেবা গ্রহণ করুন
37-48 72nd Street 2nd Floor Jackson Heights New York 11372
Tel: 917-722-1405 & 917-722-1408 E-Mail: legalnetwork.us@gmail.com
Visit us at:- www.legalnetworkusa.com
এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন
আমেরিকায় গ্রীনকার্ড / বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন
বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউথ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য
রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক বৈষম্যের প্রেক্ষিতে নিপীড়ন, নাগরিক অথবা মানবধিকার লঙ্ঘনের প্রেক্ষিতে একটি এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা। প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তৈরী করছে এবং কে আপনাকে রিপ্রেজেন্ট করছে?
কেন আমাদের কাছে আসবেন
● আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্তর যোগাযোগ করুন।
● বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসাবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপির সর্বাধিক কেইস আমরাই জয়লাভ করেছি।
● ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
● আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
● ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ডিভোর্স/ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
● দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
● ফ্রি কনসালটেন্সি।
Visit us at: www.legalnetworkusa.com
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি
(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)
37-48 72nd Street 2nd Fl Jackson Heights New York 11372 Tel: 917-722-1405, 917-722-1408 E-Mail: legalnetwork.us@gmail.com

ইউএস, বাংলাদেশ, ইণ্ডিয়াসহ ২ হাজারের বেশি চ্যানেল
১ মাস ফ্রি
স্পোর্টস, কার্টুন, ফুড প্রোগ্রাম ও
ফ্রী আনলিমিটেড ভিডিও
6:57 AM
PICTURES
VIDEOS
MUSIC
TED
FOX NEWS
KICK-ASS
APRIL 16
WHO IS SALT
POMPEII
tvdesiBox
Dependable live streaming platform
72-26 Roosevelt Ave. 2nd Floor (Suite 201)
Jackson Heights NY 11372
718-565-9099

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ক্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ইনভেস্টমেন্ট ভিসা
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নূন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

সর্বোচ্চ সেবা প্রদান করাই আমাদের লক্ষ্য

সোনালী ব্যাংকের এমডি

উত্তর আমেরিকা অফিস

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের মালিকানাধীন সোনালী ব্যাংকের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ‘সোনালী এক্সচেঞ্জে’র কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন সোনালী ব্যাংকের সিইও এ্যান্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর মো. আতাউর রহমান প্রধান। করোনার ভয়াবহতার মধ্যেও বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে

বসবাসরত প্রবাসী ভাই-বোনেরা যেভাবে তাঁদের কষ্টার্জিত অর্থ দেশে পাঠিয়ে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রেখেছেন এবং এজন্য অন্যান্য এক্সচেঞ্জ হাউজের পাশাপাশি বিশেষ করে সোনালী এক্সচেঞ্জকে রেমিটেন্স পাঠানোর মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছেন - তাদের সবাইকে তাঁর পক্ষ থেকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

তিনি বলেন, সোনালী ব্যাংক এবং সোনালী এক্সচেঞ্জ পুরোপুরিই সরকারি প্রতিষ্ঠান। উদ্ভাবনী ব্যাংকিংয়ে সোনালী ব্যাংক বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করছে। ইতোমধ্যে অনলাইন ব্যাংকিংসহ প্রযুক্তিগত সকল সেবা প্রদান শুরু করেছে। শুধু ব্যাংকিং নয়, অনেকগুলো সেবামূলক কাজে আজ

মো. আতাউর রহমান প্রধান

সোনালী ব্যাংকই এগিয়ে। সোনালী ব্যাংকের সূবর্ণজয়ন্তীতে ‘সূবর্ণজয়ন্তীর অঙ্গীকার সোনালী ব্যাংক হবে সবার’ এই স্লোগানকে ধারণ করে সোনালী ব্যাংক এগিয়ে চলছে। ‘সোনালী ই ওয়ালেট’ মোবাইল অ্যাপস ব্যবহার করে ঘরে বসেই গ্রাহকরা এখন ব্যাংকিংয়ের পাশাপাশি বিভিন্ন বিল পরিশোধ ও নানান ডিজিটাল সেবা গ্রহণ করতে পারছে অনায়াসেই।

এদিকে নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করেও সোনালী এক্সচেঞ্জ এগিয়ে চলছে। এর সেবার মান আরও বাড়ানো এবং সেবা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার ব্যাপক কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। এর সফলতা কিন্তু সকল প্রবাসী ভাইবোনদের নিয়েই। তাঁদের পাঠানো অর্থের মাধ্যমেই কিন্তু রিজার্ভ বাড়ছে এবং সাথে সাথে বাংলাদেশের বড় বড় অবকাঠামোগত উন্নয়ন হচ্ছে। দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে এর প্রভাব সূদুরপ্রসারী। জাতীয় উন্নয়নের এক অভাবনীয় কর্মতৎপরতা চলছে আজ বাংলাদেশজুড়ে। যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে সোনালী এক্সচেঞ্জের কার্যক্রম পরিদর্শনের সময় মো. আতাউর রহমান প্রধান বেশ কয়েকটি শাখা পরিদর্শন করেন। বাংলাদেশীদের উপস্থিতি বিবেচনায় আরও কয়েকটি শহরে শাখা কার্যক্রম চালানো যায় কিনা বা নতুন নতুন অঙ্গরাজ্যে ব্যবসা পরিচালনার লাইসেন্স নেয়া যায় কিনা তার সম্ভাব্যতা যাচাই করেন। সরেজমিনে অনেক গ্রাহকদের সাথে কথা বলেন। টাকা পাঠানোর ক্ষেত্রে তাঁদের বিভিন্ন সুবিধা-অসুবিধার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন। ব্যবসা সম্প্রসারণে এবং মান আরও বাড়িয়ে কিভাবে সেবা মানুষের হাতের নাগালে পৌঁছানো যায়, তার বিভিন্ন দিক নির্দেশনা তিনি সোনালী এক্সচেঞ্জে কর্মরত সবাইকে প্রদান করেন। দেশে এখন বিনিয়োগের একটি সুবর্ণ সুযোগ তৈরি হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করে প্রবাসী ভাইবোনদের দেশে বেশি বেশি বিনিয়োগের আহ্বান জানান।

আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান বাদ, বিপন্ন স্বজনদের পাশে সিলেট সদর

রহমান মাহবুব

আড়ম্বরপূর্ণ অভিষেক অনুষ্ঠান বাদ দিয়ে বিপন্ন স্বজনদের পাশে দাঁড়িয়েছে সিলেট সদর অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকা। সব ধরনের আনুষ্ঠানিকতা পরিহার করে ২৭ জুন সোমবার জ্যাকসন হাইটসে জুইস সেন্টারে সংগঠনের নতুন কমিটি শপথ গ্রহণ করেছে।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেছেন, সিলেটে শতাব্দীর ভয়াবহতম বন্যার পানি এখন নামছে। ত্রাণ তৎপরতা এবারের মতো এত ব্যাপক আগে কোনো দূর্যোগের সময়ে দেখা যায়নি। নানা ব্যক্তি এবং সংগঠনের পক্ষ থেকে ফান্ড রাইজিং করে, ত্রাণ বিতরণের জন্য টাকা পাঠানো হচ্ছে সিলেটে। উপদ্রুত অন্চলের মানুষের পাশে পানীয় এবং খাবার নিয়ে দাঁড়াচ্ছেন লোকজন।

সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, সিলেট সদর থানা অ্যাসোসিয়েশ অতীতের মতো এবারেও সিলেটের মানুষের দুঃসময়ে পাশে রয়েছে। সিলেটের বন্যাদুর্গত মানুষের প্রতি ভালোবাসা পৌছে দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছে সদর।

সদরের নেতা জুয়েল চৌধুরী জানান, সংগঠনটির ব্যানারে সহযোগিতা বিতরণের জন্য ইতোমধ্যে ১৫ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়েছে। জুয়েল চৌধুরী সদরের বর্তমান কমিটির একজন কার্যকরি সদস্য। রানা ফেরদৌস এবং দুরদ মিয়ার নেতৃত্বে নতুন কার্যকরি পরিষদটি শপথ নেয়ার আগেই কাজে নেমে পড়েছেন বলে জানান জুয়েল চৌধুরী।

২৭ জুনের অনুষ্ঠান অনাড়ম্বর হলেও জৌলুস ছিল। প্রবাসের খ্যাতমান সাংবাদিক মাহবুবুর রহমান সভায় সভাপতিত্ব করেন। জুয়েল চৌধুরীর পরিচালনায় পুরো অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত ছিল। সদরের নতুন সভাপতি রানা চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে, অতীতের ন্যায় সিলেটের মানুষের সঙ্গে থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।

বক্তব্য রাখেন আহবায়ক কমিটির আহ্বায়ক শাহাদাৎ মজুমদার, যুগ্ম আহবায়ক মুজিবুর রহমান শাহজাহান, সংগঠনের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা সুফিয়ান খান, সাবেক উপদেষ্টা হাসান চৌধুরী মাসুম, সংগঠনের সাবেক উপদেষ্টা ইফজা চৌধুরী, বিশিষ্ট সমাজসেবক ফকু চৌধুরী। তাছাড়া নতুন কার্যকরী কমিটির সবাইকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়।

সিলেট সদর অ্যাসোসিয়েশনের নতুন কমিটির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। সংগৃহীত

কনস্যুলেট জেনারেলে পদ্মা সেতুর উদ্বোধন উদযাপন

উত্তর আমেরিকা অফিস

‘পদ্মা সেতুর শুভ উদ্বোধনের ঐতিহাসিক মুহূর্ত যথাযথভাবে উদযাপনের জন্য নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল বাংলাদেশ সময়ের সাথে সঙ্গতি রেখে ২৫ জুন বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। নিউইয়র্কে বসবাসকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মিডিয়া নেতৃবৃন্দ, কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশির অংশগ্রহণে কনস্যুলেটে আনন্দঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। তারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পদ্মা সেতুর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানের সরাসরি সম্প্রচার উপভোগ করেন।

কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম এই ঐতিহাসিক মুহূর্ত উদযাপনে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। পদ্মা সেতুকে আত্মবিশ্বাস ও প্রেরণার প্রতীক হিসেবে আখ্যায়িত করে তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাহসী ও দূরদর্শী নেতৃত্বে নিজেদের অর্থায়নে পদ্মা সেতুর বাস্তবায়ন জাতি হিসেবে আমাদের এক অনন্য অর্জন, যা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল করেছে। রাজধানীর সঙ্গে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলার নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ায় এ অঞ্চলের বহুমুখী উন্নয়নে এ সেতুর গুরুত্ব অপরিসীম বলে কনসাল জেনারেল যোগ করেন।

খলিল বিরিয়ানীর পাঁচ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান

খলিল বিরিয়ানী হাউসের পাঁচ বছর পুর্তি উপলক্ষে প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের উদ্যোগে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান ২৮ জুন সোমবার রাতে খলিলপার্টি হাউসে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানের সিইও শেফ খলিলুর রহমান কেক কেটে অনুষ্ঠান উদ্ধোধন করেন। এসময় তাঁর পরিবারেরসদস্যবৃন্দ, প্রতিষ্ঠানর দুই ম্যানেজার সোহেল এবং জুয়েল সহ প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে শেফ খলিল বলেন, পাঁচ বছর আগে অত্যন্ত ছোট্ট পরিসরে খলিল বিরিয়ানীর যাত্রা শুরু হয়। সকলের সহযোগীতায় অল্প সময়ে এর কয়েকটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কর্মীদের সকলের আন্তরিকতা এবং সহযোগীতা থাকলে এই প্রতিষ্ঠানের আরো সমৃদ্ধি ঘটবে। এজন্য তিনি সকল কর্মীদের আন্তরিকভাবে কাজ করে যাওয়ার আহ্বান জানান।

তিনি আরো বলেন, আগামীতে আরো বড় পরিসরে বর্ষপুর্তি অনুষ্ঠান পালন করা হবে। অনুষ্ঠানে ভালো কাজের জন্য কর্মীদের পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকবে। কর্মীদের ইন্সুরেন্সসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিরও তিনি ঘোষণা দেন। তিনি প্রতিষ্ঠানের নতুন সুপারভাইজার শামীম আহমদকে সকলের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন।

অনুষ্ঠানে ছিলো আকর্ষনীয় র‍্যেফল ড্র, বালিশ খেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। গভীর রাত পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে ডিনারে আপ্যায়িত করা হয়। শেফ খলিলুর রহমান নিজ হাতে সকলের জন্য রান্না করেন। বিজ্ঞপ্তি

কেক কেটে খলিল বিরিয়ানির ৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান উদ্বোধন করা হয়। ২৮ জুন খলিলপার্টি হাউসে। ছবি: সংগৃহীত

যশোর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ কমিটি গঠন

এলামনাই এসোসিয়েশন

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে জ্যাকসন হাইটসের একটি রেস্টুরেন্টে ২৩ জুন বৃহস্পতিবার যশোর ক্যান্টনমেন্ট কলেজের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় উপস্থিত সকলের মতামত সাপেক্ষে সংগঠনের প্রথম কমিটি গঠিত হয়। কমিটিতে তরিকুল ইসলাম বাদল প্রেসিডেন্ট, এম ইউসুফ আলী সাধারণ সম্পাদক এবং ইসতিয়াক আহমেদ রাসেল ট্রেজারারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

৩১ সদস্যবিশিষ্ট কমিটিতে যশোর ক্যান্টনমেন্ট কলেজের বিভিন্ন বছরের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের নিয়ে গঠিত হয়েছে। এছাড়া স্থানীয় যশোর ক্যান্টনমেন্ট কলেজের বর্তমান কার্যকর কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোঃ গিয়াসউদ্দিন খান ডালু উপস্থিত থেকে যশোর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ নর্থ আমেরিকা শাখার কমিটি গঠনের অনুমতি প্রদান করেন।

তরিকুল ইসলাম

ইউসুফ আলী

সাহিত্য একডেমির সাহিত্য আসরে অতিথিবৃন্দ। ছবি: সংগৃহীত

সাহিত্য একডেমির সাহিত্য আসর

উত্তর আমেরিকা অফিস

২৪ জুন শুক্রবার জ্যাকসন হাইটসের একটি মিলনায়তনে 'সাহিত্য একাডেমি, নিউইয়র্ক'র মাসিক সাহিত্য আসরটি অনুষ্ঠিত হয়। সাহিত্য একাডেমির পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সরকার এবং জনগণকে পদ্মা সেতুর জন্য অভিনন্দন জানানো এবং প্রাণে প্রাণ মিলিয়ে বন্যা কবলিতদের পাশে দাঁড়ানোর কথাও বলা হয়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনায় ছিলেন একাডেমির পরিচালক মোশাররফ হোসেন।

আসরের শুরুতে গল্পপাঠ করেন রিমি রুম্মান, সোহানা নাজনীন ও পলি শাহীনা। এবারের আসরে সাহিত্য আলোচনার পাশাপাশি সকলের পাঠেও ঘুরেফিরে দেশের দুর্যোগপীড়িতদের কথা উঠে এসেছে।

আলোচনায় অংশ নিয়ে সাংবাদিক মোহাম্মদ উল্লাহ বলেন, এবারের আসরের গল্পপাঠ ভালো লেগেছে। সামনে প্রবন্ধ পাঠের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। লেখা পাঠের আগে আলোচনার সুবিধার্থে আলোচকদের কাছে লেখকদের লেখাগুলো পাঠিয়ে দেয়ার পরামর্শ

দেন। কবিতার ছন্দ নিয়ে আলোচনা করা এবং কবিতা লেখার আগে ব্যাকরণ জেনে নেয়ার আবশ্যকতাও উল্লেখ করেন।

কবি তমিজ উদদীন লোদী বলেন, সাহিত্য একাডেমিতে আজ তিনটি গল্প শুনেছি। গল্পগুলোর ওপর বিদগ্ধজনের আলোচনা জরুরি। এতে করে তরুণ গল্পকাররা একটা দিকনির্দেশনা পাবে, গল্প লেখার কৌশল আয়ত্ত করতে পারবে। তাঁর মতে, কবির চেয়েও কথাসাহিত্যিকের চোখ বেশি তীক্ষ্ণ হতে হয়। লেখকের তৃতীয় চোখ যতবেশি তীক্ষ্ণ হবে লেখা তত দৃঢ হবে। তিনি বলেন, সাহিত্য একাডেমির ছায়া বিস্তৃত হচ্ছে, এটি অত্যন্ত আনন্দের।

সৌউদ চৌধুরী বলেন, তাঁর গ্রামের বাড়ি, শহরের বাড়ি সব পানির তলে। কবি কাজী নজরুল ইসলামের ' হাসনাহেনা ফুটেছে, আমি প্রাণভরে তা উপভোগ করেছিলাম' লাইনটির উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, সুখ-দুঃখের দোলাচলে জীবন সদা বহমান।

চারুকলা ইন্সটিটিউটের শিক্ষক এবং শিল্পী মতলুব আলী ১৯৭১ সালের ১ আগস্ট নিয়ে তাঁর একটি লেখা পাঠ করেন। কবি কাজী আতীক বলেন, দেশের প্রায় অর্ধেকটা পানির নিচে। নদী ভাঙন দেখেছি আগে, কিন্তু বন্যার পানিতে পাহাড়ি ঢলে বালুর ঘরের মতো বিল্ডিং ধসে পড়তে দেখিনি। এটি বড় দুঃখের। তিনি একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।

নীরা কাদরী তাঁর সদ্য পড়া বইয়ের আলোচনা শেষে বন্যার্তদের সাহায্যে যার যার অবস্থান হতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়ার অনুরোধ করেন। লেখক সোনিয়া কাদের বলেন, গত পঞ্চাশ বছর ধরে সিলেট শহরের উপশহরে বাস করছি। এখানে আগে কখনো পানি

ওঠেনি। স্বজনদের খোঁজ নেয়ার জন্য তিনি সকলের প্রতি অনুরোধ করেন। লেখক সুরীত বড়ুয়া বলেন, সাহিত্য রচনা সহজ নয়, এটি নিমগ্ন সাধনার বিষয়। সাহিত্য চর্চার নির্মল পরিবেশ সাহিত্য একাডেমি হতে হয়ত একদিন আগামী দিনের গুরুত্বপূর্ণ কোনো ডায়াসপোরা সাহিত্য সৃষ্টি হবে।

আবৃত্তিকার আনোয়ারুল হক লাভলু জানান, পদ্মা সেতুর কাজ শুরু হওয়ার প্রথমদিকে তিনি সংযুক্ত ছিলেন। আজ পদ্মা সেতুর উদ্বোধনী দিনে সাহিত্য একাডেমির সকলের সঙ্গে এ আনন্দ ভাগাভাগি করতে পেরে তিনি খুশি।

লেখক ইশতিয়াক রুপু বলেন, গত শত বছরেও এমন প্রলয়ঙ্করী বন্যা হয়নি।

সুনামগঞ্জের হাওর এলাকার গ্রামগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কত লোক ভেসে গেছে, হিসেব নেই। তাঁদের জন্য সকলকে সাহায্যের অনুরোধ করেন। একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন তিনি।

আসরে আবৃত্তি করেন, পারভীন সুলতানা ও এম.এ সাদেক। এবারের আসরে যাঁরা স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন, শামস আল মমীন, হোসাইন কবির, রানু ফেরদৌস, মাহফুজা শিলু, বেনজির শিকদার, তাহমিনা খান, জেবুন্নেসা জ্যোৎস্না, রওশন হাসান, শেলি জামান খান, মাইন উদ্দিন আহমেদ, সুলতানা ফেরদৌসী, মিনহাজ আহমেদ, আকবর হায়দার কিরণ, আনোয়ার সেলিম, আজিজুল হক মুন্না, সৈয়দ মামুনুর রশীদ, আবুল বাশার, লিউনা সারাহ।

আসরে উপস্থিত ছিলেন, হাসান ফেরদৌস, আবেদীন কাদের, আহমাদ মাযহার, আবু সায়ীদ রতন, নাসির শিকদার, রাহাত কাজী শিউলি, তাহরিনা পারভীন প্রীতি, পারভীন পিয়া, মনজুর কাদের, খালেদ সরফুদ্দীন, মিশুক সেলিম, আমিরুল ইসলাম, আবেদ রহমান, সবিতা দাস, টমাস দুলু রয়, ভায়লা সালিনা, রুবাইয়া শবনম, শেলি তাসলিমা, রুবি, মুস্তাফিজুর রহমান, মোহাম্মদ আবুল হোসেন, মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন।

দুই অভিভাবকের জন্য দোয়া মাহফিল

উত্তর আমেরিকা অফিস

সাংবাদিক সাহেদ আলমের বাবা মোশারাফ হোসেইনের মৃত্যুবার্ষিকীর মধ্যেই পরিবারের আরেক অভিবাবকের মৃত্যু হয়েছে। সাহেদপত্নী কারিশমা কামালের মা, সুপ্রিয়া কামাল সম্প্রতি ইন্তেকাল করেছেন। এ দুই মরহুম অভিভাবকের আত্মার শান্তি কামনায় মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

২৫ জুন নিউইয়র্ক সিটির উপকণ্ঠে কঙ্গার্স শহরে সাহেদ আলমের বাড়িতে অনুষ্ঠিত মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে ধর্মীয় বয়ান পেশ করেন আবু হুরায়য়া মসজিদের ইমাম ফায়েক উদ্দিন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেন ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসীদের মৃত্যু নেই। ইন্তেকালের মধ্য দিয়ে তাদের অন্য এক পার্থিব জীবন শুরু হয়। সে জীবনই আসল জীবন এবং এ পার্থিব এ জীবনে বিশ্বাসীরা প্রশান্তির সন্ধান পেয়ে থাকেন।

মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন খলিল বিরিয়ানীর কর্ণধার খলিলুর রহমান, লাসকম ইনস্টিটিউট অফ আই টি'র প্রধান নির্বাহী সামসুল আলম, সাংবাদিক মনির হায়দার, ইব্রাহিম চৌধুরী প্রমুখ।

আমেরিকান ট্রাভেল এজেন্ট এসোসিয়েশনের বনভোজন

উত্তর আমেরিকা অফিস

২৬ জুন রোববার আমেরিকান ট্রাভেল এজেন্ট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ইনকের (আটাব) উদ্যোগে বেলমন্ট স্টেট পার্কে বার্ষিক বনভোজন ও আনন্দমেলা অনুষ্ঠিত হয়। এতে নর্থ আমেরিকার ট্রাভেল এজেন্ট ব্যবসায়ীসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

বনভোজনে এবারও পুরুষ ও মহিলাদের জন্য খেলাধুলাসহ প্রতিযোগিতামূলক বিভিন্ন ইভেন্টের আয়োজন করা হয়। দুপুর ১২টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত সবাই আনন্দ উল্লাসে বনভোজন উপভোগ করেন। আয়োজকদের মধ্যে কনভেনার আবুল কালাম আজাদ, মা ট্রাভেলের মেম্বার সেক্রেটারি এমডি শামসুদ্দিন, ওয়ার্ল্ড ট্যুর এন্ড ট্রাভেলের স্বত্বাধিকারী বশিরসহ কার্যকরি কমিটির সদস্যগণ সার্বিক সহযোগিতা করেন। বনভোজনে কার্যকরি কমিটিসহ উপস্থিত ছিলেন এম. রহমান (মেঘনা ট্রাভেল), বেলায়েত হোসেন বেলাল (বাংলা ট্রাভেল),

বেলমেন্ট স্টেট পার্কে আটাবের বনভোজন ও আনন্দমেলা।

মাসুদ মোর্শেদ স্কাইল্যান্ড ট্রাভেল, মোহাং এ. খালেক (সাফওয়ান ট্রাভেল), শ্যামল তালুকদার (এসএস ট্রাভেল), মাওলানা ইসমাঈল (আল নুর কালচারাল সেন্টার), মাওলানা মাসুম (সভাপতি, রুপসী চাঁদপুর সমিতি) উপস্থিত ছিলেন। সংগঠনের সভাপতি মাওলানা মাহমুদ (রাহমানিয়া ট্রাভেল), জেনারেল সেক্রেটারি মো. সেলিম (হারুন)- (কর্ণফুলী ট্রাভেল) বনভোজনে অংশগ্রহণ নেয়ায় সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে
সিপিএ'র মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

TAX FILING 2021
WE DO ALL TYPES OF TAXES

CONTACT
KALIANNA LAKSHMANAN,CPA,PC
7232 BROADWAY,SUITE 306
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
Phone: 347-279-6001, 646 4818369
Fax: 718-799-9181
Email: lakashmanan@kali-cpa.com

আবু জামান
ম্যানেজার
Tel: 6462844776

KALIANNA LAKSHMANAN
CPA,PC
Tel: 347-279-6001

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়
আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

■ প্রতিদিন সর্বোচ্ছ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
■ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
■ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।
PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation:
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting:
  Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

■ ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member: naea NYSSEA

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়

আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue	170-12 Highland Avenue
LIC, NY 11106	Jamaica Estates, NY- 11432
Tel: 718-383-4500	www.drmrahman.com

Tax & Immigration Services

- Tax
- Immigration
- Real Estate
- Mortgage
- Notary

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

IRS e-file

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses
mortgage services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

দীর্ঘ ১০ বছরের সাফল্য ও অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায়

সকল ধরনের ইনস্যুরেন্সের জন্য একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

আপনার গাড়ি বাড়ি ব্যবসা ও TLC ইন্সুরেন্সের জন্য আমাদের প্রফেশনালদের সহায়তা নিন

Low Down Payment
No Extra Fee
6 Hours DDC Classs

Experienced
Tax Professional

IRS e-file
IRS Authorized e-file Provider

Auto Home Business & TLC Insurance

TDS Insurance Brokerage Corp.

BROOKLYN
118 Beverley Road, Brooklyn, NY 11218
Phone: 718-483-9310, Fax: 718-483-9311
Email: team@tdsinsurance.com

বাড়ি ক্রয়ে ২৫% ডাউন পেমেন্ট দিলে নো ব্যাকগ্রাউন্ড চেক

- রেন্টাল
- প্রপার্টি কেনা-বেচা, শর্ট সেল-নেগোসিয়েশন কেনাবেচার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ
- অকশন-সিটি হাড (HUD) ব্যাংক
- মর্টগেজ ব্যবস্থা
- রি-ফাইন্যান্সসহ যাবতীয় সহযোগিতার জন্য কথা বলুন

Please call or text
646 284 4776
Abu Zaman
Licensed Real Estate Salesperson
abuzaman45@hotmail.com

Silver & Gold Realty

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্নক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এ্যান্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

ইনকামট্যাক্স ২০১৯ ইনকামট্যাক্স

আন্‌জুমান ট্যাক্স সার্ভিসেস ইন্‌ক

37-21 72nd Street, Sute # 202
Jackson Heights, NY-11372

IRS Authorised E-File Provider

● ইনকামট্যাক্স, ব্যক্তিগত, ব্যবসায়িক ও কর্পোরেশন রিটার্ন ● বুক কিপিং, একাউন্টিং, সেলস্ ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স ● কর্পোরেশন ফর্ম ও নতুন ব্যবসা সেটআপ ● স্বামী-স্ত্রী ও পরিবার পরিজনদের জন্য আবেদনসহ যাবতীয় ইমিগ্রেশন সার্ভিস ● ইংরেজী অনুবাদ ও নোটারী সার্ভিস ● ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস। আমাদের অফিস সপ্তাহে সাত দিনই খোলা থাকে।

যোগাযোগ ▶ আবু হেলেন হোসেন

718-777-5477, Cell: 917-496-7966, Fax, 718-777-8020

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হার্টের ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, নার্ভের ব্যাথা, অবস হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্নীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
Bangladesh Plaza (Suite #205); 37-15 73rd Street, Jackson Heights, New York 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New addres 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন নর্থ আমেরিকার সংবর্ধনা। ছবি: সংগৃহীত

আবু জাফর মাহমুদকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের সংবর্ধনা

উত্তর আমেরিকা অফিস

বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদকে বিশেষ সম্মাননা জানিয়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন নর্থ আমেরিকা।

সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ইনক এবং আলেগ্রা হোম কেয়ার ইনকের কর্ণধার আবু জাফর মাহমুদ নিউইয়র্কে বাংলাদেশি জনসমাজের অতিপরিচিত সংগঠক। সাম্প্রতিক বন্যায় দেশের সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার বন্যার্তদের সাহায্যে এগিয়ে এসে কমিউনিটিতে ইতিবাচক আলোচনায় এসেছে বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস এবং আলেগ্রা হোম কেয়ার ইনক।

২৪ জুন শুক্রবার জ্যাকসন হাইটসের একটি মিলনায়তনে 'বর্ষার গান ও কবিতা' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে সমাজসেবায় তাঁর কর্মকাণ্ডের জন্য আবু জাফর মাহমুদকে এই সম্মাননা জানানো হয়। এসোসিয়েশসনের সভাপতি মাহমুদ আহমেদের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন হাসান মাহমুদ।

অনুষ্ঠানে সম্বর্ধিত আবু জাফর মাহমুদ ছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জাহাঙ্গীর শাহ নেওয়াজ ডিকেন্স, উপদেষ্টা অধ্যাপিকা রানা ফেরদৌস চৌধুরী, সাবেক সভাপতি সামসুদ্দীন আজাদ, সাধারণ সম্পাদক এস এম ফারুক, সাবেক সাধারণ সম্পাদক বিষ্ণু গোপ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত অতিথির হাতে ক্রেস্ট ও সম্মাণনা তুলে দেয়া হয়। এছাড়াও অনুষ্ঠানে ফাহমিদা জিগর জাহান ও সৈয়দা পারভীন পলি কবিতা আবৃত্তি এবং পলি ও হাসান মাহমুদ সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা সংবর্ধিত বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদকে একজন সাহসী, হাসিখুশি, দেশপ্রেমিক মানুষ হিসেবে অ্যাখ্যায়িত করে বলেন, তিনি জীবনভর দেশের জন্যই কাজ করেছেন। রাজনীতি থেকে শুরু করে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে দেশস্বাধীন করেছেন। এখন প্রবাসে এসেও কমিউনিটির সেবার পাশপাশি

দেশের জন্য কাজ করে চলেছেন। সত্যিকারার্থে তিনি খাঁদি দেশ প্রেমিক মানুষ। বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ বলেন, আমি সংবর্ধনা পাওয়ার যোগ্য নই। আমার দায়িত্ব শেষ হয়নি। দেশের জন্য এখনো অনেক কিছু করার রয়েছে। সবাইকে নিয়ে আমি আমার বাকি কাজ করতে চাই এবং এজন্য সকল মহলের সহযোগিতা চাই। তিনি বলেন, স্বাধীন বাংলাদেশ আমাদের অনেক কিছু দিয়েছে। কিন্তু বিনিময়ে আমরা দেশকে কি দিয়েছি তার মূল্যায়ন হওয়া দরকার। তিনি বলেন, আমি যেখানেই যেভাবেই থাকি আমার কাছে সবার আগে প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ-এর স্বার্থ বড়। তিনি সবাইকে মাতৃভূমির জন্ম্য কাজ করার আহ্বান জানান।

২৯ ও ৩০ অক্টোবর ডিসি বইমেলা ২০২২

উত্তর আমেরিকা অফিস

আগামী ২৯ ও ৩০ অক্টোবর ডিসি বইমেলা ২০২২ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এবারের বইমেলার স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে ভার্জিনিয়ার স্প্রিংফিল্ডের হোটেল হলিডে ইন এক্সপ্রেস হোটেলে। ডিসি বইমেলার তৃতীয় আয়োজনের প্রধান সমন্বয়ক হিসেবে বাংলা স্কুলের প্রাক্তন সভাপতি আতিয়া মাহজাবীন নীতু নির্বাচিত হয়েছেন।

২৬ জুন রোববার বৃহত্তর ওয়াশিংটন ডিসির জনপ্রিয় অনুষ্ঠান 'গানের ছোঁয়ায় কবিতা' অনুষ্ঠানে ডিসি বইমেলার আয়োজকরা এই ঘোষণা করেন। এতে উপস্থিত ছিলেন ডিসি বইমেলার প্রধান উপদেষ্টা , ভয়েস অফ আমেরিকার বাংলা বিভাগের সাবেক

প্রধান রোকেয়া হায়দার, যশস্বী নৃত্যশিল্পী ও অভিনেত্রী একুশে পদকপ্রাপ্ত লায়লা হাসান, উপদেষ্টা ও ডিসি বইমেলার প্রধান পৃষ্ঠপোষক মজহার উল হক, উপদেষ্টা সরকার কবির, উপদেষ্টা ড. নজরুল ইসলাম, উপদেষ্টা কবি আনিস আহমেদ, উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট অমর ইসলাম (প্রাক্তন সিনিয়র প্রসিকিউটর, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল, বাংলাদেশ)। ডিসি বইমেলার প্রথম আয়োজনের প্রথম প্রধান সমন্বয়ক স্থপতি আনোয়ার ইকবাল কচি, দ্বিতীয় আয়োজনের প্রধান সমন্বয়ক কবি সামিনা আমিন ও দস্তগীর জাহাঙ্গীর তুঘ্রীল এবছরের বইমেলার তারিখ ও প্রধান সমন্বয়ক আতিয়া মাহজাবীন নীতুর নাম ঘোষণা করেন।

নবনির্বাচিত প্রধান সমন্বয়ক আতিয়া মাহজাবীন নিতু তাঁর স্বাগত ও সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে গত দুবারের মতো এবারের অনুষ্ঠিতব্য ডিসি বইমেলাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সকলের ও সকল সংগঠনের একান্ত সহযোগিতা কামনা করেন। জনপ্রিয় অনুষ্ঠান "গানের ছোঁয়ায় কবিতা" য় কবিদের কবিতার বাদল নেমেছিল। প্রতির্ষ্ঠিত আবৃত্তি শিল্পী ও মোহময় গানের শিল্পীদের সমন্বয়ে পিনপতন নিরবতায় অনুষ্ঠানটি একটি মায়াবী আবেশ তৈরি করে ও উপস্থিত সকল শ্রোতাদের ভূয়সী প্রশংসা কুড়িয়েছে।

সামাজিক সংগঠন ভালো আয়োজিত মতবিনিময় সভায় এসবিএস কমিশনার কেভিন কিম। ছবি : সংগৃহীত

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের পাশে থাকবে সিটি প্রশাসন

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্ক সিটি প্রশাসনের স্মল বিজনেস সার্ভিসের (এসবিএস) কমিশনার কেভিন কিম বলেছেন, বাংলাদেশি কমিউনিটিসহ অন্যান্য কমিউনিটির ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের পাশে থাকবে নিউইয়র্ক সিটি প্রশাসন। এজন্য সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের সমস্যা সমাধানে সিটি প্রশাসনের দরজা সব সময় খেলা। তাই খোলা মন নিয়ে যেকোন সমস্যায় সিটির এসবিএস কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা এবং বিনামূল্যেও সুযোগ সুবিধা সহ অন্যান্য সুবিধা নেয়ার জন্য ব্যবসায়ীদের প্রতি আহবান জানান তিনি।

সামাজিক সংগঠন ভালো আয়োজিত মতবিনিময় সভায় এসবিএস কমিশনার কেভিন কিম উপরোক্ত কথা বলেন।

২৩ জুন বৃহস্পতিবার জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউয়ে একটি মিলনায়তনে এই সভার আয়োজন করা হয়। সভার শুরুতে পাওয়ার প্রেজেন্টের মাধ্যমে এসবিএসের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও সুযোগ সুবিধার কথা তুলে ধরেন মেহেদী হাসান। এরপর বিষয় ভিত্তিক আলোচনায় অংশ নেন এসবিএস এক্সটার্নাল কো-অর্ডিনেটর মারসিয়া পি. মার্টনেজ। এছাড়া

শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সাপ্তাহিক বাঙালী সম্পাদক কৌশিক আহমেদ, ভালো'র সিইও শাহরিয়ার রহমান, জ্যামাইকার তরুণ ব্যবসায়ী ও কমিউনিটি লিডার ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার।

সভায় কমিশনার কিম তার জীবনের বিভিন্ন দিক ও অভিজ্ঞতার কথা সংক্ষেপে তুলে ধরে বলেন, আমি কুইন্সের মানুষ। এক সময় সানি সাইডে বসবাস করতাম। এজন্য কুইন্সের প্রতি আমার অন্য রকম ভালোবাসা রয়েছে।

তিনি বলেন, ব্যবসায়িক বিষয়ে আমার নানান অভিজ্ঞতা রয়েছে। ব্যবসায়ীদের জন্য সিটির নানা সুযোগ সুবিধা রয়েছে। রয়েছে বিনামূল্যেরও নানান সুবিধা। এসব সুবিধা জেনে তা গ্রহণ করার জন্য তিনি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানান।

সভায় উপস্থিত ব্যবসায়ীদের প্রশ্নেরও উত্তর দেন এসবিএস কমিশনার কেভিন কিম। সভায় জানানো হয়, এসবিএসএ'র বিনামূল্যে ব্যবসায়িক পরিসেবার সুবিধাগুলোর মধ্যে রয়েছে : ব্যবসায়িক পাঠক্রম, ইনসেন্টিভস, প্রশিক্ষণ, আইনী সহায়তা, সরকারকে পরিচালিত করা, সরকারের কাছে বিক্রি, অর্থায়ন সহায়তা, নিয়োগ, সার্টিফিকেশন প্রভৃতি। এসব সেবা প্রদানের জন্য নিউইয়র্ক সিটির ৫ বরোতে ৫টি কেন্দ্র রয়েছে।

প্রয়োজনে বিস্তারিত জানতে ৮৮৮-৭২৭-৪৬৯২ নম্বরে যোগযোগ করা যেতে পারে বলে জানানো হয়েছে। অনুষ্ঠানে ভালো'র পক্ষ থেকে এসবিএস কমিশনার কেভিন কিমকে ফুলেল শুভেচ্ছা এবং ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

নিউইয়র্কে ২ জুলাই ৩৬তম ফোবানার 'মিট এন্ড গ্রীট'

উত্তর আমেরিকা অফিস

আগামী ২ জুলাই শনিবার দুপুর ১ ঘটিকার সময় নিউইয়র্কের নবান্ন রেস্টুরেন্ট (৩৭-২২ ৭৩ স্ট্রিট) এ লস অ্যাঞ্জেলেসে অনুষ্ঠিতব্য ৩৬তম ফোবানা সম্মেলন ২০২২ এক 'মিট এন্ড গ্রীট' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। একথা জানিয়েছেন স্বাগতিক কমিটির কনভেনার আবুল ইব্রাহিম, সদস্য সচিব সাঈদ এম বাবু, ফোবানা এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান আতিকুর রহমান ও এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি ড. রফিক খান।

৩৬তম ফোবানা সম্মেলন ২০২২ লস এঞ্জেলেস স্বাগতিক কমিটি আয়োজিত এই 'মিট এন্ড গ্রীট' অনুষ্ঠানে সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া, ডিজিটাল মিডিয়া, ইন্টারনেট মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়া, টেলিভিশন মিডিয়াসহ সকল মিডিয়ার মালিক, সম্পাদক, রিপোর্টার, কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ, শিল্পীবৃন্দ, ব্যাবসায়ী নেতৃবৃন্দ, বিজ্ঞাপনদাতা, রাজনীতিবিদ সহ সর্বস্তরের সবাইকে অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রন জানানো হয়েছে।

মিট এন্ড গ্রীট সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যের জন্য স্বাগতিক কমিটির সভাপতি জাহিদ হোসেন পিন্টু ২১৩-৮০৪-০৫২৩, কনভেনার আবুল ইব্রাহিম ২১৩-৯৪৮-৭৯০৮, সদস্য সচিব সাঈদ এম বাবু ৩২৩-৬৩৫-৮৯৮৩, ফোবানা এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান আতিকুর রহমান ৯৫৪-৮১৮-২৯৭০, এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি ড. রফিক খান ২৮১-৪৬০-৯১০১, আউটস্ট্যান্ডিং মেম্বার বেদারুল ইসলাম বাবলা ৯১৭-৮৮৫-৮৮৮৭, জাকারিয়া চৌধুরী ৬৪৬-২২৬-৭১৪৪ এর সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, 'আমরা করবো জয়' স্লোগানে আগামী লেবার ডে উইকেন্ড ২, ৩ ও ৪ সেপ্টেম্বর শুক্র, শনি ও রোববার ক্যালিফোর্নীয়ার লস অ্যাঞ্জেলেসে সম্মিলিত সংগঠনসমূহের যৌথ উদ্যোগে ম্যারিয়ট লস অ্যাঞ্জেলেস বারব্যাঙ্ক হোটেল বলরুমে অনুষ্ঠিত হবে ৩৬তম ফোবানা সম্মেলন ২০২২। ইতোমধ্যেই হোটেল বুকিং সম্পন্ন করা হয়েছে। এবারের সম্মেলনের প্রাথমিক বাজেট ধরা হয়েছে ২ লাখ ডলার।

জয় মা শ্মশান কালী   জয় মা শ্মশান কালী   জয় মা শ্মশান কালী

সনাতন সেবাশ্রম ফাউন্ডেশনের শ্মশান প্রকল্পের উদ্যোগে

তীর্থ যাত্রা ২০২২
PILGRIMAGE 2022

৯ই জুলাই ২০২২, শনিবার | July 9th 2022, Saturday

তীর্থস্থান (Place)

শ্রী স্বামী নারায়ন মন্দির (কানেকটিকাট)
Shri Swami Narayan Temple (Newington, CT)

শ্রী সত্যনারায়ন স্বামী টেম্পল (কানেকটিকাট)
Shri Satyanarayan Swami Temple (Middletown, CT)

শ্রী শ্রীদি সাই টেম্পল (কানেকটিকাট)
Shri Shirdi Sai Temple (Middletown, CT)

বাস ছাড়ার স্থান ও সময়

কুইন্স ভিলেজ / জ্যাকসন হাইটস / জ্যামাইকা
(প্রয়োজনে ব্রঙ্কস, ব্রুকলীন, ওজোন পার্ক থেকে বাস ছাড়ার ব্যবস্থা থাকিবে।)

যাত্রারম্ভ: ৯ই জুলাই, শনিবার - সকাল ৭:৩০ মিঃ
নিউইয়র্কে ফেরার সময় : আনুমানিক রাত ১০টা

অনুদানের হার ঃ

- ০-১ বৎসর : সৌজন্য মূলক
- ১ - ৭ বৎসর : ৫০.০০ ডলার
- ৭ - তৎউর্দ্ধে : ৮৫.০০ ডলার

র‌্যাফেল ড্র

১ম পুরুস্কার : স্বর্ণের মুর্তি
২য় পুরুস্কার : গোল্ড ম্যাডেল
৩য় পুরুস্কার : রূপার মুর্তি

এছাড়াও রয়েছে আরো অন্যান্য আকর্ষনীয় পুরুস্কার

বার্ষিক বনভোজন ২০২২

৩০শে জুলাই ২০২২, শনিবার
স্থান: করোনা পার্ক

সংগঠনের নিজস্ব মহা কালী মন্দিরে এবার সাড়ম্বরে উদযাপিত হতে যাচ্ছে

শারদীয়া দুর্গোৎসব

FOR MORE INFO PLEASE CONTACT :

Convenor
Pradip Bhattacharjya 347-476-5294
Co-Convenor
Nepal C Nath 646-363-2599
Sukharanjan Saha 347-459-3458

Overall Management
Dr. Nihar Sarkar 917-388-7753,
Suruj Shil 917-340-0049, Ujjal Roy 917-833-2891,
Nikhil Mandal 347-393-5469, Joyobroto Roy -(347) 400-9117
Dipankar Roy 347-935-0773, Shaymal K Sharma 917-285-4804.

Secretary
Pankoj Roy 631-230-2060,
Joint Secretary
Subin Purkaosta 718-433-6608
Liton Suttradhar 917-403-8235,

Advisors - Bijay K Bhowmik 646-377-7634, Lakshman Kar-646-421-3468, Nepal Mazumder 347-659-6020, Rabin Sarker 646-409-5136, Mrigen Roychowdhury 718-314-8787 & Sunil K Roy 646-693-8819,

Members : Uttam Mondal 347-885-2025, Akhil Ojha 347-229-9827, Shamol Mozumder 917-254-7414, Himan Roy 646-249-5085, Krishna Das 646-363-3137, Narayan Debnath 929-525-9477, Jugal Nath 347-822-9827, Parichoy Barman 917-238-6215, Adhir Lodh 917-864-3745, Alok Nag 646-288-306, Anupam Biswas 347-476-6863, Bimolendu Kar 347-527-8200, Gonesh Banik 646-359-0225, Kumaresh Sarkar 347-493-4906, Monotosh Roy 917-444-9626, Nepal Das 929-229-4690, Nitish Biswas 347-393-8619, Parimal Debnath 929-337-0429, Pijush Karmakar 646-339-5812, Pretish Bala 929-536-4893, Sanjib Nath 929-386-7996, Sanjoy Das 347-891-8902, Subrata Sarkar-718-737-6293, Swapon K. Roy 347-935-5252, Tusar Kanti 347-657-7619, Debbrato Ghosh-646-286-8845, Parimol Biswas 347-282-1258, Goutam K Kundu-1 (718) 717-9583, Angshu Bala-1 (347) 345-6751, Partha Sarothi Roy-1 (347) 965-5915, Bimal Paul-1 (718) 509-7780, Ajit Bhowmick 646-578-3669, Jittom Kumar-(978) 390-2630, Sukantho Halder-1 (978) 277-8367, Swapon Sarker-1 (516) 474-0617, Shorobindu Roy - 1 (646) 731-4667, Shaymal Biswas- 1 (718) 717-9583, Proshanta Mallick Ayon-1 (929) 256-9795, Sanjib Paul- (646) 525-9172, Mithun Ghosh-1 (347) 393-8688, Milton Burman- (917) 832-3472, Prodip Chandra Roy - (646) 239-4667, Kishen Das 646-724-9848, Ratan K. Das 646-361-5660.

Organized by : **SANATAN SEBASHRAM FOUNDATION INC.**
112-44, 209th Street, Queens Village, NY 11429
Email: sanatansebashram@gmail.com | www. sanatansebashram.org | SanatanSebashramFoundationInc.

TOTAL PRINTING T: 718-708-9670

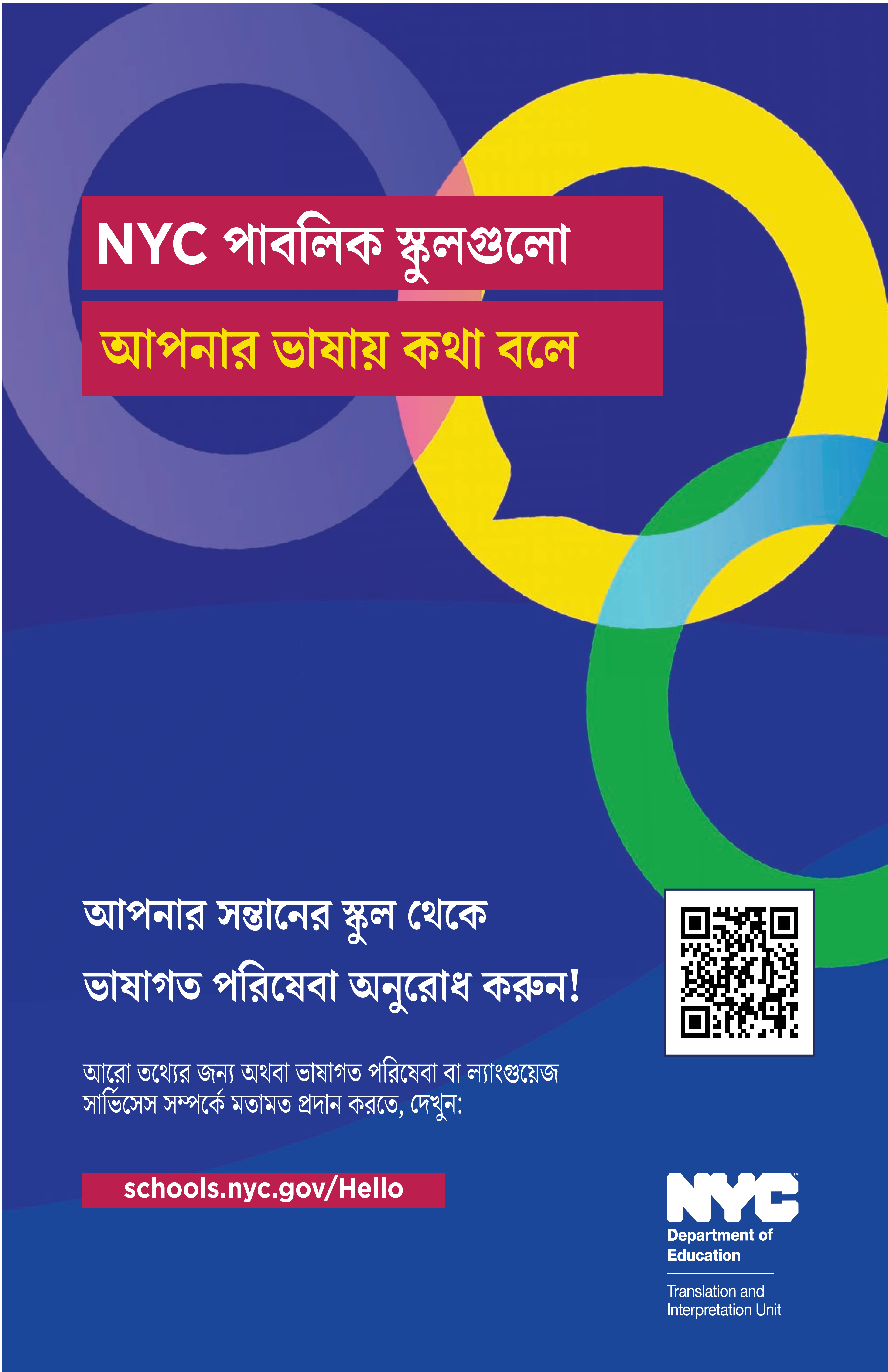
NYC পাবলিক স্কুলগুলো
আপনার ভাষায় কথা বলে
আপনার সন্তানের স্কুল থেকে
ভাষাগত পরিষেবা অনুরোধ করুন!
আরো তথ্যের জন্য অথবা ভাষাগত পরিষেবা বা ল্যাংগুয়েজ সার্ভিসেস সম্পর্কে মতামত প্রদান করতে, দেখুন:
schools.nyc.gov/Hello
NYC
Department of Education
Translation and Interpretation Unit

Shahjalal ®
শাহজালাল
পরোটা
এখন সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে
প্রথম আলো
Prothom Alo North America
৫ম
প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী
Shahjalal
25
ORIGINAL
Paratha
LIGHT CRISPY LAYERED FLUFFY
-AUTHENTIC TASTE-
Home Made Style
Net Weight:
2000gm/70.5oz
FROZEN
KEEP FROZEN
PREMIUM FOODS USA INC.
50-49, 49th Street, Woodside, New York 11377
Tel: 718 440 9451, 718 392 0024 | Fax: 718.360.0439
www.premiumfoods.us

PEOPLE TECH
A Global Leader in Skill Development, Job Placement & Outsourcing
If you are stuck at home during this pandemic, take advantage of the time and get certified as a software tester and earn 100k to 200k
25% - 35%
DISCOUNT
QA Selenium Automation Course
Weekend Batch Start Date:
April 11th 2020 (VA Campus)
Saturday and Sunday (9:00AM to 2:00PM)
Weekday Batch Start Date:
April 14th 2020 (VA Campus)
Tuesday and Wednesday (6:00PM to 11:00PM)
Weekend Afternoon Batch Start Date:
April 19th 2020,(NY Campus)
Saturday and Sunday (2:30PM to 7:30PM)
Provided jobs to 6000+ Students
We have 15 years of experience in Training and Job Placement.
Certified Computer Training Institute by:
New York State Education Department & Bureau of Proprietary School Supervision
State Council of Higher Education for Virginia
Authorized Empolyment Agency by:
NYC
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্ণী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন
$২১ প্রতি ঘন্টা
নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮
Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813
Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308
Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

ANCHOR TRAVELS
শুভ উদ্বোধন Grand OPENING
এ্যাংকর ট্রাভেলসএর দ্বিতীয় শাখার শুভ উদ্বোধন
বাংলাদেশে টাকা পাঠানোর বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
২.৫% প্রণোদনা গ্রহন করুন
বাংলাদেশসহ বিশ্বের যেকোনো স্থানে ভ্রমনের টিকিট এখন স্বল্প মুল্যে
WORLD AIRLINES
917 300 2450
929-570-6231
এ্যাংকর ট্রাভেলস-এর সকল সার্ভিস পেতে এখনই যোগাযোগ করুন।
Residential & Commercial
Mortgages
NEW BRANCH:
77-04 101 Avenue
Ozone Park New York 11416

Parkchester + Medical
PARKCHESTER MEDICAL
পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল
WE WELCOME WALK INS
PARKCHESTER MEDICAL SERVICES
MEDICAL CENTER
718.828.6610
MEDICAL CARE & PHYSICAL THERAPY
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
TEL: 718-828-6610
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার
সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

বাংলাদেশে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ ৫০০ পরিবারে খাবার দিয়েছি, আপনারাও দিন।

আপনজনদের দুর্ভোগ মোকাবিলায় আত্মত্যাগের যোগ্যতা একটি বিরল বৈশিষ্ট্য, আল্লাহর বিশেষ পুরস্কার। আমরা এই মহাপুরস্কারের অধিকারী হতে চাই।

সিলেট ও কুড়িগ্রাম আবারও প্লাবিত

ABU ZAFAR MAHMOOD
CEO & President
646-769-0966
netlake111@gmail.com
ceo@alegracare.com

মানুষ মানুষের জন্যে
দেশপ্রেম স্বদেশের জন্যে

" দুর্যোগে-দুর্দশা-বিপদে থাকতে হবে এক সাথে। দরদ ও সেবা পরিবার এবং সমাজের নিবিড় বন্ধনের প্রধান প্রমাণ। দরদ ও ভালোবাসাহীন কর্মকান্ডে মনুষ্যত্ব নেই "

"বাঁচতে হলে লড়তে হয়
যে লড়াই বাঁচার লড়াই
সে লড়াইয়ে জিততে হবে"

BANGLA CDPAP SERVICES

বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ইন্‌ক
অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার ইন্‌ক

ALEGRA HOME CARE INC.

banglacdpap.com   alegracare.com   888-212-3237 (Toll Free)

বারী সুপার মার্কেট

1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

Tel: 347-810-0087
646-427-4867

পার্টি হলে বুকিং নেওয়া হচ্ছে

حلال
HALAL

WE ACCEPT EBT

আমরা ইবিটি ও ফুড ষ্ট্যাম গ্রহণ করি

BARI SUPERMARKET
WE CARE FOR YOUR NEEDS

BARI RESTAURANT
WE CARE FOR YOUR TASTE

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

BARI PARTY HALL
MAKE YOUR PARTY MEMORABLE

ria Money Transfer
দ্রুত ও বিশ্বস্ততার সাথে টাকা পাঠানো হয়

আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন

বারী হোম কেয়ার

Passion of Seniros of NY Inc.
Your Health Our Care

চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন

- নিউইয়র্ক ষ্টেটের স্বাস্থ্য বিভাগের সিডিপেপ একটি নতুন প্রোগ্রাম এর আওতায় আপনি ঘরে বসে আপনার পরিবারের সদস্য বা প্রিয়জনের সেবা করে প্রতি সপ্তাহে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিতে পারেন। এটি একটি সহজ পদ্ধতি। আমরা আপনার হয়ে সমস্ত কাজ করে আয়ের সুযোগ করে দিব।
- আপনার প্রিয়জনের সেবার সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে। এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
- আপনজনদের আর একা থাকতে হবে না, আমরা আছি আপনাদের সেবায়।

কাজ করার জন্য কোন ট্রেনিং বা সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই

- হোম কেয়ার সুবিধা পেতে আমরা কোন চার্জ করি না
- কেয়ারগিভাররা অবকাশ ও অসুস্থতার জন্য পেইড লিভ পেয়ে থাকেন
- আমরা মেডিকেইড /স্ন্যাপ/ফুড স্ট্যাম্প নতুন করে আবেদন এবং নবায়নের জন্য সাহায্য করে থাকি।

আপনার পছন্দমত ডাক্তার রাখতে পারবেন, ঔষধ পেতে কোন সমস্যা হবে না।

আমরা CDPAP, HHA, PCA সার্ভিসেস প্রদান করি

Jackson Heights Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
2113 Starling Ave.
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
33 101 Ave,
Brooklyn, NY 11208
Tel: 718-942-5554

Brooklyn Office:
509 McDoland Ave
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-240-6566
Cell: 347-777-7200

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000,
716-400-8711

আজই কল করুন 718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

Asef Bari (Tutul)
C.E.O

আগুন লাগা এড়ান!

ইলেকট্রনিক বাইক ও স্কুটারের লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি গুরুতর আগুনের কারণ হতে পারে

নিরাপদ ব্যবহার

- ডিভাইসগুলি অগ্নি নিরাপত্তার মানগুলি পূরণ করে কিনা তা পরীক্ষা করুন — **(UL)** ট্রেডমার্ক সন্ধান করুন।
- ডিভাইসগুলি দিয়ে দরজা ও জানালা আটকে দেবেন না।

নিরাপদ চার্জিং

- প্রস্তুতকারকের নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন।
- বিছানা ও কাউচের কাছাকাছি চার্জ করবেন না কিংবা সারারাত বা কারও অনুপস্থিতিতে চার্জ করবেন না।

নিরাপদ স্টোরেজ

- ডিভাইসগুলি সরাসরি সূর্যের আলোতে রাখবেন না — ঘরের তাপমাত্রায় রাখুন।
- জ্বলনশীল বা দাহ্য কোনও জিনিসের কাছে রাখবেন না।

নিরাপদে বাতিল করা

- **রিচার্জেবল ব্যাটারিগুলি আবর্জনায় বা রিসাইক্লিংয়ে ফেলে দেওয়া বেআইনি।**
- বাতিল করার বিকল্পগুলির জন্য **nyc.gov/batteries** দেখুন।
- আপনি যদি আপনার ইলেকট্রনিক বাইক, স্কুটার বা হোভারবোর্ডের ব্যাটারিতে পরিবর্তন লক্ষ্য করেন (গন্ধ, আকৃতি/রঙের পরিবর্তন, লীক হওয়া বা অদ্ভুত আওয়াজ), তাহলে অবিলম্বে 911 এ কল করুন।

বিস্ফোরণ বা আগুন লাগার ক্ষেত্রে

1. অবিলম্বে বেরিয়ে যান
2. আপনার পিছনের দরজা বন্ধ করুন
3. 911 এ কল করুন

nyc.gov/batteries | 311 এ কল করুন
NYCsanitation • NYCzerowaste

sanitation
FIRE DEPARTMENT CITY OF NEW YORK
NYC Emergency Management

BFAD-0622: BATTERY FIRES AD 10X14-PA-BN

Ontime DISTRIBUTION INC

বিক্রয় প্রতিনিধি আবশ্যক

Sales Representative Wanted

- **Ontime Distribution Inc.** এর ব্যবসা সম্প্রসারণের প্রয়োজনে NYC এবং NJ এরিয়াতে ফুলটাইম দক্ষ বিক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ দেয়া হবে।
- আবেদনকারীকে অবশ্যই ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় পারদর্শী হতে হবে।
- যে সমস্ত প্রার্থীগণের ড্রাইভিং লাইসেন্স ও নিজস্ব গাড়ি রয়েছে তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে (ইন্সুরেন্স ও জ্বালানি খরচ কোম্পানি বহন করবে)।

Phone: 718-576-2698 (TEXT)
e-mail: ceo@ontime-usa.com

IMMIGRATION LAW OFFICE
ইমিগ্রেশন ’ল অফিস

Dilli R. Bhatta
Attorney at Law

Shamim Shahed
Certified Paralegal

- Immigration
- Asylum & Defence from Deportation
- Family Law
- Accident & Injury
- Business Law
- Any Kind of Visa Processing

BHATTA LAW & ASSOCIATES
☎ (631) 805 1051
37-07 74th Street, Suite # 3
Jackson Heights, NY-11372

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA, MBA

ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যান্শিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

tax refund

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

Save Yourself
This Tax Season

Nizamul Wahed Shahir, EA
Licensed Real Estate Agent
M.Com (Accounting)

ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS — ENROLLED AGENT
Authorized e-file Provider

Mob : 347-498-5117
Tel : 917-775-6329
Fax : 716-780-8225
Email: ustaxbazaar@gmail.com

প্রফেশনাল ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইল বা আপনার ট্যাক্স সংক্রান্ত যেকোন প্রয়োজনে আমরা যত্নবান ও আন্তরিক।

Tax | Immigration | Real Estate

- Income Tax and Accounting Services For: Individual, Sole Proprietor, Partnership, Corporation and LLC.
- Sales and Payroll Tax
- Business Licenses and Setup
- FBAR and FATCA Filing
- Notary Public
- Immigration Form Fill-Up Services
- Credit Repair, Real State and much more...

Member of
NYSSEA — New York State Society of Enrolled Agents
naea — National Association of Enrolled Agents

184-02 Hillside Ave, Jamaica, NY-11432
162-11 89th Ave, 5B, Jamaica, NY-11432

How to Get Rid of Your Stuff

Recycling and proper disposal of harmful products is the law, and helps keep NYC clean, safe, and healthy!

Use our search tool at **nyc.gov/HowToGetRidOf** for help!

Stay informed!

Scan this code with your phone or visit **nyc.gov/dsnynews** to receive service and program updates by email.

nyc.gov/sanitation | **call 311**

NYCsanitation • NYCzerowaste

New York City Department of Sanitation

sanitation

HTGAD-0522: HTGRO AD 10X14 PA 0522

স্বপ্নের পদ্মা সেতু উদ্বোধন আনন্দোৎসব

ওয়াশিংটন

উত্তর আমেরিকা অফিস

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক বহুল প্রত্যাশিত ৬.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ পদ্মা সেতু উন্মুক্ত উপলক্ষে মেট্রো ওয়াশিংটন আওয়ামী লীগ, বৃহওর ওয়াশিংটন আওয়ামী যুবলীগ, বৃহত্তর ওয়াশিংটন ছাত্রলীগ, মেট্রো ওয়াশিংটন আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের যৌথ আয়োজনে এক আনন্দোৎসব ২৪ জুন শুক্রবার সন্ধ্যায় রেসিডেনস ইন হোটেল বলরুম, স্পিংফিল্ড, ভার্জিনিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মেট্রো ওয়াশিংটন আওয়ামী লীগ সভাপতি সাদেক এম খান এবং সভা পরিচালনা করেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক নুরুল আমীন নুরু ও যুগ্ম সম্পাদক কামাল হোসেন। সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ও বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযাদ্ধা লেখক সাংবাদিক হারুন চৌধুরী। এছাড়াও সভায় উপস্থিত ও বক্তব্য রাখেন মেট্রো ওয়াশিংটন আওয়ামী লীগ সিনিয়র সহ সভাপতি লেখক সাংবাদিক শিব্বীর আহমেদ, সহ সভাপতি জিআই রাসেল, আনোয়ার হোসেন, জুয়েল বড়ুয়া, নাজমুল হাসান, জীবক বড়ুয়া, যুগ্ম সম্পাদক কামাল হোসেন, ক্রীড়া সম্পাদক আবুল আযাদ, প্রচার সম্পাদক শামীম হায়দার, মেট্রো ওয়াশিংটন আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ সভাপতি আবুল শীকদার, সহ সভাপতি সিরাজুল হক, সদস্য শোয়েব রহমান, জনি হোসেন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কোরান পাঠ এবং পরে মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার দীর্ঘায়ু কামনা ও পদ্মা সেতুর শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে শুকরিয়া মোনাজাত করা হয়।

রেসিডেনস ইনে পদ্মা সেতু উদ্বোধন আনন্দোৎসব। ছবি: সংগৃহীত

আলোচনা সভায় বক্তারা প্রমত্তা পদ্মা নদীর উপর নির্মিত দেশের সর্ববৃহৎ পদ্মা সেতু যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়ার দিনকে বাংলাদেশের জন্য এক গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহাসিক দিন হিসেবে অভিহিত করেছেন। পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প' বাস্তবায়নে নিয়োজিত সর্বস্তরের দেশি-বিদেশি প্রকৌশলী, পরামর্শক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, নিরাপত্তা তদারকিতে নিয়োজিত সেনাবাহিনী ও নির্মাণ শ্রমিকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে তাঁদের অবদান ও অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য ধন্যবাদ ও অভিবাদন জানায় বক্তারা।

এছাড়া বক্তারা সেতুর দুই প্রান্তের জনগণ জমি প্রদানের মাধ্যমে এবং নানাভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করায় তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং 'পদ্মা সেতু' উদ্বোধনের এ মাহেন্দ্রক্ষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পাশে থাকায় দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

আলোচনা সভায় বক্তারা আরো বলেন, বিশ্বব্যাংক পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ এনে মামলা করে। কিন্তু কানাডা আদালত বিশ্বব্যাংকের উত্থাপিত সকল অভিযোগ মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন বলে রায় দেয়। সকল দুর্নীতির অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়। আজ পদ্মা সেতুর উদ্বোধনের এই মাহেন্দ্রক্ষনে সারাবিশ্ব আজ বাংলাদেশের দিকে তাকিয়ে আছে। বিশ্ব নেতৃবৃন্দ আজ জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রশংসা করে বাণী দিচ্ছে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

আলোচনা সভায় নেতৃবৃন্দ বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হয়েছে। আর তার সুযোগ্য কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের রোল মডেলে পরিনত হয়েছে। বিশ্বে প্রশংসা কুড়াচ্ছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের এই অর্জনকে ধরে রাখতে হলে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের কোন বিকল্প নাই। তাই দলমত নির্বিশেষে

জাতীয়তাবাদী ফোরাম ইউএসএ নতুন কমিটির অভিষেক

উত্তর আমেরিকা অফিস

২৬ জুন রোববার জ্যাকসন হাইটসের "নবান্ন পার্টি হলে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ফোরাম ইউএসএ ইনকের অভিষেক ও বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ডা. মজিবুর রহমান মজুমদার। গেস্ট অব অর্নার ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও স্বাধীনতা সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন কমিটির আহবায়ক জিল্লুর রহমান জিল্লু। বিশেষ অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক কোষাধ্যক্ষ ও স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন কমিটির যুগ্ম আহবায়ক জসিম উদ্দিন ভূঁইয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন তারেক রহমান স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক ও স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন কমিটির যুগ্ম আহবায়ক পারভেজ সাজ্জাদ। প্রধান বক্তা ছিলেন, ফোরামের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা ও স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন কমিটির যুগ্ম আহবায়ক ফারুক হোসেন মজুমদার। উদ্বোধনী বক্তব্য ও নতুন পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করেন ফোরামের সাবেক সভাপতি ও নীতি নির্ধারণী কমিটির অন্যতম সদস্য ড. নুরুল আমিন পলাশ।

অভিষেক ও বিদায়ী সংবর্ধনা, উদযাপন কমিটির আহবায়ক মো. সোহরাব হোসেনের সভাপতিত্বে এবং যৌথভাবে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও অনুষ্ঠানের সদস্য সচিব মোতাহার হোসেন ও বর্তমান সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন।

বেগম খালেদা জিয়ার কারা মুক্তির জন্য দোয়া করা হয়। দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ফোরাম ইউএসএ ইনকের ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক হাফেজ মাওলানা মো. নুরুন নবী (সাবেক ইমাম লন্ডন)। মোনাজাত শেষে নতুন সভাপতি ছাইদুর খান ডিউককে ও নতুন সাধারণ সম্পাদক মো. আনোয়ার হোসেনকে ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করে নেন বিদায়ী সভাপতি নাছিম আহমেদ ও মোতাহার হোসেন। এর পর বিদায়ী সভাপতি নাছিম আহমেদকে তার বিগত দিনে সফল কর্মকাণ্ডের জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে তিন বারের সফল সভাপতি ও শ্রেষ্ঠ সংগঠক হিসেবে তার হাতে সম্মাননা (ক্রেস্ট) তুলে দেন প্রধান অতিথি ডা. মজিবুর রহমান মজুমদার । টানা তিনবারের শ্রেষ্ঠ সাধারণ সম্পাদক হিসেবে বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক মোতাহার হোসেনকে সম্মাননা (ক্রেস্ট)প্রদান করেন গেস্ট অব অনার জিল্লুর রহমান জিল্লু। সংগঠনের বর্তমান প্রধান উপদেষ্টা জামালুর রহমান চৌধুরীকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করেন বিশেষ অতিথি জসিম উদ্দিন ভূঁইয়া।

এশিয়ান আমেরিকান চেম্বার

শেষ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশী, চাইনিজ, কোরিয়ান, ফিলিপাইন, ইন্ডিয়ান ও ইন্দোনেশিয়ার ৬ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে এ সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। নিজ নিজ কমিউনিটির সেবায় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এ সম্মাননা পেলেন তারা। এশিয়ান আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স কর্তৃক আয়োজিত "ভিশন টু রিয়েলটি" শীর্ষক সেমিনার ও সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এশিয়ান আমেরিকান চেম্বারের প্রেসিডেন্ট জয় চৌধুরী। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক ও নিউজার্সির পোর্ট অথারিটির প্রধান নির্বাহী হার্স প্যারেস, নিউইয়র্ক সিটি মেয়রের ডেপুটি কমিশনার দিলিপ চোহান, নিউইয়র্কে প্রবীন মূলধারার নেতা মোর্শেদ আলম, নিউইয়র্কে বাংলাদেশি ডিষ্ট্রিক্ট লিডার প্রার্থী শাহনেওয়াজ, বাংলাদেশ সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আবদুর রহিম হাওলাদার,অ্যাসেম্বলি প্রার্থী স্টিভেন, আবদুল রহমান, এটর্নী ব্র্যান্ট ও লরি, বাংলাদেশি আমেরিকান সোসাইটির সভাপতি মোহাম্মদ আলী, সেক্রেটারি আমিন বাবু, সংগীত শিল্পী ও সঞ্চালক আলিয়া ফেরদৌসী, ট্রান্সফোটেক একাডেমির সিইও শেখ গালিব রহমান, শিল্পকলা একাডেমি ইউএস'র সভাপতি মনিকা রায় চৌধুরী, স্টোরিয়া ওয়েল ফেয়ার সোসাইটির সভাপতি জাবেদ চৌধুরিসহ নিউইয়র্কে এশিয়ান ভূক্ত দেশগুলোর ব্যবসায়ী প্রতিনিধিগণ।

বাংলাদেশের দিনাজপুরের মেয়ে আলিয়া ফেরদৌসী নিউইয়র্কে পেশায় একজন স্কুল শিক্ষক। এছাড়া তিনি প্রবাসের জনপ্রিয় রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী। আলিয়া ফেরদৌসীর সঞ্চালনায় অনলাইন নিউজ পোর্টাল এটিভি'র "ফিফটি মিনিট উইথ আলিয়া'অনুষ্ঠানটি দেশ ও প্রবাসে

সম্মাননা স্মারক হাতে আলিয়া ফেরদৌসী। ছবি: সংগৃহীত

বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। পাশাপাশি রান্না ও শরীর চর্চা বিষয়ক ইয়োগা জুমবাসহ বেশ কয়েকটি সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান নিয়মিত পরিচালনা করছেন। "ফতিবা আলিয়া" নামে দেশের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় প্যারোডি গান ও কৌতক অনুষ্ঠানেও অভিনয় করছেন আলিয়া ফেরদৌসী। এশিয়ান আমেরিকান চেম্বারের সম্মাননা প্রাপ্তিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শত শত অভিনন্দন ও শুভেচ্ছায় সিক্ত হচ্ছেন তিনি।

আলিয়া ফেরদৌসী বলেন, দীর্ঘ ২৬ বছর প্রবাস জীবনে বহু মঞ্চে গান ও নৃত্য পরিবেশন করেছি। পরিবেশন শেষে হাত তালি ও সাদর সম্ভাষন পেয়েছি অনেক। কিন্তু অফিসিয়ালি স্বীকৃতি সনদ এটাই প্রথম পেলাম। প্রবাসে একটা প্রথা প্রচলন আছে, অর্থের বিনিময়ে সম্মাননা পাওয়া। এটা আমি কোনদিনও চাইনা। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা এশিয়ান আমেরিকান চেম্বার অব কমার্সকে। অনুষ্ঠানে এশিয়ান অনেক গুনী মানুষের মধ্য থেকে আমাকে সম্মানিত করায়। সুস্থ সংস্কৃতি চর্চায় কমিউনিটির সকলেই এগিয়ে আসুন।

শেখ হাসিনা

শেষ পৃষ্ঠার পর

কূটনীতিক, সমাজের নানা পেশার বিশিষ্ট নাগরিকেরা। জাফরুল্লাহ চৌধুরীও অতিথিদের একজন ছিলেন।

জাফরুল্লাহ চৌধুরী বলেন, 'সবাই বলেছিল, এই সেতুর নাম হাসিনা সেতু করতে। উনি করেননি। পদ্মা সেতু নাম রেখেছেন। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেছেন। ইতিহাসে অনেক কিছু দেখেছি। মুক্তিযুদ্ধ দেখেছি। এবার পদ্মা সেতুর উদ্বোধন দেখলাম।'

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এখন দেশের মানুষের দিকে নজর দেওয়ার পরামর্শ দিয়ে জাফরুল্লাহ বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী বড় বড় কাজ করেই ফেলেছেন। এখন মানুষের দিকে নজর দিতে হবে। একত্রে মিলে সুন্দর বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখি।'

সিলেট সদরের বনভোজন ৩১জুলাই

উত্তর আমেরিকা অফিস

সিলেট সদর থানা অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনকের কার্যকরী পরিষদ ও প্রাক্তন নেতৃবৃন্দদের নিয়ে যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৭ জুন সোমবার সন্ধ্যায় কুইন্সের একটি রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি আব্দুল মালেক খান (লায়েক) এবং পরিচালনা করেন সাধারন সম্পাদক আর.সি টিটো। সংগঠনের আসন্ন বনভোজন ও অভিষেক অনুষ্ঠান এবং সিলেটে বন্যার্তদের ত্রানসহায়তা সফল করতে সভায় উপস্থিত সদস্যরা বিস্তারিত আলোচনায় অংশ নেন। ইতোমধ্যেই সংগঠন থেকে বিপুল পরিমান ত্রাণসামগ্রী সদরের বিভিন্ন এলাকায় দফায় দফায় বণ্টন করা হয়েছে।

উন্নয়নে শিক্ষা ও প্রবাসীদের সহযোগিতা শীর্ষক সেমিনার ২ জুলাই

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশি আমেরিকান কমিউনিটি আয়োজিত অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিক্ষা ও প্রবাসীদের সহযোগিতা শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে ২ জুলাই শনিবার। এদিন বেলা দুইটায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে এ সেমিনারে প্রধান অতিথি বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. আহমদ আল কবির এবং বিশেষ অতিথি থাকবেন কন্সাল জেনারেল ডঃ মনিরুল ইসলাম। আলোচনা করবেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. জিয়া উদ্দিন আহমেদ, প্রফেসর গোলাম এম মাতবর, প্রফেসর ড. ন্যান্সি উদ্দিন এবং আবু বকর হানিপ। সহযোগিতা করবেন উদ্যোক্তা জহিরুল ইসলাম।

ঈশ্বরই এমন সিদ্ধান্ত দিয়েছেন

শেষ পৃষ্ঠার পর

সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।'

২৪ জুন শুক্রবার রক্ষণশীল সংখ্যাগরিষ্ঠ সুপ্রিম কোর্ট ৬-৩ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে এ রায় দেন। জাতীয় আইনটি বাতিল করে আদেশে বলা হয়েছে, এখন অঙ্গরাজ্যগুলো নিজেদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক গর্ভপাতের অনুমতি প্রদান অথবা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে আইন করতে পারে। আদেশের পর ফক্স নিউজকে দেওয়া প্রতিক্রিয়ায় ট্রাম্প বলেন, 'সংবিধান মেনেই এটা হচ্ছে। অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যা তাঁদের আরও অনেক আগেই ফিরিয়ে দেওয়া উচিত ছিল।'

প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালনকালে সুপ্রিম কোর্টে তিনজন রক্ষণশীল বিচারক নিয়োগ দেন ট্রাম্প। তাই এ আদেশে নিজের ভূমিকা আছে বলে মনে করেন কি না, এমন প্রশ্নে ট্রাম্প বলেন, 'ঈশ্বর এ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।'

অবশ্য কিছুক্ষণ পরই এ আদেশের জন্য কৃতিত্ব দাবি করেন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৫তম প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। এক বিবৃতিতে ট্রাম্প বলেন, 'আজকের এ সিদ্ধান্ত একটি প্রজন্মের জীবনে সবচেয়ে বড় জয়। এটা কেবল সম্ভব হয়েছে, অঙ্গীকার অনুযায়ী আমি সবকিছু বাস্তবায়ন করেছিলাম বলেই। এর মধ্যে রয়েছে তিনজন অত্যন্ত সম্মানিত ও শক্তিশালী সংবিধান বিশেষজ্ঞকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে মনোনয়ন ও নিয়োগ নিশ্চিত করা। এ কাজ করতে পারা আমার জন্য অনেক বড় সম্মানের।'

ট্রাম্প তাঁর চার বছর মেয়াদে সুপ্রিম কোর্টে তিনজন বিচারপতি নিয়োগ দেন। এতে সর্বোচ্চ আদালতে রক্ষণশীল বিচারপতিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত হয়। এই তিন বিচারপতি হলেন নিল গোরসুচ, ব্রেট কাভানাফ ও অ্যামি কনি ব্যারেট। শুক্রবারের রায়ে তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ পক্ষেই ছিলেন।

জনগণের উদ্দেশে বিবৃতিতে ট্রাম্প আরও বলেন, 'যদিও উগ্র বামপন্থীরা আমাদের দেশটি ধ্বংস করতে তাদের সামর্থ্যের সবকিছুই করছে, (সুপ্রিম কোর্টের কল্যাণে) আপনাদের অধিকার সুরক্ষা পাচ্ছে। দেশকে রক্ষা করা হচ্ছে। এখনো আশা আছে। এখন আমেরিকাকে রক্ষা করার সময়।'

রক্ষণশীল রিপাবলিকান পার্টি থেকে নির্বাচিত সাবেক এই প্রেসিডেন্ট বলেন, 'আমাদের জাতির মহান জনগণের জন্য লড়াইয়ে আমি কখনো ক্ষান্ত দেব না।'

১৯৭৩ সালে রো বনাম ওয়েড ঐতিহাসিক মামলায় একটি গর্ভপাতের অধিকারকে নিশ্চিত করে রায় দেওয়া হয়। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে গর্ভপাত অধিকার আইন বাতিল হতে পারে বলে গত মাসের শুরুর দিকে ফাঁস হওয়া খসড়া রায়ে আভাস মিলেছিল। তখনই গর্ভপাত আইন নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে বিক্ষোভ শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত আইনটি বাতিল হওয়া কয়েক দশক ধরে চলে আসা রক্ষণশীল আন্দোলনের বড় বিজয় হিসেবেই বিবেচিত হচ্ছে।

জামাইকার সায়েন্স স্কুলে

শেষ পৃষ্ঠার পর

অভিযোগের কারণে কুইন্সের গেটওয়ে টু দ্যা সাইন্স হাইস্কুল দ্বিতীয় শিক্ষককে সম্প্রতি সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

স্কট বিস্কি(৪৮) জ্যামাইকা গেটওয়ে টু দ্য সায়েন্সেস হাইস্কুলের সঙ্গীত শিক্ষক। একজন প্রাক্তন শিক্ষার্থীর সাথে তার যৌন সম্পর্কের অভিযোগ উঠেছে।

শিক্ষা বিভাগের মুখপাত্র জেনা লাইল বলেছেন, "এই কথিত আচরণ একেবারে নিন্দনীয় এবং সহ্য করা হবে না। এই কর্মচারীকে স্কুল এবং ছাত্রদের থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে,"

সিটির স্কুলগুলোতে যৌন হয়রানী তদন্তে নিয়োজিত বিশেষ কমিশনার অভিযোগগুলো আমলে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছেন। ৪৯২ জন শিক্ষার্থীর স্কুল থেকে স্কট বিস্কির বহিষ্কারের আগে তিন সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে ৩১ বছর বয়সী শিক্ষক শ্যানন হলকে ২ জুন গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগে আসে তিনি এক শিক্ষার্থীকে যৌনতাপূর্ণ বার্তা পাঠিয়েছিলেন। বার্তায় তিনি বলেছেন, 'আমি তোমার সাথে থাকতে চাই।' এ টেক্সট শেয়ার করলে মারা পড়বে বলে হুমকি দেয়া হয়েছিল।

কুইন্স ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নি মেলিন্ডা কাটজের দায়ের করা একটি অভিযোগে বলা হয়েছে, শ্যানন হল ২৫ মে ক্লাসরুমে থাকাকালীন ১৪ বছর বয়সী এক শিক্ষার্থীর স্তন আঁকড়ে চেপে ধরেন । পরপর এমন সব যৌন অসদাচরণের ঘটনাগুলি স্কুল ফ্যাকাল্টি সদস্যদের বিচলিত করে তুলেছে। একজন নিউইয়র্ক পোস্টকে বলেছেন, এ নিয়ে স্কুল প্রিন্সিপালের কাছে আগে অভিযোগ করা হয়েছে। কিন্তু তিনি কিছুই করেননি।

প্রবাসীদের পাশে এ্যাংকর-সানম্যান গ্লোবাল

শেষ পৃষ্ঠার পর

কমিউনিটিতে সেবার ব্রত নিয়ে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের কুইন্সের ওজনপার্কে প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জনপ্রিয় চলচ্চিত্র অভিনেতা মিশা সওদাগর। উদ্বোধনী পর্বে অতিথি ছিলেন সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেসের সিইও মাসুদ রানা তপন, ওয়ার্ল্ড মর্টগেজ ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট আবু সাঈদ চৌধুরী, টাইম টিভির সিইও আবু তাহেরসহ কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ। উদ্বোধনী পর্বে প্রতিষ্ঠানটির গ্রাহক বিপুল সংখ্যক প্রবাসী উপস্থিত ছিলেন।

এ্যাংকর ট্রাভেলস্ এর কর্ণধার এ এস এম মাঈন উদ্দিন পিন্টু স্বাগত বক্তব্যে বলেন- ব্যাবসার মাধ্যমে ১০ বছর ধরে কমিউনিটিতে সেবা দিয়ে আসছেন তিনি। নিউইয়র্কে ওজন পার্কে ক্রমবর্ধমান বাংলাদেশী কমিউনিটিতে সেবার পরিসর বাড়তে তাঁর প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় এই শাখার কার্যক্রম শুরু করেছেন। একাজে সহযোগীতার নিয়ে এগিয়ে আসায় তিনি সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেসের সিইও এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংকার্সের ভাইস প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদ জানান। তিনি রেমিটেন্স প্রেরণের সেবার পাশাপাশি বাড়ি কিনতে প্রস্তুতি গ্রহণে সহযোগীতা করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। একই সাথে তিনি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকার্সের একজন লোন অফিসার হিসাবে কাজ করবেন। ফলে প্রতিষ্ঠান থেকে ব্যাক্তিগত ও বাণিজ্যিক মর্টগেজ সেবা প্রদান সহজতর হবে। আগামি সময়ে বিগত দিনের মতোই ব্যাবসার মাধ্যমে কমিউনিটিতে সেবা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মিশা সওদাগর বলেন- বাংলাদেশীরা অতিথ পরায়ন এ্যাংকর ট্রাভেলস্ বিগতদিনে ভালো সেবা প্রদান করায় প্রতিষ্ঠানটির গ্রাহক বাড়ছে। তাই বর্ধিত পরিসরে সেবা দিতে দ্বীতিয় শাখা চালু করেছে। কাজের এবং গুনগত সেবা প্রদান করলে একদিন ১'শতম শাখা চালু করবে ইনশাআল্লাহ। তিনি পদ্মাসেতুর জন্য প্রধানমন্ত্রী এবং দেশের আপামর মানুষকে অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানান।

একইসাথে সিলেট অঞ্চলের বানভাসী মানুষের পাশে সাধ্যমত দাঁড়ানোর আহবান জানান প্রবাসীদের। মর্টগেজ ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট আবু সাঈদ চৌধুরী বলেন- এটি একটি ফেডারেল ব্যাংক। তাঁদের ব্যাংকের সুদেও হার ৫ শতাংশেরও কম। বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে তাঁদেও অনেক সহজ প্যাকেজ রয়েছে যেটি অনেকেই জানেনা। একজন মানুষ কিভাবে লোন প্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জন করতে পাওে সহজে সেটি যাচাইয়ে গ্রাহকরা মাঈন উদ্দিন পিন্টুর মাধ্যমে সেবা পাবে। উচ্ছ্বাস প্রকাশ কওে সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেসের সিইও মাসুদ রানা তপন বলেন- তাঁদের সবচেয়ে বেশী রেমিটেন্স যায় ওজন পার্ক থেকেই। সেজন্যই এখানে সেবার পরিসর বাড়ানো হয়েছে এ্যাংকর ট্রাভেলস্রে মাধ্যমে। আগে তাঁদেও প্রতিষ্ঠানের নাম ছিলো রূপালী এক্সচেঞ্জ যেটি এখন সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেস। সর্বোচ্ছ রেটে নিরাপদ রেমিটেন্স প্রেরণে প্রবাসীদের প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। বাংলাদেশ ছাড়াও পাকিস্তান, ভারতসহ ২৫ দেশে তাঁদের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে রেমিটেন্স প্রেরণ করা হয় বলেও জানান। শুভেচ্ছা বক্তব্যে টাইম টিভির সিইও আবু তাহের নানান চড়াই উৎরাই পেরিয়ে সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেসের আজকের অবস্থানের কথা স্মরণ করেন। তিনি মানসম্মত সেবা প্রদানের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক স্থায়িত্ব অর্জনে কমিউনিটির পাশে থাকার আহবান জানান। প্রসঙ্গত- কুইন্সের ওজনপার্ক বাংলাদেশীদের পদচারণায় মুখরিত থাকে প্রতিদিন। প্রতিনিয়ত এখানে বাড়ছে বাংলাদেশীদের সংখ্যা ও বাড়ি। বাড়ছে বাংলাদেশী ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও। বাড়ছে মসজিদ এবং কমিউনিটি সংগঠনও। দেশী প্রতিষ্ঠানের কদর বাড়ায় নানান সেবা নিয়ে এগিয়ে আসছে প্রবাসী উদ্যোক্তরাও।

বাড়ি ভাড়া

101-06 95 অ্যাভিনিউ, ওজানপার্ক, কুইন্স বিটুইন 101-102 স্ট্রিট, 1লা জুলাই 2য় তলা 3 বেড, 1 বাথ, রান্নাঘর এবং বেসমেন্ট 3 বেড 1 বাথ 1 রান্নাঘর। মান্নান: 718-795 8018, 718-795-5774।

বাড়ি ভাড়া

জ্যামাইকা এফ ট্রেন সংলগ্ন 160 তম স্ট্রিট এবং 90 তম অ্যাভিনিউর কাছে একটি অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ একটি এক বেডরুমের বাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া ১৫০০ ডলার। যোগাযোগ: নুরুল, উইনজোন রিয়েলটি, সেল: 347-837-8349

বাড়ি ভাড়া

104th Avenue, 184 Street, Jamaica-এ তিন-বেডরুম, এক-বাথরুম, এক-বেডরুমের রান্নাঘর 1লা আগস্ট থেকে ভাড়া নেওয়া হবে। মসজিদের কাছে, বাঙালি মুদিখানা, ট্রেন এবং বাস স্টপ বাসা। যোগাযোগ: 347-251-2996।

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ১৭৯ হিলসাইড এভিনিউস্থ এফ ট্রেন সাওয়ে থেকে এক ব্লকের মধ্যে ১৮০ স্ট্রীটে একটি প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্ট শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রীর কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০০৬৯

সৈয়দ শহীদ "ইউনাইট হেয়ার লোকাল ৫৪" এর নির্বাচনে ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য পদে নির্বাচিত

সুব্রত চৌধুরী, *আটলান্টিক সিটি*

বিজয়ী হওয়ার পর সৈয়দ শহীদ। ছবি: সংগৃহীত

২৪ জুন শুক্রবার অনুষ্ঠিত আটলান্টিক সিটির শ্রমিক সংগঠন "ইউনাইট হেয়ার লোকাল ৫৪" এর নির্বাচনে ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য পদে নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশি আমেরিকান সৈয়দ শহীদ।

বাংলাদেশের সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলার হোসেনপুর গ্রামের সৈয়দ বাড়ির মরহুম সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও সৈয়দা সাফিয়া বেগমের জ্যেষ্ঠ সন্তান সৈয়দ শহীদ ২০১০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন।তিনি বিবাহিত ও তিন সন্তানের জনক।

সুনামগঞ্জ সরকারী কলেজের স্নাতক সৈয়দ শহীদ স্ত্রী সৈয়দা লুৎফা হুমায়রা সহ পরিবার পরিজন নিয়ে এগ হারবার টাউনশীপে বসবাস করেন। আটলান্টিক সিটির হ্যারাস ক্যাসিনোতে কর্মরত জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সাধারন সম্পাদক সৈয়দ শহীদ তাঁকে ট্রাস্টিবোর্ডের সদস্য পদে একাওর শতাংশের বেশি ভোট দিয়ে নির্বাচিত করায় সম্মানিত সকল ভোটার বিশেষ করে বাংলাদেশ কমিউনিটির সকল ভোটার এবং কমিউনিটির সকল পর্যায়ের নেতৃবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

বাসা ভাড়া
ওজন পার্ক এর কাছে জেরুম স্টিটে 75 প্রিসেন্ট এ, সি, ও 3 ট্রেন সংলগ্ন 2 বেডরুম, বড় লিভিং রুম, ডাইনিং রুম, 2 বাথ রুম, কিচেন, ব্যাক ইয়ার্ড, ড্রাইভ ওয়েসহ পহেলা এপ্রিল থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ-718-848-2631

বাসা ভাড়া
লং আইল্যান্ডের মিনিয়োলা এলাকায় বাস ও ট্রেন এর সন্নিকটে একবেডরুম বাসা (দ্বিতীয় তলা)। জানুয়ারি ২০২২ থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: 347-220-2037

বাসা ভাড়া
সাউথ জ্যামাইকায় ৩ বেড, ১ ডাইনিং, ১ বাথ, ১ টি বড় লিভিং রুমসহ ভাড়া দেওয়া হবে, লোকেশন 117-19, 165 street, মসজিদ, গ্রেসারি, স্কুল সন্নিকটে ফোন: 929-285-7721, 917-893-2664

রুমমেট আবশ্যক
সানিসাইড সাবওয়ের পার্শে নি রিবিলি পরিবেশে একজন রুমমেট আবশ্যক। জুনের ১ তারিখ থেকে উঠতে পারবেন। চাইলে চলতি মাসে উঠতে পারবেন। ফার্নিচার লাগবে না। ফোন: 929-231-9981

বেসমেন্ট ভাড়া
জ্যামাইকা হিলসাইড 170 স্ট্রিট 90 এভিনিউতে ট্রেন / বাস মসজিদ / গ্রোসারী বাসার কাছে 12 বেডরুমের বেসমেন্ট বাসা পার্কিং সহ 1 জুন তারিখ থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: 347-753-0430, 917-345 5033.

বেসমেন্ট ভাড়া
জ্যামাইকা মেরিক বুলেভার্ড সংলগ্ন সম্পূর্ণ নতুন বেসমেন্ট দুই বেড,ফুল বাথরুম, লিভিং, কিচেন চলতি মাস থেকে ভাড়া হবে। একাধিক বাসের যাতায়াত সুবিধা আছে। যোগাযোগ: 347 347-553

Basement for rent
One bedroom Walk in basement is available for rent near 179 st F train station. Good for Husband wife or 1 to 3 Person maximum. Between 182 place 91 Ave. Please call 646322 3254. From 07/01/2022 Available.

বেজমেন্ট ভাড়া
সাউথ জ্যামাইকায় ৩ বেড, লিভিং, ১ বাথ, কিচেন বেইজমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। বাস, স্কুল, মসজিদ সংলগ্ন, যোগাযোগ 646-875-3663

রুমমেট চাই
এস্টোরিয়া স্টাইনওয়ের অতি নিকটে একজন অধূমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৭১৮-৬৯৬-৭৫২১

বেবি সিটার আবশ্যক
জ্যামাইকার পারসনে একজন মধ্য বয়সী বেবি সিটার আবশ্যক। অভিজ্ঞতা সম্পন্নদের অগ্রাধিকার ও ভাল বেতন দেওয়া হবে। যোগাযোগ ফাতিমা 718-974-8892

ন্যানি আবশ্যক
টেক্সাসের অস্টিন শহরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রফেসর দম্পতির ৪ মাসের মেয়ে বাচ্চা দেখা শোনার জন্যে ন্যানি আবশ্যক। পরিবারের সাথে এক সাথে থাকতে হবে। বাচ্চা দেখা শোনার বাইরে পরিবারের জন্যে অন্য কোন কাজ করতে হবে না। আকর্ষনীয় বেতন, ভ্যাকেশন, বিমান ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ করুন: navidsaleh@gmail.com; মুঠোফোন: 412-225-9881

স্টুডিও ভাড়া
Astoria (প্রাইম লোকেশন) একটি এক বেডরুমের স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। অনুগ্রহ করে 347 445 5655 নম্বরে কল করুন।

লোক আব্যশক
কুইন্স এ অবস্থিত একটি সনামধন্য ইন্ডিয়ান/বাংলাদেশী রেস্টুরেন্ট ও পাটি হলের জন্য অভিজ্ঞ কারীশেফ/তান্দুরীশেফ, ডিশওয়াশার, ওয়েটার/ওয়েট্রেস প্রয়োজন। যোগাযোগ: 917-362-1336(12-10pm) 646-508-9419(12-10pm)

আবশ্যক
নিউজার্সি (ম্যানহার্টনের কাছাকাছি) একটি অভিজাত পরিবারের জন্য একজন গৃহপরিচারিকা জরুরী আবশ্যক। আকর্ষনীয় বেতন ও থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগ: ২০১-৪৯১-৩৫৩৯

বাসা ভাড়া
রুজভেল্ট এভিনিউ ৬৯ স্ট্রীট ৭ ট্রেনের এক ব্লক দুরত্বে এম, আর ট্রেন, মসজিদ ও দোকান সংলগ্ন প্রাইভেট হাউজের নিরিবিলি পরিবেশে ২য় তলায় দুই বেডরুমের (লিভিং+ কিচেন) বাসা ভাড়াহবে। যোগাযোগ: 347 757-1300.

বাসা ভাড়া
জ্যাকসন হাইটস এর প্রাণকেন্দ্র ৭৫ স্ট্রীট এবং ব্রডওয়ের বিল্ডিং-এ ১ বেডরুমের ১টি বাসা জুলাই ১৭ হতে সেপ্টেম্বর ৩০ তারিখ পর্যন্ত ভাড়া হবে। বাসার সন্নেই ই, এফ, এম, আর ৭ ট্রেন। যোগাযোগ: 646-409-6681.

বাসা ভাড়া
ফ্লাসিংয়ে 136 স্টিটে দুটি আলদা বেডরুম ভাড়া দেয়া হবে। নিরিবিলি মনোরম পরিবেশ। ফুল ফার্ণিসড। যোগাযোগ সাদিয়া 609-957-3669

বাসা ভাড়া
104-45 164 th st Jamaica 104 Ave ইয়র্ক কলেজের পাশে তিন বেড রুম, দুই বাথরুম, বড় সাইজের ডইং ডাইনিং রুম, সানরুপ সহ দ্বিতীয় তলায় E F train 4 ব্লক দুরত্বে এবং বাসার পাশেই Q111, 112,Q113, Q114 বাস ষ্টপআছে। যোগাযোগের 646-407-8418, 347-437-5594.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া
জ্যামাইকা ১৭২ স্টিট ১০৮ এভিনিউ একটি বাসা ২বেড রুম, লিভিং, কিচেন, ১টি বাথ ভাড়া দেওয়া হবে। ব্যাচেলার অথবা স্বামী-স্ত্রী। যোগাযোগ: ৩৪৭-২৭৯-৭০৯২

১ বেডরুম এপার্টমেন্ট ভাড়া
ভিয়ার পার্ক লং আইল্যান্ডে ১ বেডরুম এপার্টমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: 718-727-0732

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া
জুলাই ১ থেকে ১৭২ স্ট্রীট, জ্যামাইকা মেরিক বুলেভার্ড ১ বেডরুম ভাড়া দেয়া হবে। ছোট ফ্যামিলি অথবা মা-মেয়ের নিকট ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: 516-737 4907, 347-744-8580

বেসমেন্ট ভাড়া
256Street Floral Park, Queens এ সুন্দর ও নিরিবিলি পরিবেশে এক বেডরুম এর বেসমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ 347 788-7458.

বেসমেন্ট ভাড়া
নিউহাইড পার্ক রোড, নিউহাইড পার্ক স্বামী-স্ত্রী/ বেসমেন্টে বড় ৩ জনের কাছে বেসমেন্ট ভাড়া হবে। পাশে প্রিমিয়াম সুপার নং ও মার্কেট, এলআইজে হসপিটাল। ১লা এন-২২, এন-২৪, এন-২৫ বাস, 727- ম্যানহাটান ২৫ মিনিট। প্লিজ কল: 716-638-3042.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া
হলিসে ১৯৬ স্ট্রীটে প্রাইভেট হাউজে সেমিবেসমেন্টে ৩টি রুম আলাদা করে ব্যাচেলারের কাছে ভাড়া হবে। বাথরুম দুটি। বাসাটি এখন খালি আছে। চাইলে এখনই ভাড়া নেয়া যাবে। বাসার কাছে কিউ-২, কিউ-৩ বাস ও লংআইল্যান্ডরেল রোড কাছে। যোগাযোগ: 929-424-8947, 347-484-4619

আবশ্যক
ব্রুকলিনে একটি ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টের জন্য তান্দুরী সেফ ও ডেলিভারিম্যান আবশ্যক। যোগাযোগ 929-535-8048

আবশ্যক
আমেরিকার 275 লোকেশনে সেলফোন ও রিপেয়ার স্টোরে লোক আবশ্যক। কাজ জানাদের অগ্রাধিকার, কাজ না জানলে ফ্রি ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা, ভাল বেতন, থাকা খাওয়া ফ্রি, পার্টনার হওয়ার সুযোগ। রিজুমি ইমেল করুন golam@cellaxs.com

আবশ্যক
ফ্লোরিডা শহরের একটি গ্রোসারী দোকানের জন্য জরুরী ভিত্তিতে একজন লোক আবশ্যক। প্রয়োজনে কাজ শিখিয়ে দেয়া হবে। দোকানের পাশে থাকার সুবিধা। রয়েছে বাড়তি সময় কাজ করে বাড়তি উপার্জনের সুবিধা। যোগাযোগ: ৯৫৪-৮৬৫-৩১১১

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
জ্যাকসন হাইটসের প্রানকেন্দ্রে অবস্থিত কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স কোম্পানীতে ট্যাক্স, একাউন্টিং ও অফিস সহকারি পদে কিছু লোক জরুরি ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হবে। অনুগ্রহ করে রিজুমি ইমেইল করুন Karnafullytax@yahoo.com

লোক আবশ্যক
একটি প্রতিষ্ঠিত কোম্পানীতে জ্যাকসন হাইটস অফিসে কাজ করার জন্য জন্য ছেলে অথবা মেয়ে আবশ্যক। বেতন ও কমিশন দেয়া দেয়া হবে। যোগাযোগ 347-907-5841

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা
আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর প্রয়োজন
জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাক্টর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

World Travel and Vacation
TRAVEL THE WORLD
Mohammad Hossain
President
214.714.3110 (24/7)
1901 Knightsbridge Rd, Farmers Branch, TX-75234
Mohammad.benu@gmail.com
ওমরা ভিসা, হজ্জের জন্য প্যাকেজসহ যেকোনো বিমানযাত্রার সব ব্যবস্থার জন্য আমাদের পেশাদারিত্ব আর বিশ্বস্ততার প্রতিষ্ঠান। দয়া করে ফোনে বা ইমেইলে যোগাযোগ করুন।

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স
১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।
যারা বার বার ড্রাইভিং টেষ্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।
যোগাযোগ সাঈদ–৯১৭–৮০৭–৪৮৫১

অফিস ভাড়া
জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে ফার্নিচার, ইন্টারনেট, বিদ্যুৎসহ একটি অফিস ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া: 700 যোগাযোগ: 646-645-9830

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া
195 St 90 Avenue সংলগ্ন Hollis এ 1st July থেকে ছাত্রী কর্মজীবী মহিলা এর কাছে ভাড়া দেয়া হবে। ফোন: 646-286-4377.

হিকায় বেসমেন্ট ভাড়া
Basement ভাড়া হবে। ১০০ এভিনিউ 203 নিকটেস্ট Hollis একটা ছোট পার্টমেন্ট পরিবারের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। ১বেড, ১বাথ, কিচেন। যোগাযোগ করুন (718-669-2262) মাসিক গ্রাসারী, লিভিং বাথরুম হবে। Q2, Q77, 110bus.

গ্যাস স্টেশন স্টোরে লোক আবশ্যক
ফ্লোরিডাতে ওয়েষ্ট পালাম বীচে লোক নিয়োগ করা হবে। গ্রোসারী ও ক্যাশিয়ার, ম্যানেজার পদে জরুরী ভিত্তিতে লোক নিয়োগ করা হবে। যোগাযোগ: নাইম 561-715-7511, 561-444-0540.

হাউস কীপার আবশ্যক
জ্যামায়কার হিলসাইড ও ১৬৯ স্ট্রীটে একজন বয়স্ক মহিলাকে সপ্তাহের ৬ দিন দেখাশুনার জন্য একজন অভিজ্ঞ মহিলা হাউস কীপার আবশ্যক। **থাকা-খাওয়া ফ্রি + আকর্ষণীয় বেতন**। দীর্ঘমেয়াদী চিন্তায় বিশ্বাসী শুধুমাত্র সিরিয়াস প্রার্থীগণ কল করুন।
ফোন: **৩৪৭-৪৪৫-৫০৯৩**, ৯১৭-৪৩৫-৯৪১৬

জরুরী পাত্রী চাই
আমেরিকার সিটিজেন, বিএসসি এমএসসি আমেরিকা থেকে, আমেরিকার (টপ)বৃহত্তর ব্যাংকে উচ্চপদে চাকুরিরত শিক্ষিত পরিবারে (34, 5'7") Never Married, পাত্রের উপযুক্ত পাত্রী চাই সরাসরি +1 (917) 541-8895, +8801644971287 (WhatsApp+Viber) kanalyst2020@gmail.com

পাত্রপাত্রীর খোঁজে
অভিভাবক বা পাত্রপাত্রী নিজে যোগাযোগ করুন। কোন ফি নাই। সম্পূর্ণ অলাভজনক সেবামূলক উদ্যোগ। যোগাযোগ email: drmah007@gmail.com, **ফোন: ৫৭১–৪৮৯–৯০১৩**

পাত্রী চাই
নিউইয়র্কে বসবাসরত আমেরিকার নাগরিক ৪৮+ বয়সী মুসলিম পাত্রের জন্য মার্জিত, ধার্মিক ৩০-৩৮ বয়সী আমেরিকায় বসবাসকারী পাত্রী চাই। পাত্রের শর্ট-ডিভোর্স আছে। যোগাযোগ: ৬৪৬-৪৯৬-৬৮৭৯

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়
মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

মেচম্যাকিং
দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিষ্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

পাত্র চাই
পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

পাত্রী চাই
সু-প্রতিষ্ঠিত,পেশায় ইঞ্জিনিয়ার, Green Care Holder, USA থেকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ৫"৭ ৩৩ বছর পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। যোগাযোগ: 732-595-2602। Email: kanalyst2020@gmail.com

পাত্র চাই
নিউইয়র্কে জন্মগ্রহণকারী বয়স ৩২ ব্যাংকে উচ্চপদে কর্মরত লম্বা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। পাত্রের বায়োডাটা ছবিসহ যোগাযোগ করুন। mhpatwa@gmail.com

পাত্রী চাই
কানাডিয়ান সিটিজেন, ৪৩ বৎসর বয়সী, ইলেকট্রিক্যাল ডিপ্লোমা - কানাডা, MBA-লন্ডন, Uk & DU, ডিভোর্স পাত্রের জন্য সমমনা পাত্রী চাই। **যোগাযোগ- 13475538417**

পাত্রী চাই
পাত্র সিটিজেন ৫/৬ ইঞ্চি,ধার্মিক মধ্যবিত্ত পরিবারের ধার্মিক হিজাব পড়া সুন্দরী পাত্রী চাই। যোগাযোগ: 929-422-8642

Groom wanted
US citizen,Bangladeshi Muslim girl,35 Optometrist, looking for someone residing in US, 35-38, good education/career. Tel :202-386-5401

নজরুল সম্মেলনের প্রস্তুতি নিয়ে সংবাদ সম্মেলন। ছবি: সংগৃহীত

১৯ তম উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলনের ব্যাপক প্রস্তুতি

ফরিদা ইয়াসমীন

আসন্ন ১৯ তম উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন উপলক্ষে ২৬ জুন রোবার জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেস্টুরেন্টে ‘মিট দ্যা প্রেস’ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আয়োজক শতদল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সম্মেলনের বিভিন্ন দিক নিয়ে উপস্থিত সাংবাদিকদের অবহিত করা হয় এবং সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়।

এবারে উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় নির্বাচন করা হয়েছে ‘বিশ্বায়নে নজরুল’। অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক কবির কিরন জানান কাজী নজরুলের ’বিদ্রোহী’ কবিতার ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সম্মেলনে বিশেষ আয়োজন থাকবে। এ বছরের সম্মেলনের শ্লোগান ”চির উন্নত মম শির”। দুই দিনব্যাপী নজরুল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে আসছে ১৩ ও ১৪ আগস্ট নিউজার্সির ইস্ট ব্রান্সউইক জে এম পি আর্ট সেন্টারে।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে জনাব কবির কিরন জানান প্রবাসের নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের এ সম্মেলনে যুক্ত করার ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেন নজরুলের বিভিন্ন জনপ্রিয় কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদ করার দায়িত্ব তাদের দেওয়া হচ্ছে এবং তাদের দিয়েই আবৃত্তি করানো হবে।

উপস্থিত সাংবাদিকদের আর এক প্রশ্নের উত্তরে জনাব কিরন জানান যেহেতু সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ‘বিশ্বায়নে নজরুল ‘ তাই সেদিকে নজর রেখে নজরুলের সাহিত্য অনুবাদের ব্যাপারে জোর দেওয়া হবে।

অনুষ্ঠানের মেম্বার সেক্রেটারি জনাব হাসান আমজাদ খান জানান, বাংলাদেশ-ভারতসহ অন্যান্য দেশ থেকে প্রখ্যাত নজরুল সঙ্গীত শিল্পীবৃন্দ সম্মেলনে যোগ দেবেন। বাংলাদেশ থেকে ফেরদৌস আরা,সুজিত মোস্তফা, খিলখিল কাজী,ওস্তাদ সালাউদ্দিন আহমেদ, ড. লীনা তাপসী ও জান্নাতে রুম্মান তিথি যোগ দিচ্ছেন। ভারত ও কলকাতার বিশিষ্ট শিল্পীরা ভারচুয়ালি সঙ্গীতে অংশ নেবেন । আামেরিকা থেকে অংশ নেবেন শবনম আবেদি,ডঃ রফিক খা ওরূপা ঘোষ এবং অস্ট্রেলিয়া থেকে আদিলা নূর ।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন কবির কিরণ। ছবি: সংগৃহীত

শতদল,বিপা,ধ্রুপদ(ডিসি)শিলপাঙ্গন,বিএএনজে,বঙ্গ ফাউন্ডেশন ,সৃষ্টি একাডেমি অব ফাইন আর্টস ,ড্রামা সার্কেল,সুরাঙ্গন মিউজিক স্কুল (টেক্সাস) এ সম্মেলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে। মিডিয়া সহযোগিতায় থাকছে এনটিভি,সময় টিভি,এটিএন বাংলা, শতদল টিভি, ঠিকানা, চ্যানেল ৭৮৬, বাফেলো টাইমস (বাফেলো)। প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন জনাব মোহাম্মদ জাকির হোসেন ,এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর , নজরুল ইন্সটিটিউট,ঢাকা এবং বিশেষ অতিথি থাকবেন ড: মনিরুল ইসলাম ,কন্সাল জেনারেল ,বাংলাদেশ কন্সুলেট অফিস, নিউইয়র্ক এবং রায়হানুল ইসলাম। উপস্থিত থাকবেন উত্তর আমেরিকা নজরুল কনফারেন্স কমিটি থেকে সম্মানিত চেয়ারম্যান ইন্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন ,ভাইস চেয়ারম্যান ডা. জিয়াউদ্দীন আহমেদসহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ।

ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট বিক্রি
এস্টোরিয়ায় চালু অবস্থায় ইন্ডিয়ান টেক আউট রেস্টুরেন্ট জরুরি ভিত্তিতে বিক্রয় হবে। লোকেশন ৩০ এভিনিউ সাবওয়ের পাশে। যোগাযোগ - 917-832-3083

ফ্রি হোম কেয়ার সার্ভিস
যে সকল মা বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন এর মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার আছে, তাঁদের সেবা করে আপনি সাপ্তাহিক ৫০০ ডলার করে উপার্জন করতে পারেন। এজন্যে পড়াশোনা বা কোন সার্টিফিকেট এর দরকার নাই।
যোগাযোগ করুন
নাসিমা: ৩৪৭-৮০১-৪০২৮

নিউইয়র্কে স্বনাম ধন্য বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞ
Utpal Chowdhury, MD.
Board certified internal medicine
Attending physician(Emergency)-New York Community Hospital, Brooklyn. Jamaica Hospital Medical Center, Queens.
অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়
পরিষেবা/চিকিৎসা
■ ফিজিক্যাল এক্সাম
■ স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা
■ টিএলসি এক্সাম
■ হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা
■ চর্মরোগ
■ ডায়বেটিস
■ উচ্চ রক্তচাপ
■ থাইয়েড
■ এজমা
■ বাতের ব্যাথা
■ যৌন রোগ
TREATMENT / SERVICES
● COMPLETE PHYSICAL
● HIGH BLOOD PRESSURE
● SCHOOL /JOB PHYSICAL
● HIGH CHOLESTEROL
● TLC
● ASTHMA
● VACCINATION
● SKIN PROBLEM
● DIABETES
● EKG
Please call for Appointment
At# 917-503-5002

ডাঃ উৎপল চৌধুরী
Jamaica office
167-02 Highland Ave, 1st Floor, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 297-4444 & (917) 503-5006
Fax: (718) 297-4443& (917) 503-5005
Office Hours:
Monday & Thursday, 5pm-9pm
Wednesday & Friday, Sunday 9am-3pm
Jackson Heights office
40-37 76th Street, 1st Floor, Elmhurst, NY 11373
Phone: (917) 503-5002 & (718) 533-0002
Fax: (917) 503-5004 & (718) 533-0005
Office Hours:
Monday, Tuesday Thursday
9am-3pm
Wednesday & Friday
5pm-9pm
Sunday: Lab. Work only.
9am-1pm
Tel: 917-503-5002,
Fax: 917-503-5004
আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স নিয়ে থাকি
যাদের স্বাস্থ্যবীমা নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করে থাকি
We accept all major insurances including Medicare, Medicaid
True Medical Care P.C.
40-37 76th Street, 1st Floor Elmhurst, NY 11373 167-02 Highland Ave, 1st Floor Jamaica, NY 11432

আমেরিকায় নতুন এসেছেন- থেকে যেতে চান; পলেটিক্যাল এসাইলাম করবেন নাকি স্টুডেন্ট, এল১, ই২ ভিসা- কোনটা? এমপ্লয়মেন্ট-বেইজড-গ্রীনকার্ডও আছে। আমাদের সংগে কথা বলুন, বুঝুন আগে সবকিছু- তারপর যা হয় করুন।

বহু বছর যাবৎ আমেরিকায় আছেন কিন্তু নানা জটিলতা বা অনিচ্ছাকৃত ভুল-ভাল কাগজ বা তথ্যের কারণে আটকে রয়েছে আপনার প্রসেসিং। আপনার প্রয়োজন ওয়ার্ক পারমিট, সোসাল, ট্রাভেল ডকিউমেন্ট। এবং ফাইনালী গ্রীনকার্ড। এরপর সিটিজেনশীপ। যেখানেই সমস্যা সেখানেই সমাধানও।

যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, বি১বি২ বা এফ১এফ২, সি-১ ট্রানজিট বা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে ইন্সপেকশন ছাড়া- সব সমস্যারই সমাধান আছে। বিয়ের মাধ্যমে গ্রীনকার্ড পেয়েছেন কিন্তু স্পাউসের অসহযোগিতার কারণে ‘কন্ডিশন’ রিমোভ করতে পারছেন না, হুমকী খাচ্ছেন! অথবা, সিটিজেন বিয়ে করার পরও নানা কারণে-জটিলতায় গ্রীনকার্ড পাচ্ছেন না। আইন কিন্তু আপনারই পক্ষে, শুধুমাত্র সবকিছু বুঝতে হবে, সমস্যানুযায়ী সমাধান করতে হবে।

বাংলাদেশ থেকে স্পাউস-ভাই-বন্ধু-আত্মীয়কে আমেরিকায় আনতে চাচ্ছেন কিন্তু ‘রাস্তা’ খুঁজে পাচ্ছেন না! ইংরেজীতে সিটিজেনশীপ পরীক্ষা দিতে পারছেন না, অসুস্থ্য। এসব সমস্যারও সমাধান রয়েছে। ইমিগ্রেশনের প্রতিটি ধাপের প্রতিটি সমস্যা নিয়েই আমরা কাজ করি, সহযোগীতা করি।

নিউ ইয়র্কে রয়েছেন কিন্তু মেডিকেল ইন্সুরেন্স নেই ফ্রি চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন না! আমরা আছি- কোন অসুবিধে নেই। পেয়ে যাবেন ড্রাইভার লাইসেন্সও। ব্যাংক একাউন্ট, নতুন কোম্পানী, নিজের নামে ইআইএন সবই হবে।

আমরা সহযোগীতা করছি। সকল সমস্যারই সমাধান আছে।
কল করুন বা এসএমএস (টেক্সট) করুন (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

LAW OFFICE
এসাইলাম, বিনিয়োগ ও বিয়ের মাধ্যমে গ্রীনকার্ড; স্টপ ডিপোর্টেশন;ক্রিমিনাল, ডিভোর্স,বাড়ীর ভায়োলেশন রিমোভ, রিয়েল এস্টেট,ট্যাক্স সমস্যার সমাধান, ফোরক্লোজার স্টপ ও হার্ড ক্যাশ লোন। এক্সিডেন্ট/পার্সোনাল ইনজুরী।
Rafi : 917-432-7458

ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির উদ্যোগে বন্যার্তদের জন্য ত্রাণ তহবিল সংগ্রহ

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির উদ্যোগে সিলেট ও সুনামগঞ্জের বন্যার্তদের সহযোগিতার জন্যে ত্রাণ তহবিল সংগ্রহ কার্যক্রম চলছে। এ উপলক্ষে ২২ জুন বুধবার ব্রঙ্কসের স্টার্লিং-বাংলাবাজার এলাকায় ১৪৫১ ইউনিয়নপোর্ট রোডের গোল্ডেন প্যালেস পার্টি হলে এক ফান্ডরেজিং এর আয়োজন করে তারা। প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীরা পরিবেশন করেন মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। অনুষ্ঠানে ত্রাণ তহবিলে তিন বন্ধু প্রদান করেছে প্রায় ১৮,০০০ ডলার।

ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির এ আয়োজনে সভাপতিত্ব করেন বাংলাবাজার বিজনেস এসোসিয়েশন ও ব্রঙ্কস ইউনাইটেড ফুটবল ক্লাবের সহ - সভাপতি বিলাল ইসলাম, পরিচালনা করেন কমিউনিটি এক্টিভিস্ট মির্জা মামুন রশিদ। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ব্রঙ্কস ইউনাইটেড ফুটবল ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হুসেইন চৌধুরী,

সহকারী ক্যাশিয়ার সুমন আহমেদ, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট ফরিদ এ ভূইয়া মিলন, শেখ অলি আহাদ, মোস্তাক রহমান লিটন। অনুষ্ঠান সূত্র জানায়, বন্যার্তদের সহযোগিতায় ত্রাণ তহবিলে বিলাল ইসলাম

ব্রঙ্কসে ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির উদ্যোগে বন্যার্তদের জন্য ত্রাণ তহবিল সংগ্রহ অনুষ্ঠান। ছবি : সংগৃহীত

৭,৫০০ ডলার, হুসেইন চৌধুরী ৫,৬০০ ডলার এবং সুমন আহমেদ প্রদান করেছে ৪,৮০০ ডলার। আরও বেশ কয়েক জন বন্যার্তদের সহযোগিতায় হাত বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অনুষ্ঠানে মনোমুগ্ধকর সংগীত পরিবেশন করেন প্রবাসের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী তনিমা হাদী, কৃষ্ণা তিথি ও রেহান আহমেদ। শিল্পী তনিমা হাদী ও কৃষ্ণা তিথি একক ও দ্বৈত সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

নিউইয়র্কে ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির উদ্যোগে বন্যার্তদের ত্রাণ সহযোগিতার জন্যে সংগৃহিত কিছু অর্থ ইতোমধ্যে বাংলাদেশে প্রেরণ করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। ত্রাণ তহবিল সংগ্রহ কার্যক্রমে অংশ নেয়ার জন্য বাংলাবাজার বিজনেস এসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও দ্য প্যালাসের কর্ণধার বিলাল ইসলাম সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

বন্যার্তদের পাশে প্রথম আলো ফাউন্ডেশন

উত্তর আমেরিকা অফিস

সিলেট ও সুনামগঞ্জে ভয়াবহ বন্যায় দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে প্রথম আলো ফাউন্ডেশন। তাৎক্ষণিক আহ্বানে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা পরিবারের লেখক, সাংবাদিকসহ জনসমাজ এগিয়ে এসেছেন প্রথম আলো ফাউন্ডেশনের মানবিক উদ্যোগের সাথে।

অনুদানের সংগৃহীত অর্থ সিলেট ও সুনামগঞ্জের বন্যার্তদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য প্রথম আলো ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে চেক হস্তান্তর করা হয়েছে। নিউইয়র্ক সফররত নাগরিক সংগঠক আব্দুল করিম কিমের কাছে এ হস্তান্তর পর্ব ২৭ জুন সোমবার প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা পরিবারের শেলী জামান খান, রহমান মাহবুব, মনজুরুল হক, সানজিদা উর্মি, ইব্রাহীম চৌধুরী।

প্রথম আলো ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, আমরা আমাদের সীমিত সাধ্য নিয়ে বিপন্ন স্বজনদের পাশে দাঁড়াচ্ছি। এ কাজে যারা এগিয়ে এসেছেন, যারা আস্থা রেখেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানানো হয়। চেক গ্রহণ করে আব্দুল করিম কিম বলেন, সহমর্মিতা নিয়ে পাশে দাঁড়ানোর মহান উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত হতে পেরেছেন। সমস্যায় পড়া মানুষের পাশে সহানুভূতি নিয়ে দাঁড়ালেই মানুষ ঘুরে দাঁড়াবে।

কিম জানান, তিনি দেশে পৌঁছেই প্রথম আলো ফাউন্ডেশনের সহযোগিতা নিয়ে বিপন্নজনদের পাশে দাঁড়াবেন।

সিলেট ও সুনামগঞ্জের বন্যাদুর্গত মানুষের সাহায্যে প্রথম আলো ফাউন্ডেশনের চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠান। ছবি: প্রথম আলো

জ্যামাইকার স্টার কাবাবে দুর্ধর্ষ চুরি

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্ক সিটির বাংলাদেশিবহুল জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউয়ের সুপরিচিত স্টার কাবাব এন্ড চাইনিজ রেস্টুরেন্টে দুর্ধর্ষ চুরির ঘটনা ঘটেছে। ২২ জুন বুধবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে এ ঘটনা ঘটেছে।

এসময় দুর্বৃত্তরা রেস্টুরেন্টের তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকে রেজিস্টারে থাকা প্রায় সাড়ে তিন হাজার ডলার লুট করে নিয়ে যায়। লুটপাটের সময় দুর্বৃত্তরা রেজিস্টারটিও ভাঙচুর করে। তবে দোকানে অন্যান্য জিনিস অক্ষত রয়েছে বলে জানিয়েছেন দোকানটির ম্যানেজার শিরিন আকতার।

কুইন্সের বাড়িতে মিলল ৩ জনের লাশ

এইচ বি রিতা

কুইন্সের একটি বাড়ির ভিতরে তিনটি মৃতদেহ পাওয়া গেছে। এরমধ্যে একজন নারীর দেহ বিছানায় হাত-মুখ বাঁধা অবস্থায় পাওয়া গেছে। বাকি দুইজনের লাশ ঘরের বেসমেন্টে পাওয়া গেছে। ঘটনাটি ঘটেছে সাউথ জ্যামাইকার ১৫৫তম স্ট্রিটে।

২৪ জুন শুক্রবার দুপুর ২টার পর সাউথ জ্যামাইকার ১৫৫তম স্ট্রিটে দ্বিতীয় তলার বেডরুমে ২২ বছর বয়সী একজন তরুণীকে অচেতন অবস্থায় পাওয়া গেছে বলে জানায় পুলিশ। তার বুকে দুটি ফাঁটলের ক্ষত ছিল। তার হাত একসাথে বাঁধা ছিল এবং তার মুখ টেপ দিয়ে প্যাচানো ছিল। এরপর ঘটনাস্থলেই তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। তবে পুলিশ এখনো ভিকটিমদের পরিচয় দেননি। মেডিক্যাল পরীক্ষক পর মৃত্যুর কারণ নির্ধারণ করা হবে।

প্রথম একজনকে মৃত অবস্থায় খুঁজে পাওয়ার পর, বাড়ির ভিতরে আরও দুইজনকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। আনুমানিক ৩০ বছর বয়সী এক ব্যক্তিকে মাথায় আঘাত অবস্থায় পাওয়া গেছে এবং একজন ৫৫ বছর বয়সী নারীর মাথায় ও ঘাড়ে একাধিক ছুরিকাঘাতের ক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

পরবর্তী দুই ভিকটিমের লাশ বাড়ির বেসমেন্টে পাওয়া গেছে।

পুলিশ জানায়, একজন সন্দেহভাজন ব্যক্তি হেফাজতে রয়েছে, তবে অভিযোগ এখনও আনা হয়নি। তদন্ত চলছে।

ওসমানীনগর এসোসিয়েশন অব আমেরিকার বনভোজন। ছবি: সংগৃহীত

ওসমানীনগর এসোসিয়েশনের বনভোজন

উত্তর আমেরিকা অফিস

ওসমানীনগর এসোসিয়েশন অব আমেরিকার বনভোজন এবং বাংলাদেশের বন্যার্তদের জন্যে ত্রাণ তহবিল সংগ্রহ অনুষ্ঠান হয়ে গেল ২৬ জুন রোববার। লং আইল্যান্ড সিটির রেইনই পার্কে অনুষ্ঠিত বনভোজন উপলক্ষে সিলেটের ওসমানী নগরের লোকজনের ঢল নামে। জমজমাট আয়োজনের মধ্যেও সিলেট অঞ্চলে বন্যার্ত স্বজনদের নিয়ে উৎকণ্ঠিত ছিলেন সবাই। সাধ্য অনুয়ায়ী বন্যার্তদের পাশে দাঁড়ানোর কথাই উচ্চারিত হয়েছে এসময়।

সংগঠনের সভাপতি আজিজ আহমদ ছালিকের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক ফখরুল

চৌধুরী ও কাসার আহমদের পরিচালনায় বনভোজনের উদ্বোধন করেন কুইন্সের সিভিল বিচারক জাজ সোমা সাঈদ। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের উপদেষ্ঠা এম এ সালাম, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের মঈনুল হক চৌধুরী হেলাল, মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজ, মঈনুল ইসলাম, রুকন হাকিম , জাবেদ উদ্দিন, সোহেল আহমেদ, নাছির উদ্দিন, আখতার উল ইসলাম।

নিউইয়র্কে সফল ব্যবসায়ী মোহাম্মদ এ আজাদ

মনজুরুল হক

নিউইয়র্কের একজন সফল ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোহাম্মদ এ আজাদ একজন রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার। কনস্ট্রাকশন ফিল্ডে কাজ করেন। রিয়েল এস্টেটের উপরই আবার শিক্ষকতা করেন। করোনা ভাইরাস মহামারীর সময় তার মানবিক ভূমিকার কারণে তিনি আলোচিত হন। নিউইয়র্কে করোনায় আক্তান্তদের খাবার ও আর্থিক সহযোগিতা দিয়েছেন, লকডাউনে মানুষের বাসায় বাসায় বাজার পৌঁছে দিয়েছেন। এর জন্য স্বীকৃতিও পেয়েছেন। কভিড-১৯ হিরো হিসেবে তাকে সম্মাননা দিয়েছে নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃপক্ষ। মানুষ ও সমাজ সেবায় অবদান রাখায় ঢালিউড অ্যাওয়ার্ড, এনআরবি অ্যাওয়ার্ড, নিউইয়র্ক ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অ্যাওয়ার্ডসহ তিনি এ পর্যন্ত ৩০-৩৫টির মত সম্মাননা অর্জন করেছেন। বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন তাকে সম্মাননা ও স্বীকৃতি জানিয়েছে। কর্ম জীবনেও একাধিক স্বীকৃতি পেয়েছেন। চাকরি করা অবস্থায় বুস্টন গ্রুপে বেস্ট লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড, সিয়ার্স হোল্ডিং করপোরেশনে বেস্ট অপারেশন ম্যানেজার অ্যাওয়ার্ড, হার্ডসন নিউজে ডিপলোমেসি অ্যান্ড অ্যাক্ট অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন।

মোহাম্মদ এ আজাদের জন্ম চাঁদপুর জেলার কচুয়া উপজেলার সিলাস্থান গ্রামে। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া স্কুল থেকে এসএসসি ও শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ থেকে এইচএসসি সম্পন্ন করেন। বুয়েটে ভর্তি হলেও গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করেন নি। লেখাপড়া করার উদ্দেশ্যে তিনি ২০০১ সালে স্টুডেন্ট ভিসায় আমেরিয়াকায় যান। ২০০৯ সালে আমেরিকার বুস্টন কলেজ থেকে এমবিএ সম্পন্ন করেন। বর্তমানে তিনি বাফেলো ইউনিভার্সিটিতে আর্কিটেকচারের উপর পিএইচডি করছেন। বসবাস করছেন নিউইয়র্কের কুইন্সে।

আমেরিকায় প্রথম দিকে তার জীবন অনেক কঠিন ছিল। লেখাপড়ার সাথে সাথে পার্টটাইম জব করতেন। সিয়ার্স হোল্ডিং করপোরেশনে অপারেশন ম্যানেজার পদে চাকরি করতেন। এক সময় সখান থেকে বের হয়ে হার্ডসন নিউজে ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার হিসেবে যোগ দেন। কঠোর পরিশ্রম, সাহসিকতা ও কাজের দক্ষতা দিয়ে খুব কম সময়ে হার্ডসন নিউজে সফলতার মুখ দেখেন। সেখানে পাঁচ হাজারেরও বেশি লোকের ম্যানেজমেন্টের কনস্ট্রাকশন, ডেভেলপমেন্ট ও ৩০০ লোকেশনের ইনচার্জ ছিলেন তিনি। তবে ব্যবসায়ের দিকেই তার ঝুঁক ছিল বেশি। হার্ডসন নিউজে থাকাকালীন তিনি কনস্ট্রাকশন ব্যবসায়ে নিজের স্বপ্ন পূরণের জন্য নিজেকে যোগ্য করে তৈরি করেন। দীর্ঘ দিন চাকরি করার পরে তিনি রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় শুরু করেন। ২০১৪ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন রিয়েল এস্টেট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন কোম্পানি 'লিভার্টি রেনোভেশন করপোরেশন'। তিনি এ কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও)। এ কোম্পানি শুধু ডেভেলপই করে না, বড় বড় বিল্ডিং, বিল্ডিংয়ের এক্সট্রেনশন, রিমডেলিং, যে কোন ধরনের কনস্ট্রাশনের কাজ করে। এ প্রতিষ্ঠান সফলভাবে নিউইয়র্কে কাজ করে আসছে দীর্ঘ দিন ধরে। বর্তমানে তিনি রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ের পাশাপাশি হলিউড রিয়েল এস্টেট স্কুলে শিক্ষকতা করছেন।

মোহাম্মদ এ আজাদ

আমেরিকায় প্রথম দিকে কেমন ছিল তার জীবন? মোহাম্মদ এ আজাদ বলেন, 'আমেরিকায় আসলে প্রথম দিকের জীবন সংগ্রামীই হয়। আমি স্টুডেন্ট ভিসায় এসেছি, সিয়ার্স হোল্ডিং করপোরেশন আমাকে স্পন্সর করেছিল। সেখান থেকে পার্মানেন্ট রেসিডেন্টসিয়াল পেয়েছি আমি। কোম্পানি আমাকের টোটালি সাপোর্ট দিয়েছে। প্রতিটি মানুষ প্রথমে এখানে এসে সাধারণত টাকার পিছনে দৌঁড় দেয়। লেখাপড়া করার স্পৃহা খুব কম মানুষের থাকে। একটা মানুষকে স্বার্থক হতে হলে, স্টাবলিস্ট হতে হলে, তার অবশ্যই এনাফ নলেজ থাকতে হবে। সেটা যে কোন কাজেই হোক। এনাফ নলেজ যদি না থাকে, তাহলে কোন কাজেই কেউ কোন দিন সফল হতে পারবে না। আমি আমার ব্যক্তিগত জীবন থেকে দেখেছি, কোন একটা পেশায় একটা মানুষ যদি ঠিকমত লেগে থাকে এবং সেটার উপর যদি কন্টিনিউ পরিশ্রম করতে থাকে, কন্টিনিউ শ্রম দিতে থাকে, তাহলে সে কাজে সে সফল হবেই। যে যেই ক্ষেত্রে আছে, তাকে সে ক্ষেত্রেই কন্টিনিউ পরিশ্রম করতে হবে। আমি যে বিষয়টা বুঝি, সেটার উপরই আমাকে কন্টিনিউ কাজ করতে হবে। আমি যে জিনিসটা বুঝি না, সেটা নতুন করে বুঝা, রং আইডিয়া। আমি যে কাজে ভাল, সেই কাজটা আমাকে বেছে নিতে হবে। সেটার পিছনে শ্রম দিতে হবে। সেটার উপর চর্চা করতে হবে। তাহলে জীবনে সফলতা অনিবার্য।'

আমেরিকায় মোহাম্মদ আজাদ ডেমোক্র্যাটিক দলের সাপোর্টার। পাশাপাশি সামাজিক সংগঠন বেইন এর সাথে জড়িত আছেন। ছোটকাল থেকে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। সব সময় আওয়ামী লীগকে সাপোর্ট দিয়ে আসছেন। ১৯৯৪ সালে তিনি ডেমরা থানা ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলাম। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ এবং উনার লিডারশিপকে বিশ্বাস করেন। তিনি আমেরিকায় নিউইয়র্ক লায়ন্স ক্লাবের জয়েন্ট সেক্রেটারি। ফোবানার সাথেও যুক্ত আছেন।

দেশের কথা কেমন অনুভব করেন? 'বাংলাদেশ আমাদের মাতৃভূমি। মাতৃভূমির কথা সব সময় মনে পড়ে। সেই ছোটকালে গ্রামের পুকুর থেকে ফ্রেশ মাছ ধরে খাওয়া আর এখন কিনে খাওয়ার মধ্যে বিরাট পার্থক্য। ফুটবল খেলতাম দেশে। সেগুলো মনে পড়ে। স্কুল জীবনের কথা মনে পড়ে। প্রাইমারি স্কুলে আমার বাবা শিক্ষক ছিলেন। বাবার হাত ধরে স্কুলে যেতাম। সেই দিনগুলো মিস করছি। বাবা নাই দুনিয়াতে। বাবার সাথে যে সময়টুকু কাটিয়েছি, সেগুলো ভোলার মতো না।'

দেশবাসীর প্রতি মোহাম্মদ আজাদের বক্তব্য হল- আমরা এখানে যে পরিশ্রমটা করি, বাংলাদেশের মানুষ যদি এ পরিশ্রমটা করত, তাহলে বাংলাদেশের মানুষের আমেরিকায় আসার কোন প্রয়োজন ছিল না। বাংলাদেশের মানুষ অধিকাংশ সময় তাদের সময়কে কাজের মাধ্যমে ইউটিলাইজ করে না। তারা অত্যন্ত সৌখিন। বিদেশে এসে আমরা যে শ্রমটা দেই, পরিশ্রমটা করি, বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু পরিশ্রমটা ওভাবে করে না। যত টাকাই আমাদের কাছে থাকুক না কেন, যতই কোটিপতি হই না কেন, যতই ধনী আমরা হই না কেন, নিজের কাজগুলো নিজেকেই করতে হয়। বাংলাদেশের মানুষের প্রতি আমি বিশেষভাবে বলব, আমরা আকেটু কর্মঠ হই। এখানে যে কাজগুলো করি, সেইম কাজগুলো যদি বাংলাদেশে করি, তাহলে বাংলাদেশের উন্নয়ন বর্তমানের চেয়ে তিন-চার গুণ বেশি হবে। ব্যক্তিকে না দেখে, রাজনৈতিক দলকে না দেখে, দেশের উন্নতির জন্য কি করা যায়, সে দিকে যদি ফোকাস দেই, তাহলে আমাদের দেশ অনেক দূর এগিয়ে যাবে। আমরা বিদেশে এসে কাজ করা পছন্দ করি, কিন্তু বাংলাদেশে থাকা অবস্থায় ওই রকম পরিশ্রমটা করি না।'

মোহাম্মদ এ আজাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হল বিল গেটস, ওয়ারেন বাফেট, জ্যাক মা'দের মত সফল হওয়া। তিনি দুস্থ ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং ব্যবসায়ের পাশাপাশি তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি যেমন একজন সফল ব্যবসায়ী, তেমনি অসহায় মানুষের সাহায্যের জন্য একটি নিবেদিতপ্রাণ।

নিউইয়র্ক রাজ্য সিনেটে বাংলাদেশি অভিবাসী দিবস প্রস্তাব পাস

উত্তর আমেরিকা অফিস

চলতি বছরের ২৫ সেপ্টেম্বরকে ‘বাংলাদেশি অভিবাসী দিবস’ ঘোষণার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের আইনসভার উচ্চকক্ষ সিনেট। ৩ জুন সিনেটে এ-সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। নিউইয়র্ক স্টেট গভর্নর ক্যাথি হকুল দায়িত্ব গ্রহণের পর এই প্রথম বিলটি সিনেটের উচকক্ষে গৃহীত হয়।

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে গভর্নর এন্ড্রু কুমোর সময় বিলটি আইন পরিষদে প্রথম পাস হয়। ওই প্রস্তাবে নিউইয়র্ক প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভূমিকার প্রশংসা করা হয়েছে। প্রস্তাবে নিউইয়র্কে বাংলাদেশি-আমেরিকানদের অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ২০২২ সালের ২৫ সেপ্টেম্বরকে ‘বাংলাদেশি অভিবাসী দিবস’ ঘোষণার জন্য গভর্নর ক্যাথি হকুলের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়।

সিনেটে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছে, এমন সময় এ প্রস্তাব গৃহীত হলো, যখন যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ সম্পর্কের ৫০ বছর উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। বাংলাদেশি অভিবাসীরা উনিশ শতকের দিকে তাঁদের পরিবার ও স্বজনদের ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান।

প্রস্তাবে বলা হয়েছে, ১৯৭১ সালে স্বাধীন হয় বাংলাদেশ। ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশিদের জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন। কারণ, ওই দিন জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলায় তাঁর ভাষণটি দিয়েছিলেন।

প্রস্তাবে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিকামী বাংলাদেশিদের অবদানের প্রশংসা করা হয়। একই সঙ্গে নিউইয়র্কসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা বাংলাদেশি প্রবাসীদের অর্জনের প্রশংসা করা হয়।

নিউইয়র্কের মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী বিশ্বজিত সাহার প্রচেষ্টায় সিনেটর স্ট্যাভেস্কির প্রস্তাবনায় ২০১৯ সালে প্রথম বারের মত নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের আইনসভার উচ্চকক্ষ সিনেটে ২৫ সেপ্টেম্বরকে বাংলাদেশী ইমিগ্রান্ট ডে হিসেবে বিলটি পাস হয়। এই নিয়ে পরপর ৪র্থ বছর বিলটি আইন পরিষদে গৃহীত হলো।

জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে পদ্মা সেতুর উদ্বোধন উদযাপন অনুষ্ঠান। ছবি : সংগৃহীত

জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে পদ্মা সেতুর উদ্বোধন উদযাপন

উত্তর আমেরিকা অফিস

জাতীয় উদযাপনের অংশ হিসেবে আজ প্রবাসী বাংলাদেশিদের সাথে নিয়ে অত্যন্ত উৎসবমুখর পরিবেশে ‘প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক পদ্মা সেতু উদ্বোধন’ উদযাপন করল নিউইয়র্কে জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন। ২৫ জুন মিশনস্থ বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে যোগ দেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, প্রবাসী মুক্তিযোদ্ধা, সাংবাদিক ও বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

পদ্মাসেতুর সাফল্য এবং দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করে একটি বিশেষ মোনাজাতের মাধ্যমে শুরু করা হয় এ উদযাপন অনুষ্ঠান। অত:পর পদ্মাসেতু উদ্বোধন উদ্বোধন উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত বাণী পাঠ করে শোনানো হয়।

আনন্দমুখর এ অনুষ্ঠানে প্রবাসীদের স্বাগত জানান জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা। তিনি বলেন, “বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য আজ অত্যন্ত আনন্দের দিন।

টেক্সাসে লরি থেকে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মাধ্যমে পোস্ট করা ছবিতে দেখা যায়, জরুরি সেবা বিভাগের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক সদস্য লরিটি ঘিরে রেখেছেন। কীভাবে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে, তা এখনো স্পষ্ট নয়। আমেরিকায় এখন গ্রীষ্মকাল চলছে। স্থানীয় সময় ২৭ জুন সোমবার তাপমাত্রা ৪৯ দশমিক ৪ ডিগ্রি ছিল। সান অ্যান্টোনিও শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে রেললাইনের পাশে লরিটির সন্ধান মেলে।

যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো সীমান্ত থেকে ২৫০ কিলোমিটার দূরে শহরটি অবস্থিত। লরিচালকের হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। সান অ্যান্টোনিও পুলিশ চালকের খোঁজে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।

এই প্রাণহানির জন্য প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে দায়ী করেছেন টেক্সাসের গভর্নর গ্রেগ অ্যাবোট। এই প্রাণহানি বাইডেনের ‘প্রাণঘাতী উন্মুক্ত সীমান্তনীতির’ ফলাফল বলে মন্তব্য করেন তিনি। মেক্সিকোর পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্সেলো এবরার্দ বলেন ভুক্তভোগীরা কোন দেশের নাগরিক, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

লড়বেন হকুল এবং জালদীন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জুমেইন উইলিয়ামস এবং ল্যা আইল্যান্ড থেকে নির্বাচিত কংগ্রেসম্যান টমাস সাউজিকে সহজেই প্রাইমারিতে পরাজিত করেছেন ক্যাথি হকুল। রাত ৯টায় কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ বন্ধ হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই বার্তাসংস্থা এসোসিয়েটেড প্রেস তাঁকে ডেমোক্র্যাট দলের বিজয়ই হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে।

নির্বোচনে ৫ জন বাংলাদেশী-আমেরিকান জয়ী হয়েছেন। তবে নির্বাচনের দিন তুলনামুলকভাবে ভোটারদের উপস্থিতি ছিলো কম। ফলে একাধিক ভোট কেন্দ্র ছিলো নিরব-নিস্তদ্ধ। বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রার্থীরা ভোটারদের যাতায়াতের জন্য যানবাহণের ব্যবস্থা করার পরও অনেক বাংলাদেশী-আমেরিকান ভোট দিতে যাননি।

৫ জন বাংলাদেশী-আমেরিকান জয়ী হয়েছেন। বিজয়ীরা ফিম্যাল ডিষ্ট্রিক্ট লীডার পদে জামিলা উদ্দীন এবং জুডিশিয়াল ডেলিগেট হিসেবে নির্বাচিত

ক্যাথি হকুল **জালদীন**

হয়েছেন মোহাম্মদ সাবুল উদ্দীন, মাহতাব খান, জামি কাজী এবং নুসরাত আলম। একই আসনে অ্যাসেম্বলী পদে বর্তমান অ্যাসেম্বলী সদস্য ডেভিড ওয়েপ্রিন পেয়েছেন ৩২৩৩ ভোট ও বাংলাদেশী মিজান চৌধুরী পেয়েছেন ৮১৭ ভোট। একই আসনে ডিষ্ট্রিক্ট লীডার পদে ডেভিড ওয়েপ্রিন পেয়েছেন ২৫৯০ ভোট এবং প্রতিদ্বন্দ্বী বাংলাদেশী মোহাম্মদ শাহনেওয়াজ পেয়েছেন ৮০৬ ভোট। অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট ২৪বি থেকে ফিমেল ডিষ্ট্রিক্ট লীডার পদে মাজেদা উদ্দীন ও রাভনীত ৫৯০ করে সমান সমান ভোট পাওয়ায় চুড়ান্ত বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হয়নি।

শাহজাহান শেখ ব্রঙ্কস কমিউনিটি বোর্ডে মেম্বার মনোনীত

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশি-আমেরিকান শাহজাহান শেখ চতুর্থ বারের মতো নিউইয়র্ক সিটির ব্রঙ্কস কমিউনিটি বোর্ড ১ এর মেম্বার মনোনীত হয়েছেন। ব্রঙ্কস বরো প্রেসিডেন্ট ভেনেসা গিবসন ২২ জুন এক চিঠিতে শাহজাহান শেখের এই পুনর্মনোনয়নের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

কমিউনিটি এক্টিভিস্ট শাহজাহান শেখ ২০১৭ সাল থেকে ব্রঙ্কস বরোর কমিউনিটি বোর্ডে সক্রিয় সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তিনি বর্তমানে এই বোর্ডে ভাইস প্রেসিডেন্টের দায়িত্বে রয়েছেন। ব্রঙ্কসে দীর্ঘদিন থেকে বসবাসকারী শাহজাহান শেখ অভিবাসী সমাজের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠাসহ স্থানীয় বিভিন্ন কার্যক্রমে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছেন। সিটির একটি কলেজে প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত শাহজাহান শেখের দেশের বাড়ি গাজীপুরের কাপাসিয়ায়।

আমেরিকার গণতন্ত্র রক্ষায় এগিয়ে আসা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কর্মকর্তা এবং রিপাবলিকান পরিবারের এক নারী সদস্য তাদের নাম আমেরিকার গণতান্ত্রিক অভিযাত্রার ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করাতে সক্ষম হচ্ছেন। সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বহু অপ্রকাশ্য তৎপরতা উন্মুক্ত হচ্ছে এসব নারীর মাধ্যমে। ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি ক্যাপিটল হিলে হামলা ঘটনায় কংগ্রেসের তদন্তে এসব সাহসী নারী অকথিত কথাগুলো বলছেন চরম সাহসের সাথে।

২৬ বছর বয়সী ক্যাসিডি হ্যাটচিনসন ডোনাল্ড ট্রাম্পের সময় তাঁর চিফ অব স্টাফের সাথে কাজ করেছেন। কাছে থেকে দেখেছেন ২০২০ সালের নির্বাচন নিয়ে ট্রাম্পের তুঘলকি সব কাণ্ড। কংগ্রেসের শুনানিতে এ অল্প বয়সী তরুণী সব ভয়কে উপেক্ষা করে এমন সব কথা বলেছেন, যা আগে শোনা যায়নি। বলেছেন, ট্রাম্প কীভাবে জানতেন তাঁর সশস্ত্র সমর্থদের ক্যাপিটল হিল এলাকায় আগমন ঘটছে। সিক্রেট সার্ভিস লোকজনের ওপর ট্রাম্পের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া এবং ক্ষুব্ধ ট্রাম্পের খাবার ছুড়ে মারার ঘটনা আমেরিকার লোকজন জানতে পেরেছে। ট্রাম্প বলছেন, এসব তথ্য ভুয়া।

২৬ বছরের তরুণী ক্যাসিডি হ্যাটচিনসন শপথ নিয়ে কথা বলেছেন কংগ্রেসের শুনানিতে। ট্রাম্প বলেছেন তাঁর ' ট্রুথ সেন্ট্রাল' নামের নিজের সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে। আমেরিকার জনগণের কাছে গণতন্ত্র বিপন্ন করার প্রয়াসে একজন অস্থির বেপরোয়া ট্রাম্পকে আবারও আমেরিকার জনগণ জানতে পেরেছে।

ক্যাসিডি হ্যাটচিনসন আমেরিকার একদল সাহসী নারীদের একজন হয়ে উঠেছেন, যারা ঝুঁকি নিয়ে সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিরুদ্ধে শুনানিতে সত্য প্রকাশে এগিয়ে এসেছেন। আমেরিকার বর্তমান বিভাজিত সমাজ বাস্তবতায় এ এক চরম সাহসের কাজ। যখন মনে করা হচ্ছে শ্বেতাঙ্গ উগ্রবাদীদের উত্থান ঘটছে, ট্রাম্পের উগ্র সমর্থকরা আগের চেয়ে সংগঠিত এবং হিংস্র হয়ে উঠেছে।

এসব নারীর নিজেদের জীবন ও পেশাকে ঝুঁকিতে ফেলে সত্য প্রকাশে এগিয়ে আসার মধ্যে দিয়ে আমেরিকার গণতন্ত্রের রক্ষক জনগনের যোগ্যতম প্রতিনিধি হিসেবে নিজেদের তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন।

ক্যাপিটল হিল পুলিশ অফিসার ক্যারোলাইন এডোয়ার্ড ৬ জানুয়ারির হামলার প্রত্যক্ষ বর্ণনা দিয়েছেন, যা শুনে কংগ্রেস সদস্যরা আতংকে আবারও শিহরিত হয়েছেন। ক্যাপিটল হিলে হামলাকারীদের তাণ্ডবে বয়ে যাওয়া রক্তের ওপর তাঁর পড়ে যাওয়ার বর্ণনা দিয়েছেন ক্যারোলাইন।

নির্বাচন কর্মী রুবি ফ্রিম্যান এবং তাঁর কন্যা ওয়ানডেরা শেই শুনানিতে বলেছেন ট্রাম্প সমর্থকদের ব্যক্তিগত হামলায় তাদের সামাজিক জীবন বিপন্ন হওয়ার কাহিনী। ট্রাম্পের পক্ষ থেকে জর্জিয়ার নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটের হয়ে এসব নারী কর্মী কারচুপি করেছেন বলে অভিযোগ আনা হয়। পরিণতিতে তাদের চাকরি

থেকে সরে দাঁড়াতে হয়। মা ও মেয়ে তাদের বিপন্ন জীবনের কথা বলেছেন কংগ্রেসের শুনানিতে।কংগ্রেসের শুনানি কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট লিজ চেনি একজন রিপাবলিকান হয়েও দলের নেতা ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। এরইমধ্যে তিনি কংগ্রেসে দলের নেতা হিসেবে অবস্থান হারিয়েছেন। গণতন্ত্রের পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য এই নারীকে রাজনীতির মধ্যগগনে থেকেও মুল্য দিতে হচ্ছে কঠিন এ সময়টিতে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক স্টিফেন কলিনসন বলেছেন গণতন্ত্রকে রক্ষার জন্য সাহসী রক্ষকের প্রয়োজন হয়। আমেরিকার গণতন্ত্র সময়ের সব চ্যালঞ্জকে মোকাবেলা করে বেঁচে থাকার জন্যও এমন সাহসী রক্ষকদের বারবার উঠে দাঁড়াতে হয়েছে। নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে গণতন্ত্রেকে রক্ষা করার জন্যই এই নারীরা এগিয়ে এসেছেন।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের মাধ্যমে আমেরিকার গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা ব্যাহত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াতে হলেও ট্রাম্প বসে নেই। তাঁর উস্কানি যেমন চলছে, তাঁকে ঘিরে গণতন্ত্র বিপন্ন করার শক্তিও আমেরিকায় জোরালো হয়ে উঠেছে।

এমন অবস্থায় আমেরিকার জনগণের সামনে বীরত্বের সাথে দাড়িয়াচ্ছেন কিছু নারী পুরুষ। এরাই গণতন্ত্রকে রক্ষার সাহাসী মানুষ হিসেবে ইতিহাসে হয়ত চিহ্নিত হয়ে থাকবেন।

হিমশিম খাচ্ছে আমেরিকানরা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।

পরপর বেশ কিছু ঘটনার পর এবারে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ন্ত্রণে কঠোর অবস্থান গ্রহণের কথা জানান সকল রাজনৈতিক দলের নেতারা। আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে শিগগিরই আইন তৈরি করতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার। সিনেটরদের একটি অংশ অস্ত্র ব্যবহারের কড়াকড়ি আরোপের বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন। তাঁরা ২১ বছরের কম বয়স্কদের অস্ত্র কেনা ও ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা কথা উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া অবৈধভাবে আগ্নেয়াস্ত্র কেনা বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ারও আহ্বান জানিয়েছেন।

সম্প্রতি বড় কয়েকটি বন্দুক হামলার ঘটনায় কেঁপে উঠেছে যুক্তরাষ্ট্র । ১১ জুন কঠোর বন্দুক আইনের দাবিতে দেশটির বিভিন্নস্থানে বিক্ষোভ করেছে হাজার হাজার মানুষ। ২৪ মে টেক্সাসের উভালদে শহরে রোব এলিমেন্টারি স্কুলে হামলায় ১৯ শিশু ও দুই শিক্ষক নিহত হন। যুক্তরাষ্ট্রের আইনপ্রণেতাদেরএকটি দ্বিদলীয় গ্রুপ প্রায় ৩০ বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো বড় ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইন নিয়ে একটি মতৈক্যে পৌঁছেছে। এর মাধ্যমে সপ্তাহের শেষ নাগাদ সিনেটে এ নিয়ে ভোটের পথ প্রশস্ত হলো। ৮০ পৃষ্ঠার বিলটি ২১ জুন প্রকাশ করা হয়। এতে অস্ত্র কেনার সময় তরুণদের অতীত যাচাই করায় কড়াকড়ি আরোপ এবং অন্যদের বা নিজের জন্য বিপদ হিসেবে বিবেচিত ব্যক্তিদের ওপর আরও বেশি যাচাই ও তাদের কাছ থেকে সাময়িকভাবে অস্ত্র জব্দ করার ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রস্তাবটি সিনেটে ৬৪-৩৪ ভোটে প্রাথমিক পদ্ধতিগত বাধা অতিক্রম করে। ডেমোক্রেটদের সবাই (৪৮), ১৪ জন রিপাবলিকান এবং দুজন স্বতন্ত্র সিনেটর বিলটিকে সমর্থন দেন। আলোচনায় অন্যতম শীর্ষ ডেমোক্র্যট সিনেটর ক্রিস মারফি সিনেটে বলেন, ‘আমি মনে করি এই সপ্তাহে আমরা আইনটি পাস করব তা ৩০ বছরে কংগ্রেসের বন্দুক-সহিংসতাবিরোধী আইনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠবে। এটি একটি বড় অগ্রগতি। আরও গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, এটি একটি দ্বিদলীয় অগ্রগতি। সিনেট সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা চাক শুমার এ নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এগিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সিনেটে অনুমোদনের দিকে এগিয়ে যাওয়া প্রস্তাবটি তুলনামূলকভাবে নমনীয়। তবে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইন নিয়ে তিক্ত বিরোধ ও বিতর্কের মধ্যে কিছুটা হলেও অগ্রগতি বলে মনে করা হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের বছরের পর বছর ধরে ব্যপক গণগুলির ঘটনা ও শিশুসহ বহু মানুষের প্রাণহানি অবস্হানে থাকা সত্ত্বেও অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সামান্য। সম্প্রতি টেক্সাসের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯ শিশু শিক্ষার্থী ও দুই শিক্ষক গুলিতে নিহত হওয়ার পর নতুন করে আইনে কড়াকড়ির বিষয়টি আলোচনায় আসে। আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ন্ত্রণে নতুন আইনের প্রস্তাবকারী ২০ আইনপ্রণেতার অর্ধেকই রিপাবলিকান। দ্রুত এসব প্রস্তাব পাস করতে আইনপ্রণেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তবে আইনপ্রণেতারা স্বীকার করেছেন যে, প্রেসিডেন্ট যত তাড়াতাড়ি চাইছেন, তত দ্রুত এটি পাস করা সম্ভব হবে না। প্রেসিডেন্ট বাইডেন এক বিবৃতিতে বলেন, স্পষ্টতই আমি যা যা প্রয়োজন বলে মনে করি তার সব এতে নেই, তবে এটি সঠিক দিকের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, এটি পাশ হলে তা কয়েক দশকে কংগ্রেসে পাস করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র সুরক্ষা আইন হবে।’

এটি সবার জানা যে যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে এবং সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় ব্যপার হলো করোনা মহামারির সময়েও গত দুই বছরে আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পাশাপাশি বৃদ্ধি পেয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে হত্যার ঘটনা।

আবার পানি আসছে সিলেট ও সুনামগঞ্জে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আবার প্লাবিত হচ্ছে।

ভারতের আসাম, মেঘালয়, জলপাইগুড়ি ও সিকিমে ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে উজান থেকে নেমে আসা ঢলে দেশের উত্তরাঞ্চলসহ সিলেট ও সুনামগঞ্জে আবার বন্যার আভাস দিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) ও বন্যা পূর্বাভাস কেন্দ্র। তাদের দেওয়া সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, কাল শুক্রবার ও পরদিন শনিবার বাংলাদেশসহ ভারতের চারটি রাজ্যে ভারী বর্ষণ হবে। এতে তিস্তাসহ উত্তরাঞ্চলের ৯টি নদীতে পানি বাড়বে।

উজানের ঢলে গতকাল থেকেই তিস্তা নদীর পানি আবার বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হতে দেখা গেছে। বেলা ৩টায় তিস্তা ব্যারাজের ডালিয়া পয়েন্টে পানি ছিল বিপৎসীমার ৭ সেন্টিমিটার ওপরে। এদিকে সুরমা, কুশিয়ারাসহ সিলেটের কয়েকটি নদীতেও পানি বাড়ছে। আগে থেকে সুরমা নদীর সব পয়েন্টে পানি বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। একই অবস্থা কুশিয়ারা ও লোভা নদীতেও।

বন্যা পরিস্থিতির সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. আরিফুজ্জামান ভুঁইয়া বলেন, দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সিলেট ও সুনামগঞ্জের বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা অবনতি হতে পারে। তবে কিশোরগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বন্যা পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকবে।

গত মঙ্গলবার রাতভর ভারী বৃষ্টি হয়েছে সিলেট-সুনামগঞ্জে। গতকাল সকালের দিকে সূর্য উঁকি দিলেও দিনভর মেঘাচ্ছন্ন ছিল আকাশ। রাতের বৃষ্টিতে সিলেট নগরীসহ দুই জেলার অনেক এলাকা নতুন করে প্লাবিত হয়েছে। তিন দিন ধরে সুনামগঞ্জ সদর, ছাতক ও দোয়ারাবাজার উপজেলায় থেমে থেমে বৃষ্টি হওয়ার পর থেকেই নদীতে পানি বাড়তে শুরু করেছে। ভারতের মেঘালয় রাজ্যে বৃষ্টি হওয়ার কারণে পাহাড়ি ঢল নামছে দোয়ারাবাজার ও ছাতক উপজেলায়। যার কারণে পানি বৃদ্ধি অব্যাহত আছে। নদ-নদী ও হাওর পানিতে টইটম্বুর থাকায় পাহাড়ি ঢলের পানিতে দোয়ারাবাজার উপজেলার নিম্নাঞ্চল আবারও প্লাবিত হয়েছে। ফলে আবারও বন্যার শঙ্কায় আছেন বানভাসি মানুষ।

দোয়ারাবাজারের সোনারগাঁও ইউনিয়নের কৃষ্ণনগর গ্রামের রুশমিন আক্তার বলেন, ‘১২ দিন আশ্রয়কেন্দ্রে থেকে রোববারে বাসায় আসছি। সবকিছু নষ্ট হয়ে গেছে। ঘরকে থাকার উপযোগী করার চেষ্টা করছি। এর মধ্যে আবার পানি উঠলে কোথায় যাব? এমনিতেই তো নিঃস্ব আমরা। রাতের যে বৃষ্টি দিছে পানি অন্তত ২-৩ ফুট বেড়েছে।’

গতকাল দুপুরেও সিলেট নগরীর নগরীর তালতলা, জামতলা, মির্জাজাঙ্গাল, লালা দিঘির পাড় ও শেখঘাট এলাকায় সড়ক-মহল্লায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গা পানিবন্দী ছিল। সেসব এলাকার মানুষের মধ্যে পানি বাড়া নিয়ে আতঙ্ক বিরাজ করছে। আবার বন্যার শঙ্কায় অনেকে বাসাবাড়ির মালামাল উঁচু স্থানে সরিয়ে নিতে দেখে গেছে।

তবে অব্যাহতভাবে পানি বাড়লেও সিলেট-সুনামগঞ্জে বড় ধরনের বন্যার আশঙ্কা নেই বলে জানিয়েছেন পাউবো সিলেটের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী এস এম শহিদুল ইসলাম। তিনি বলেন, ‘মঙ্গলবার রাতের বৃষ্টির কারণে নদ-নদীর পানি কিছুটা বেড়েছে। তবে বৃষ্টি কমে যাওয়ায় শঙ্কার তেমন কারণ নেই। পাহাড়ি ঢল ও ভারী বৃষ্টি হলে পানি বাড়ার আশঙ্কা আছে। অন্যদিকে সুনামগঞ্জে পানি বেশি থাকায় সিলেট থেকে পানি ধীরগতিতে নামছে। সোমবার থেকে ভারতের মেঘালয়ে বৃষ্টিপাত হচ্ছে। ফলে সুনামগঞ্জের নদ-নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়েছে।

এদিকে উত্তরের জেলা কুড়িগ্রামের সব কটি নদ-নদীর পানি ফের বাড়তে শুরু করেছে। গতকাল সারা দিন ধরলা নদীর পানি জেলার ফুলবাড়ী উপজেলার শিমুলবাড়ী পয়েন্টে ১৬ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়ে ওই পয়েন্টে বিপৎসীমার ২৮ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। বাড়ছে ব্রহ্মপুত্র, দুধকুমার, তিস্তাসহ সব কটি নদ-নদীর পানি। ফলে এসব নদ-নদী অববাহিকার নিম্নাঞ্চলে আবারও বন্যা পরিস্থিতির আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দারা। এলাকার পরিস্থিতি কুড়িগ্রামের নির্বাহী প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, তিস্তা অববাহিকায় বন্যার পূর্বাভাস রয়েছে। সদরের সেতু পয়েন্টে ধরলার পানি বিপৎসীমা অতিক্রম করতে পারে। ফলে এসব নদনদী অববাহিকার নিম্নাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে।

আগ্নেয়াস্ত্র রাখার পক্ষে, গর্ভপাতের বিপক্ষে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আমেরিকার সামাজিক জীবনে গর্ভপাত নিয়ে বিতর্ক বহু পুরোনো। রক্ষণশীলরা গর্ভপাতের বিপক্ষে এবং এ নিয়ে আইনের কড়াকড়ি আরোপের পক্ষে।

২৪ জুন শুক্রবার মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট মিসিসিপির এক মামলার জের ধরে গর্ভপাত কঠোর করার পক্ষে ৬-৩ ভোটে রায় দিয়েছে। সাথে সাথে সুপ্রিম কোর্ট ৫০ বছর আগের রোভ বনাম উয়েড মামলার রায় বাতিল করে দিয়েছে। রোভ বনাম উয়েড মামলার জের ধরে গর্ভপাতের ওপর ফেডারেল আইনের শিথিলতা ছিল। ২৪ জুনের রায়ের পর আমেরিকাজুড়ে গর্ভপাত কঠিন হয়ে উঠল।

অস্ত্র আইনের আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিধিকে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করেছিল সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ডের প্রবক্তারা। ২৩ জুন নিউইয়র্কের এই আইনকে বাতিল করে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্ট। ৬-৩ ভোটে পাশ হওয়া নতুন রায়ের আওতায় নিউইয়র্ক নগরীতেও যে কেউই বন্দুক লুকিয়ে রেখে বহন করতে পারবে। আত্মরক্ষায় বিশেষভাবে প্রয়োজন এমন প্রমাণ দেখাতে হবে না।

'স্বস্তির নিশ্বাস ফেলার মতো এবং খুশির খবর এটি' এমনটি মন্তব্য করেছেন টম কিং। টম নিউইয়র্ক স্টেট রাইফেল এবং পিস্তল এসোসিয়েশনের সভাপতি। তিনি এই মামলারও একজন বাদী পক্ষ। টম কিং এবং বন্দুক লবিস্টরা সুপ্রিম কোর্টের রায়কে স্বাগত জানিয়ে এটিকে সেলেব্রেট করছেন।

যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারপতিগণের পক্ষ থেকে থমাস ক্লারেন্স লেখেন, 'নিউইয়র্কের এ আইন যুক্তরাষ্ট্রের একজন সাধারণ আইন মেনে

চলা নাগরিকের আত্মরক্ষার অধিকারকে খর্ব করে। আত্মরক্ষার জন্য বন্দুক সঙ্গে বহন করার অধিকার থেকে বন্‌চিত করা সমীচীন নয়' নিউইয়র্কে নীতি ছিল এমন , 'যে কেউ বাইরে বেরুলে

বন্দুক বহন করার অধিকার্র প্রতিষ্ঠার সুপ্রিম কোর্টের এ রায়ে, নিউইয়র্ক রাজ্যে রক্ষণশীল রাজনীতিক, বন্দুক লবিস্টদের জয় এবং ডেমোক্র্যাটদের পরাজয় আপাতত দেখা গেলেও নিউইয়র্ক নগরীর ম্যানহাটন বা কুইন্সের রাস্তায় মানুষ পিস্তল পকেটে নিয়ে ঘুরাঘুরি সহসাই আইনত বৈধ হবে, এমনটি মনে হচ্ছে না।

ইচ্ছা করলে লুকিয়ে বন্দুক বহন করতে পারবে না। আত্মরক্ষার জন্য এটা নিতান্তই প্রয়োজন, এমন প্রমাণ দেখিয়ে পারমিট নিতে হবে'- নিউইয়র্কের এমন আইনকে বাতিল ঘোষণা করে দিয়ে রায় দেয় যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্ট।

তবে এ রায়ের পর নিউইয়র্ক গভর্নর ক্যাথি হকুল ২৩ জুন রাতে তাঁর বিতৃষ্ণা প্রকাশ করেছেন। তিনি এর তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। হকুল বলেন, যারা একটি

সেনসিবল বন্দুক সুরক্ষা আইন প্রণয়নের জন্য লড়ছি, আমাদের সকলের জন্য এটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

অন্যদিকে নিউইয়র্কের বন্দুক নিরাপত্তার এ আইনটি বাতিল করতে সংগঠিত গ্রুপের নেতা টম কিং বলেন, নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের বৈধ, আইনসম্মত বন্দুকের মালিকেরা এখন থেকে আর হয়রানির শিকার হবেন না, এটাই। এখানে মানুষের নিরাপত্তার ব্যাপারে এর কোনো বিরোধ নেই।

আইনটি বাতিলের এ সিদ্ধান্তের প্রভাব নিউজার্সিসহ নিউইয়র্কের আশপাশের অন্য অঙ্গরাজ্যগুলোতেও পড়বে। ইতোমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টের এ রায়ের কয়েক

ঘন্টার ভেতর কালেব অস্টালাজা নামের এক ব্যক্তি বন্দুকের দোকানে গিয়ে তার একটি পুরোনো বন্দুক ফিরত দেন। বহন করতে সুবিধা হয় এমন একটি পিস্তল নেন। তিনি আশা করছেন, যেহেতু পাশের রাজ্যে হয়েছে, নিউ জার্সিতেও তো যেকোনো সময় আইনটি বাতিল হতে পারে। অস্টালাজা বলেন, 'তখন বন্দুকটি বহন করবোতো, আর এ বন্দুকটি বহনে সুবিধা রয়েছে।'

নিউইয়র্ক নগর কর্তৃপক্ষ অবশ্য এমনটি না করার জন্য নাগরিকদের সতর্ক করে দিয়েছেন। তারা বলেন, এখনও আগের আইন বলবৎ আছে। এনওয়াইপিডি কমিশনার কিচ্যান্ট সিওয়েল বলেন, 'আপনার একটি পারমিট থাকলেই আপনি এখন থেকে অটোমেটিক্যালি বাইরে বন্দুক বহন করতে পারবেন, এমন নয়। এটি করা যাবে না। নিউইয়র্ক নগরীতে বন্দুক সাথে রাখা অবৈধ। রাখলে গ্রেপ্তার করা হবে।'

নিউইয়র্ক নগরীর মেয়র এরিক এডামস বলেন,'আমাদের নগরীকে আমরা ভীতির মধ্যে

থাকতে দিচ্ছি না। আমাদের চারপাশের প্রত্যেকের কাছে বন্দক আছে। একটা কিছু ঘটে পরিবেশ উত্তপ্ত হলেই গোলাগুলি শুরু হবে, এমন ভীতির ভেতর নিউইয়র্কের মানুষ থাকতে চায় না।'

আমরা ইতোমধ্যে গণগোলাগুলি সমস্যা নিয়ে হিমসিম খাচ্ছি। আমরা এ আগুনে আর ফুয়েল ঢালতে চাই না, এমনটি বলেছেন গভর্নর হকুল। হকুল আরও বলেন, 'আমরা চাই না আমাদের সাবওয়েতে, আমাদের রেস্টুরেন্টগুলোতে এবং আমাদের ম্যুভি থিয়েটারগুলোতে লোকজন পকেটে বন্দুক নিয়ে ঢুকুক।'

সুপ্রিম কোর্টের এ রায়ের পর এখন বন্দুক বহন করার রীতি নিয়ে আরও আইন প্রণিত হবে। বন্দুক বহন করার অধিকার্র প্রতিষ্ঠার সুপ্রিম কোর্টের এ রায়ে, নিউইয়র্ক রাজ্যে রক্ষণশীল রাজনীতিক, বন্দুক লবিস্টদের জয় এবং ডেমোক্র্যাটদের পরাজয় আপাতত দেখা গেলেও নিউইয়র্ক নগরীর ম্যানহাটন বা কুইন্সের রাস্তায় মানুষ পিস্তল পকেটে নিয়ে ঘুরাঘুরি সহসাই আইনত বৈধ হবে, এমনটি মনে হচ্ছে না।

বীর মুক্তিযোদ্ধা রাজ্জাকুল হায়দার চৌধুরীর সাথে কথোপকথন

ফারজানা নাজ শম্পা, হ্যালিফ্যাক্স কানাডা

বাঙালির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ অর্জন বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ l মুক্তিযোদ্ধা , মহিয়সী বীরাঙ্গনা মা বোন অগণিত গণ মানুষের পাকিস্থানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে অসামান্য আত্মত্যাগের নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের বিনিময়ে অর্জিত সোনার বাংলাদেশ l বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অমূল্য সমৃদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহ্য ,মুক্তিযোদ্ধাদের তথ্য রক্ষার নিরিখে সংগঠিত বর্তমানে জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের অন্যতম এক সংগঠনের হলো 'রণাঙ্গণে মুক্তিযোদ্ধা ৭১।বিশেষ এক কথোপকথনের মাধ্যমে সংগঠনটির মূল আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা রাজ্জাকুল হায়দার চৌধুরী সংগঠনটির কাঠামো ও আদর্শ ও পরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য দিক সমূহ আলোকপাত করেন lজাতির জনক বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ শোনার অভিপ্রায়ে তিনি ঢাকায় এসেছিলেন যা তাঁকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণে বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল i

'রণাঙ্গণে মুক্তিযোদ্ধা ৭১ ' এর সংগঠনের সদস্য হওয়ার যোগ্যতা বিষয়ে তিনি জানান, যারা ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশ গ্রহন করেছিলেন এবং সরকারি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত, মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা তথা ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে মুজিব নগর সরকারের ঘোষিত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের বিষয়গুলো বিশ্বাস করেন ও মানেন তারা এই সংগঠনের সদস্য হতে পারবেন।

সংগঠনের ভবিষ্যৎ বিভিন্ন অনুষ্ঠানিক পরিকল্পনা বিষয়ে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে আগামীর পূর্ণ সাধারণ সভায় পাঁচ শতাধিক মুক্তিযোদ্ধার সমাবেশ গড়ে উঠবে ।সংগঠনটি সৃষ্টির পর হতে তাঁরা প্রতি মাসে আলোচনা সভা আয়োজন করার চেষ্টা করছেন। যার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষণ , জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন ও বাস্তবভিত্তিক বিষয়সমূহ আলোচিত হয় ।সংগঠনের আদর্শ ও লক্ষ্য প্রসঙ্গে তিনি জানান "১৯৭৫ জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে স্বপরিবারে নির্মম হত্যাযজ্ঞের পর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সম্পূর্ণভাবে ভুলুণ্ঠিত হয় দেশ ফিরেযায় পাকিস্তানি ভাবধারায়।আমাদের এক দীর্ঘ দুঃসময় গেছে যখন আমাদের মুক্তিযোদ্ধা এই পরিচয় দেয়া ছিলো দুঃসাধ্য"।এই অবস্থা থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রায় প্রত্যেকেই নিজেদের অবস্থান হতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সেই মর্মে বাংলাদেশের ইতিহাসকে সঠিকভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করে আসছেন ।

করোনা মহামারী কালীন তিনি আর কয়েকজন সহযোদ্ধা যথা বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল আলম, যুদ্ধকালীন বিএলএফ কমান্ডার হাতিয়া নোয়াখালী, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোশাররফ হোসেন নৌ কমান্ডো, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল হালিম খান(শ্রীনগর মুন্সিগঞ্জ, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুর রাজ্জাক, বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল আলম (ফেনী)সহ সহযোদ্ধাগন একটা সংগঠন করার চিন্তা করেন lসেই ধারাবাহিকতায় গত ২২ জানুয়ারী বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল আলমের সভাপতিত্বে মহামারীর মধ্যে শতাধিকবীর মুক্তিযোদ্ধার উপস্থিতিতে সংগঠনের খসড়া ঘোষণাপত্র উপস্থাপন করেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা রাজজাকুল হায়দার চৌধুরী।

ঘোষণাপত্রে এই সংগঠনের আদর্শ ও মুক্তিযোদ্ধাগনের সমস্যাগুলি তুলে ধরা হয়। বিপুল সংখ্যক সহযোদ্ধা ঘোষণাপত্রের আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং তাদের মূল্যবান পরামর্শ তুলে ধরেন। সেই সময় সিদ্ধান্ত হয় যে করোনা মহামারী সহনীয় পর্যায়ে আসলে এবং রমজানে বড় আকারে সারা দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থিতিতে দ্বিতীয় সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে l এই সভায় সংগঠনের পূর্ণাঙ্গ কমিটি হওয়া পর্যন্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা রাজজাকুল হায়দার চৌধুরীকে মূল আহবায়ক, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোশাররফ হোসেন ও বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল হালিম খানকে যুগ্ম আহবায়ক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা শামসুল আলম শামসকে সদস্য সচিব নির্ধারণ করে বীর মুক্তিযোদ্ধা রুহুল আমিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মতিন হাওলাদার, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রাজ্জাক সহ সর্বমোট পনের সদস্যের আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

২৬ ফেব্রুয়ারী ২০২২ বিপুল সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থিতিতে বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়, যার প্রধান অতিথি ছিলেন সেক্টরস কমান্ডারস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা হারুন হাবিব, বিশেষ অতিথি কবি জাহিদুল হক, প্রবীণ সাংবাদিক শামীম আক্তার চৌধুরী।এই সংগঠনের পরিচলনা ও অর্থনৈতিক ব্যয়ভার বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি জানান, তা পরিচালিত হয় বর্তমানের সংগঠনটির দুইশত সদস্যদের ব্যক্তিগত অবদান দ্বারা l সংগঠনটির অন্যতম পূর্ব শর্ত হলো মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে বিশ্বাসী এবং বঙ্গবন্ধুর দর্শন ধারণ ,তা না করলে তালিকাভুক্ত মুক্তিযোদ্ধা হলেও এর সদস্যপদ পাবেন না । সংগঠনটির পরিচালনার প্রতিবন্ধতার বিষয়ে তিনি জানান ' ক্ষেত্র বিশেষে খুব সহজ নয় আর কঠিন হয় প্রবীণ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ,অনেক সহযোদ্ধা ইহলোক ত্যাগ করেছেন , অনেকেই চলাচলের শক্তি প্রায় হারিয়ে ফেলেছেন" তবে তাঁর মতে সমস্যা সত্তেয় তাঁদের প্রত্যেক সভায় শতাধিক মুক্তিযোদ্ধার উপস্থিতি অবশ্য দেশপ্রেমের বিশুদ্ধ আদর্শে লালিত আশাব্যাঞ্জক সব দিক গুলিকে তুলে ধরে ।

রণাঙ্গণে মুক্তিযোদ্ধা ৭১ এই সংগঠনের নীতি ও মূল উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে তিনি আরো জানান,মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বঙ্গবন্ধুর দর্শন,বাংলাদেশের ইতিহাস নতুন প্রজন্মের নিকট সঠিক ভাবে পৌঁছে যাওয়া। তাঁদের এই সংগঠনের সদস্যরা ইতিমধ্যে বাংলাদেশের স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের সাথে নিয়মিত ভাবে মতবিনিময় ও মুক্তিযুদ্ধের গল্প বলা, দেশব্যাপী ইতিহাসের বিস্তৃত করার কাজ শুরু হয়েছে l সহযোদ্ধারা সবাই অবিরত ভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং যাবেন সেই প্রত্যয়ে দৃঢ় অভিপ্রায় ব্যক্ত করেনl তিনি জানান, দেশব্যাপি অনেক মুক্তিযোদ্ধাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পুনর্বাসন সংক্রান্ত বাস্তব ভিত্তিক অনেক কাজ অপূর্ন আছে।তাঁদের সংগঠনটি এদিকে বিশেষ মনোনিবেশ করছে lকথোপকোথনের শেষ পর্যায়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা রাজ্জাকুল হায়দার চৌধুরী বেদনা মিশ্রিত কণ্ঠে জানান "দুঃখজনক হলেও সত্য হলো আমাদের জাতীয় সংসদ ভবন অঙনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী নেতাদের কবর আছে।আন্তর্জাতিক স্থপতি লুই কানের নকশা অনুযায়ী সংসদ ভবন অঙনে কোন কবর থাকার প্রশ্নই উঠে না, আর রাজাকার ও স্বাধীনতার বিরোধীদের করবতো নয়ই । এই পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য আমরা মুক্তিযোদ্ধা, নতুন প্রজন্ম ও বাংলাদেশের সঠিক ইতিহাস সংরক্ষণে সচেতন প্রগতিশীল শক্তি ঐক্যবদ্ধভাবে একটা ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলব।"

বাংলাদেশের প্রকৃত ইতিহাস রক্ষার্থে এই অকুতোভয় সূর্য সন্তানদের অসাধারন সাংগঠনিক উদ্যোগও সঠিক ইতিহাস রক্ষার প্রয়াসে দেশে প্রবাসে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে তাঁদের প্রতি শুভ কামনা ও বিনম্র শ্রদ্ধা।

সমস্যায় জর্জরিত চা শিল্প

আফতাব চৌধুরী

ভোরবেলা ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে এবং অতিথি আপ্যায়নে যে জিনিসটি সকলের কাছে আপন জনের মতো ঠাঁই করে নিয়েছে তাকেই আমরা চা নামে জানি। এ চা-কে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে দারুণ উপভোগ্য করে তোলা হয়েছে। এ অতিপরিচিত পানীয় এর পিছনে প্রচ্ছন্নভাবে লুকিয়ে আছে প্রতারণা, লাঞ্ছনা ও ন্যায্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চনা।

আজ থেকে দু'শত বছর পূর্বে ব্রিটিশ অধিকৃত ভারত উপমহাদেশে এ চায়ের গোড়াপত্তন করা হয়। আজকালকার মতো চা বাগানগুলোতে তখন তেমন হাহাকার পরিলক্ষিত হতো না, প্রতি বছর অনুষ্ঠানাদির প্রাক্কালে বোনাস নিয়ে নেতা-মন্ত্রী ও ইউনিয়ন কর্মীদের মধ্যে দৌড়ঝাঁপও ছিল না। প্রতিটি বিষয় শ্রমিক প্রতিনিধি ও কর্মকর্তাদের মধ্যে মালিক পক্ষের যুক্তিপূর্ণ আলোচনায় সমাধান হত। বর্তমানে তার প্রেক্ষাপট স¤পূর্ণ পাল্টে গেছে। দীর্ঘ দিনের প্রতারণা ও ব নার শিকার হয়ে বেশীরভাগ চা বাগানে কেউ আজ আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারেন না। বর্তমানে চা বাগানগুলোতে আন্তরিকতা ও ভালবাসার বন্ধন নেই বললেই চলে। খণ্ডিত করে শাসন করো নীতিতে কিছু শ্রেণীবিভাগ পরিলক্ষিত হয়। যেমন সাহেব সম্প্রদায়, কর্মকর্তা সম্প্রদায় ও শ্রমিক সম্প্রদায়। এ তিনটি সম্প্রদায়ের মধ্যে আন্তরিকতার বড়ই অভাব পরিলক্ষিত হয়। কেউ কারও প্রাধান্য সহ্য করতে পারেন না। যার জন্য চা বাগান পরিচালনা ব্যবস্থা এক প্রশ্ন চিহ্নের মুখে দাঁড়িয়েছে। সর্বত্রই কর্মকর্তা-কর্মচারী, শ্রমিক ও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঝামেলা বেঁধে থাকতে দেখা যায়।

আজকাল যে সকল কর্তা ব্যক্তিদের অধীনে কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শ্রমিকরা কাজ করে থাকেন তাদের মধ্যে অনেকেই এসেছেন বিহার, উত্তর প্রদেশ, ওড়িশা, রাজস্থান ও গুজরাট থেকে। এ চায়ের সঙ্গে অনেকেরই নতুন পরিচিতি, তথাপি তাদের যোগ্যতা নেতা-মন্ত্রী, সেইল ট্যাক্স, ইনকাম ট্যাক্স, লেবার অফিসার প্রভৃতির মদদপুষ্ট। সুতরাং চা স¤পর্কে তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকলেও নিরীহ কর্মকর্তা-কর্মচারী -শ্রমিকদের তাদের তত্ত্বাবধানে কাজ করে যেতে হয়। তাতে বাগান ডুবে যাবে কি ভেসে থাকবে তাতে কারও কিছু যায় আসে না। এ সকল কর্তাব্যক্তির চা সম্পর্কে কোনো অভিজ্ঞতা না থাকলেও তারা কর্মকর্তা-কর্মচারী

শ্রমিকের ওপর ক্ষমতার অপব্যবহার করে নিজেকে দক্ষশাসক বলে প্রতিপন্ন করতে চান, নিজেদের আনাড়িপনা ঢাকতে ওরা দক্ষ এবং অভিজ্ঞ কর্মকর্তা-কর্মচারী শ্রমিককে পাত্তা দিতে চান না। তাই নিজেদের সে^চ্ছাচারিতাকে কাজে লাগান, যার ফলস^রূপ অধিকাংশ বাগানই উৎপাদিত ফসলের টার্গেট পূর্ণ করতে পারে না এবং এতে উন্নতমানের চা তৈরিও ব্যাহত হয়। এদিকে চা বাগানগুলোর নাজুক অবস্থার জন্য দায়ী একটি যে মারাত্মক সমস্যা তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাচ্ছেন বলে মনে হয় না।

আমরা প্রায়শই এ খবর পেয়ে থাকি যে প্রতিবেশী দেশ হতে অতি নিম্নমানের চা পরিলক্ষিত উপায়ে চোরাইপথে আমাদের দেশে প্রবেশ করানো হচ্ছে। ঐ দেশের নিম্নমানের চা এর সঙ্গে আমাদের দেশের চা একত্র করে বাজারজাত করা হচ্ছে। এতে দেশের চা বাগানের মালিকেরা চায়ের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন না। আবার বিভিন্ন কারণে উৎপাদন মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় চা বাগানগলোকে টিকিয়ে রাখাও কষ্টকর হচ্ছে। বিষয়টি সরকার এর সংশ্লিষ্ট বিভাগ জরুরি ভিত্তিতে সামাধান না করলে

এ শিল্পকে বাচিয়ে রাখতে সংশ্লিষ্ট সকলেরই সততা, আন্তরিকতা ও দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। আজ দেশের অধিকাংশ বাগানই গুণগত মানের চা তৈরি করতে ব্যর্থ,কর্মকর্তা-কর্মচারিরা,মালিক পক্ষকে সন্তুষ্ট রাখতে অধিক ফলন দেখিয়ে চা এর মানকে ব্যাহত করেন ও কোয়ালিটি প্রডাক্ট পান না। চা বাগানগুলোতে ক্ষতির খতিয়ান তুলে ধরে বাবু ও শ্রমিকদের নায্য প্রাপ্তি থেকে বিরত করা হচ্ছে এমন অভিযোগও শোনা যায়। তারা এমনই মনোভাব পোষণ করেন যেন চা বাগানকে বাঁচিয়ে রাখার দায়বদ্ধতা কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শ্রমিকদের। তাই অধিকাংশ বাগানগুলোতে ক্ষতির খতিয়ান তুলে ধরে কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শ্রমিকদের দৈনিক ৮/১০ ঘন্টা কাজ করে যেতে চাপ সৃষ্টি করেন। ছুটির দিনেও কাজ করে অনেকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক পান না। অথচ ওপরমহলের কর্মকর্তা, কর্মচারীরা,বাংলো, চাকর-নকর, গাড়ি দৌড়ানো ও মোটা অঙ্কের বোনাস ইত্যাদি পেয়ে থাকেন। আজকাল রাজনৈতিক দলগুলো চা বাগানকে ভোটব্যাংক হিসেবে মনে করে। তাই সময় সময় ভুয়া প্রতিশ্রুতি ও জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে শ্রমিক শ্রেণীকে ক্ষেপিয়ে তুলেন, যার কোনও সুষ্ঠু সমাধান কেউ খোঁজে পান না। এ অবস্থাতে অধিকাংশ বাগানই বন্ধ হয়ে যাবার পথে। চা বাগানগুলোর দুরবস্থার প্রভাব শুধু কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শ্রমিকদের ওপরই বর্তায় না। তার আংশিক প্রভাব পড়ে দেশ জুড়ে, এমনকী শহরে ব্যবসায়ী মহলেও টানাপোড়েন চলতে থাকে।

আজকাল চা বাগানের দুরবস্থার জন্য অনেকেই দায়ী করেন চায়ের নিম্নমুখী বাজারদরকে। কিন্তু কথা হচ্ছে, আজ কাল নিলামে চায়ের বাজার দর ৮০/৯০ টাকার ওপর পাওয়া যায় না বলে জানা যায়। মূল্য মূল খরচের অনুপাতে কম। এখন কথা হচ্ছে এ নিলাম এর চা-ই বাজারে খুচরো একশত টাকার উপরে বিক্রি হয়ে থাকে। আজকাল অতি নিম্নমানের চাও বাজারে একশ টাকার নিচে পাওয়া সম্ভব নয়। তাই জনসাধারণ বুঝতে পারেন এ চা চক্রে বড় রকমের কারচুপি বর্তমান। আমাদের সরকারও চা বাগানের এ সমস্যা নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে বলে মনে হয় না। নতুবা এ চা'কে সুষ্ঠু বাজারজাত করতে পারলে বাগানগুলো বন্ধ হয়ে যেত না। এমনিতেই দেশে সুষ্ঠু কর্মসংস্থান নেই, তদুপরি যদি চা বাগানগুলো বন্ধ হয়ে লক্ষ লক্ষ লোক বেকার হয়ে যায় তবে নেতা-মন্ত্রীরা কি পারবেন তাদের পুনর্বাসন করতে বা সামাল দিতে। তাই সময় থাকতে সবাইকে এক জোট হয়ে কাজ করে যেতে হবে। একে অন্যের ওপর দোষারোপ করে একটা অস্থির পরিবেশ সৃষ্টি না করে প্রত্যেকেরই উচিত সহযোগিতার হাত প্রসারিত করা। আজকাল অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই ধ্বংস হচ্ছে রাজনৈতিক নেতা ও দালাল চক্রের হস্তক্ষেপে। অবশ্য এসবের পাশাপাশি দুর্নীতি নামক ব্যাধি তো আর আছেই। এদিকে দেখা যায় বিভিন্ন চা বাগানে শেড ট্রী চোরাইপথে বিক্রি হচ্ছে। এর বিপরীতে নূতন শেড ট্রিও লাগানো হচ্ছেনা। এতে চা বাগানগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

ভাবতে বিস্ময় লাগে, আজকাল চা বাগানের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শ্রমিকরা দীর্ঘ ৪০/৪২ বছর চা বাগানে চাকরি করে অবসর গ্রহণের পর সময় মতো তাদের পিএফ.ও গ্র্যাচুয়িটি পান না। অবসরের পরও সকাল-সন্ধ্যা কর্তৃপক্ষের /ধারে করজোড়ে হাত পেতে থাকতে হয়। এমনিতেই বাগান কর্মচারীদের পেনশনের কোনো ব্যবস্থা নেই, তদুপরি যদি প্রাপ্য টাকা সময় মত না পাওয়া যায় তবে অসহায় বাগান কর্মীদের অবস্থা অনুমেয়।

আজকাল চা বাগানগুলো নানা সমস্যায় জর্জরিত। একদিকে চা-এর নিম্নমানের বাজার দর। তার ওপর নানা রকমের টেক্স-এর বোঝা, রাজনৈতিক দল ও নানা ইউনিয়নের সব পাইয়ে দেবার বাঘা বাঘা প্রতিশ্রুতি চা বাগানের শ্রমিককুলকে এক দ্বন্ধে ফেলে দিচ্ছে। তাই ওদের স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কাজ করার বাসনা নেই বললেই চলে যার ফলশ্রুতিতে কর্মকর্তা-কর্মচারী শ্রমিকদের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি হয়ে থাকে।

আজকাল অধিকাংশ বাগানের শ্রমিকরা ১০টা থেকে ১১টার মধ্যে আউট ডোর“-এর কাজে যোগ দেন এবং বেলা দেড়টা থেকে ২টার মধ্যে কর্মস্থল ত্যাগ করেন, যার ফলে অধিকাংশ বাগানের “লেবার আউট পুট“ নেই বললেই চলে অথচ কর্তৃপক্ষকে ন্যায্য মজুরি দিতে হয়। তাই ইউনিয়ন ও রাজনৈতিক দলগুলোর উচিত শ্রমিকদের বাঘা বাঘা প্রতিশ্রুতি না দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া তারা যেন নিষ্ঠা সহকারে ৮ ঘন্টা কাজ করে চা বাগানগুলোকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেন। সোনার হোাসের ডিম পেতে হলে হাঁসকে যত্ন আত্তি করতে হবে। হাঁসকে মেরে ফেললে নিজেদেরই সমূহ ক্ষতি। মালিকপক্ষ কর্মচারীবৃন্দের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই বাগানগুলো টিকে থাকার প্রধান শর্ত। তাই প্রয়োজন নিষ্ঠা সহকারে কাজ করে যাওয়া, সেসঙ্গে ত্যাগ করতে হবে ফাঁকি দেবার মনোভাব। তা না হলে সমূহ ক্ষতি নিজেদেরই। কাজে ফাঁকি দেবার প্রবণতাই আজ চা বাগানগুলোকে দাঁড় করিয়েছে প্রশ্নচিহ্নের মুখে।

আজ উন্নতশীল দেশগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায় পরিশ্রম ও নিষ্ঠার বিকল্প নেই। আজকাল অবশ্য দক্ষিণা লের নদী ভাংগনে শিকার হয়ে স্থানীয় লোকদেরও চা-বাগানের কাজে জড়িত হতে দেখা যায় যদিও চা সম্পর্কে তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। আস্তে আস্তে তারা চা শিল্পের সাথে নিজেদের জড়িত করার চেষ্টা করে যাচ্ছে । সিলেট অঞ্চলের বিভিন্ন চা বাগানে তাই জাত শ্রমিক ছাড়াও স্থানীয় এবং বরিশাল অঞ্চলের লোকদের কাজ করতে দেখা যায়। এটা ভাল লক্ষণ সন্দেহ নেই। চাশিল্প সরকারের রাজস্ব আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস এ শিল্পে জড়িত আছেন হাজার হাজার শ্রমিক, কর্মচারী-কর্মকর্তা। এ শিল্পকে বাচিয়ে রাখতে সংশ্লিষ্ট সকলেরই সততা, আন্তরিকতা ও দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসতে হবে। তাহলে এর রুগ্ন শিল্প পূণর্জীবন করে পেতে পারে বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা।

ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার

স্থান পরিবর্তন

অফিসঃ ৩৭-২৯, ৭২ স্ট্রিট
১ম তলা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করা সহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোনঃ ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩

জান্নাত ফার্মেসি

(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ন বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)

GRAND RE-OPENING SALES

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড

72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com

ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm

উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017

জামাইকার সাটফিন ব্লুবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত

আস্-সালাম ফার্মেসি

(সাটফিন ব্লুবাড, এফ ট্রেনের
সাবওয়ে এবং তাজমহল
রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ,
জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F and MD OCFR

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন App এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই-ফোন অথবা এনড্রয়েড ফোনে App টি ডাউনলোড করতে হবে।

- ✓ যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান।
- ✓ সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- ✓ সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- ✓ বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- ✓ যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌঁছে যায় অতি দ্রুত।
- ✓ সরকার প্রেরিত ২.৫% প্রণোদনা পাবার সুযোগ।
- ✓ বিকাশের মাধ্যমে টাকা পাঠানোর সুযোগ।
- ✓ ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়।

লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

বাড়ছে কোটিপতি ও দরিদ্র

আবু তাহের খান

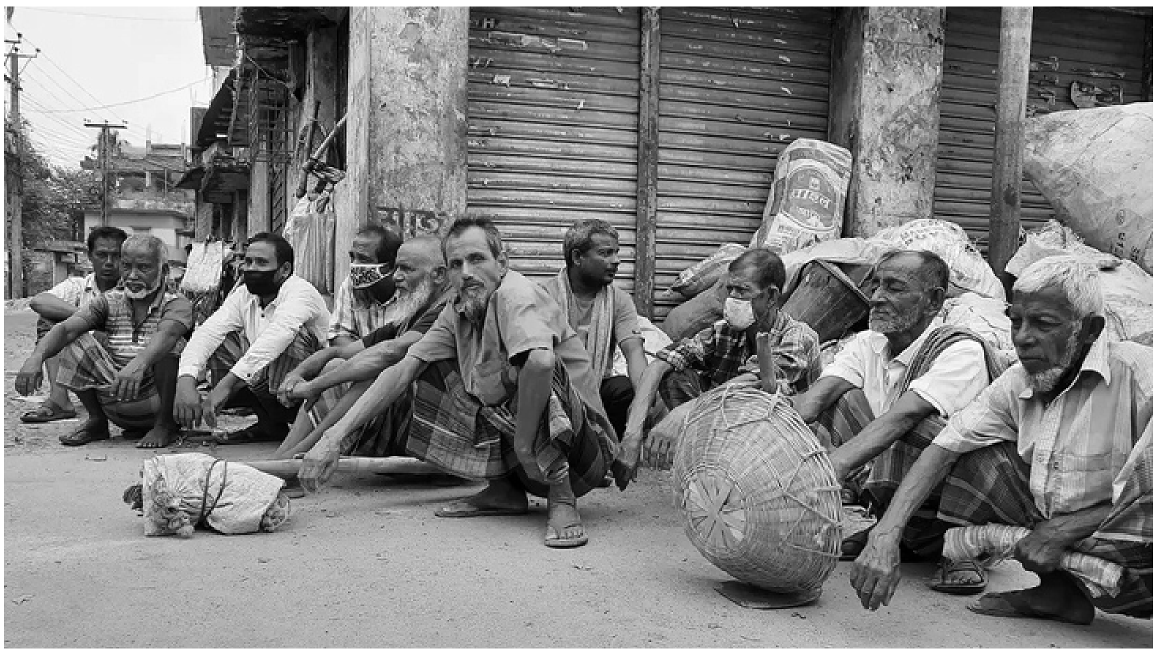

বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ প্রতিবেদনের তথ্য জানাচ্ছে যে গত জানুয়ারি থেকে মার্চ—এই তিন মাসে দেশের ব্যাংকগুলোতে কোটিপতি হিসাবধারীর সংখ্যা বেড়েছে ১ হাজার ৬২১; অর্থাৎ দেশে প্রতি মাসে গড়ে ৫৪০ জনের বেশি সংখ্যায় নতুন কোটিপতি তৈরি হচ্ছে (আজকের পত্রিকা, ২৩ জুন ২০২২)।

অন্যদিকে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য বলছে, করোনায় দেশে মানুষের আয় কমেছে ২০ শতাংশ। তবে অন্য একাধিক প্রতিষ্ঠানের তথ্যে সাধারণ মানুষের আয় কমে যাওয়ার এ হার আরও অনেক বেশি। তো, করোনা মহামারি, ইউক্রেন যুদ্ধ, বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা প্রভৃতি কারণে দেশের মানুষের আয় কমে যাওয়ার মতো পরিস্থিতিতেও কোটিপতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াটা নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক এবং এমনটি মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, এই ধারা অব্যাহত থাকলে নব্য কোটিপতিদের চাপে পিষ্ট হতে হতে আয়-হারানো মানুষদের মাটির সঙ্গে মিশে যাওয়ার আশঙ্কা দিন দিন আরও বাড়বে। এদিকে বিবিএসেরই তথ্য, ১৯৭২ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত ৩৬ বছরে দেশে কোটিপতি সৃষ্টি হয়েছে ১৯ হাজার ১৫৮ জন, আর ২০০৮ থেকে ২০২০ পর্যন্ত ১২ বছরে তা ৭৪ হাজার ১২৭ জন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৩ হাজার ৮৯০ জনে; অর্থাৎ ৩৬ বছরে যতজন বেড়েছে, ১২ বছরে বেড়েছে তার প্রায় ৫ গুণ।

কোটিপতি হিসাবধারীর উপরিউক্ত সংখ্যা বৃদ্ধির তথ্য উদ্ধৃত করে কেউ কেউ হয়তো বলবেন, দেশ অধিকতর সম্পদশালী হয়ে উঠছে বলেই কোটিপতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিরই পরিচায়ক। এখন কথা হচ্ছে, ১ লাখ কোটিপতি বা তার কাছাকাছি পর্যায়ের আরও কয়েক লাখ মানুষের আয়-উপার্জনের গড়ে ২০৩১ সাল নাগাদ মধ্যম আয়ের দেশ হয়তো হওয়াই যাবে। কিন্তু দেশের ৪২ শতাংশ মানুষকে নুন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থায় রেখে এ অর্জন কি আসলেই উদযাপনযোগ্য হয়ে উঠতে পারবে? উল্লিখিত কোটিপতি ও তার নিকট-সহযোগীদের আরও বেশি করে সুবিধা ও প্রণোদনাদানের রাষ্ট্রের বর্তমান নীতিমালার আওতায় উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের হারটি হয়তো ঠিকই টিকে যাবে। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ খেটে খাওয়া কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষ তাতে বাঁচবে কেমন করে এবং এতে করে তাঁদের জীবন-জীবিকা কতটাই-বা ন্যূনতম প্রয়োজন ও মানবিক চাহিদা পূরণ করে চলতে পারবে, স্বাচ্ছন্দ্যময় হয়ে ওঠা তো পরের কথা!

২২ জুন জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর পর্বে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল জানিয়েছেন, দেশে খেলাপি ঋণের পরিমাণ এখন ১ লাখ ২৬ হাজার কোটি টাকা এবং এর বাইরে আরও ২১ হাজার ৪৬ কোটি টাকা রয়েছে, যা আদালতে মামলা থাকার কারণে খেলাপি ঋণের আওতায় দেখানো যাচ্ছে না, একত্রে যোগ করলে যার পরিমাণ দাঁড়ায় ১ লাখ ৪৭ হাজার ৪৬ কোটি টাকা। শেষোক্ত ১ লাখ ৪৭ হাজার কোটি টাকার সিংহভাগই বস্তুত আটকে আছে লেখার শুরুতে উল্লিখিত ওই কোটিপতিদের

> রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও পুঁজিমুখী চরিত্রের দুর্বলতার সুযোগে শিক্ষা, মেধা ও বিবেকবিহীন কতিপয় সুবিধাবাদী চালাক-চতুর লোক আজ কোটিপতি এবং এর বিপরীতে শৈথিল্যকাতর পরিশ্রমী কৃষক, শ্রমিক, কেরানি ও নিম্নবিত্তের মানুষ আজ তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখার পরও জীবনসংগ্রামে ক্লান্ত ও দিশেহারা।

কাছে। ওই যে ৪২ শতাংশ দরিদ্র মানুষ, যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরায়, প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের ধারেকাছেও যারা নেই। রাষ্ট্রের আর্থিক ও অর্থনৈতিক নীতিমালার প্রায় পুরোটাই আবর্তিত হচ্ছে ওই কোটিপতি ঋণখেলাপি ও তাদের নিকট-সহযোগীদের ঘিরে।

সম্প্রতি তথ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, দেশে ২ কোটি মানুষের প্রত্যেকের আয় এখন ১০ হাজার ডলারের ওপরে। তিনি ওই পরিসংখ্যানের কোনো সূত্র উল্লেখ না করলেও তাঁর এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তিনি কিন্তু একটি বাস্তব সত্যের খুবই কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন। তাঁর ওই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে সম্পদ মেরুকরণের সাম্প্রতিক ধারার চিত্রটিই বস্তুত ফুটে উঠেছে। আসলে ১০ হাজার ডলার আয়ধারী ওই ২ কোটি বা তার কাছাকাছি সংখ্যক মানুষই এখন বাংলাদেশকে নেড়েচেড়ে খাচ্ছেন। আর বাকিরা নিছক বেঁচে থাকার জন্য তাঁদের আহার-বিহার ও আয়-উপার্জনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছেন। এ অবস্থায় দেশের নীতিনির্ধারক ও সিদ্ধান্তপ্রণেতাদের উচিত হবে রাষ্ট্রের সিংহভাগ সম্পদকে শুধু ২ কোটি মানুষের প্রবেশযোগ্যতার মধ্যে আটকে না রেখে বাকি ১৫ কোটি মানুষকেও ন্যায় ও ন্যায্যতার ভিত্তিতে এর অংশীদার হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া। আর তার জন্য প্রয়োজন একটি সংশোধিত গণমুখী নীতিকাঠামো, যার প্রায় পুরোটাই বর্তমানে বিত্তবান বণিক ও স্বার্থান্বেষী আমলাদের (সবাইকে বলা হচ্ছে না) হাতে বন্দী।

অন্যদিকে রাষ্ট্র ও সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনিয়ম, দুর্নীতি ও অনৈতিকতা এখন বিষ ছড়ালেও মানতেই হবে যে এর সঙ্গে শুধু বিত্তবানেরাই জড়িয়ে নেই, মধ্যবিত্তের অংশগ্রহণও যথেষ্ট রয়েছে। বস্তুত ক্ষমতা ও বিত্তের লোভে মধ্যবিত্তের নস্যাৎ হয়ে যাওয়ার মধ্যে নিহিত রয়েছে এ সময়ের সবচেয়ে

কষ্টদায়ক অভিজ্ঞতার বিষয়টি। সিদ্ধান্তপ্রণেতাদের বড় অংশ এতে খুশি হলেও বিবেকবান অবশিষ্ট ক্ষুদ্রাংশের সদস্যরা কি এ ক্ষেত্রে তাঁদের বিবেকের শাসনটুকু কখনো প্রয়োগ করতে উদ্যোগী হয়েছেন? মোটেও না। আর তা করতে উদ্যোগী হননি বলেই সমাজের খেটে-খাওয়া দরিদ্র মানুষেরা আজ এতটাই অসংগঠিত যে তাঁরা তাঁদের নিজেদের অধিকার ও প্রয়োজনের বিষয়টুকুও তুলে ধরতে অক্ষম। আর এ ফাঁকেই রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও পুঁজিমুখী চরিত্রের দুর্বলতার সুযোগে শিক্ষা, মেধা ও বিবেকবিহীন কতিপয় সুবিধাবাদী চালাক-চতুর লোক আজ কোটিপতি এবং এর বিপরীতে শৈথিল্যকাতর পরিশ্রমী কৃষক, শ্রমিক, কেরানি ও নিম্নবিত্তের মানুষ আজ তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখার পরও জীবনসংগ্রামে ক্লান্ত ও দিশেহারা।

এ অবস্থায় ক্ষমতা, রাজনীতি ও গোষ্ঠীস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে কষ্টে থাকা মানুষদের মানবেতর সংগ্রামের দিকে তাকিয়ে হলেও রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকেরা কি তাদের প্রতি আরেকটু মানবিক ও সহানুভূতিশীল হওয়ার নীতি গ্রহণ করতে পারেন না, যাতে করে কোটিপতি ও দরিদ্র মানুষের সংখ্যা সমানতালে না বাড়ে? ১৯৭২-এর সংবিধান কিন্তু রাষ্ট্রের পরিচালনাকারীদের প্রতি সে নির্দেশনাই দিয়ে রেখেছে। এসব সত্ত্বেও তাঁরা যদি তা করতে ব্যর্থ হন, তাহলে তা হবে সুস্পষ্টভাবেই সংবিধান লঙ্ঘনের শামিল। কিন্তু এত দীর্ঘ সংগ্রাম এবং এত মানুষের রক্ত ও ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত এ দেশে সেটি হয় কেমন করে?

সাম্প্রতিক বন্যা ও কলাগাছের ভেলা

আবদুস শহীদ

“নামটি আমার কলাগাছ,
যেথায় সেথায় বাড়ি,
আদর কিংবা অবহেলায়
বেঁচে থাকতে পরি”

পৃথিবীর ১০৭টি দেশে কলাগাছ জন্মায়। অবহেলায় অযত্নে বাড়ির আঙ্গিনায় জন্মায় বলে এর কদর করো গোচরে আসে না। ইতিহাসে বর্নিত খ্রীষ্টপূর্ব ৮ হাজার বছর আগেও কলা গাছ দেখা যেত।কলা গাছের প্রয়োজনের কথা বলে শেষ করার নয়।কলাগাছের ফুল ফল,কান্ড মোজা সব কিছুই খাওয়া যায়। কলা গাছের পাতা এক সময় ব্যবহার হত বাসন হিসেবে।দুধ ভাতের সাথে কলা খেলে পেটটি ভরে যায়।কলাগাছের যে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য,তা হচ্ছে ভাসমান বাহন হিসেবে ইহার চিরায়ত ব্যবহার।

গ্রাম বাংলার প্রাচীন লোকগাথায় বর্নিত ‘বেহুলা লক্ষ্নীন্দরের’গল্পে লক্ষ্নীন্দরের সাপে কাটা মৃতদেহ কলার ভেলায় করে নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল।প্রাচীন ভারতে সাপে কাটা রোগীকে এভাবে কলার ভেলায় ভাসিয়ে দেবার রেওয়াজ ছিল।

জোয়ারের পানিতে এলাকা প্লাবিত হলে কলাগাছের কদর অনেক গুন বেড়ে যায়।ভেলা বানিয়ে তাতে চড়ে লোকজন যাতায়াত করে। পানি আটকে থাকেনা বিধায় এর নাম দেওয়া হয় ভেলা। আমাদের দেশের স্থান বিশেষে ইহা ভোরা নামে পরিচিত। প্রতি বছর আষাঢ়

মাসে বর্ষা শুরুর সাথে সাথে গ্রামে গন্জে কলাগাছের ভোরা বা ভেলা বানানোর ধুম পরে যায়।গ্রামে যারা বড় হয়েছেন,তারা সবাই ভোরা বা ভেলার সাথে পরিচিত।কিশোররা ভেলা বানিয়ে বানের পানিতে হৈহুল্লোড় করে কলার ভেলায় ভেসে বেড়ানোর আনন্দ উপভোগ করে।আমার ও ভেলা নিয়ে কৈশোরের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে।ভাসান পানিতে ভেলা নিয়ে দীর্ঘক্ষন গোসল করার স্মৃতি এখনও নাড়া দেয়। সেই সময় একটা কলার ভেলা বানিয়ে মনে হত অনেক কিছু করে ফেলেছি।

অনেকের প্রয়োজনের খাতিরে ভেলা বানিয়ে গবাদি পশুর খাবার সংগ্রহ থেকে অনুসাঙ্গিক কাজ করে থাকেন কলার ভেলা বাঙ্গালী সংস্কৃতির একটা অংশ।গ্রামীন জনপদে বর্ষার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত বাহনের নাম হচ্ছে কলার ভেলা।

ভাটি বাংলায় বলতে গেলে প্রত্যেক বছরই বন্যার আশঙ্কা থাকে।তখন গরীব কৃষকের একমাত্র বাহন হয়ে যায় ভেলা।বন্যায় তলিয়ে যাওয়া বাড়ি ঘরের বেহাল দশায় অনেকেই কলার ভেলাকে অবলম্বন করে রান্না বান্নার কাজ ও সারেন ভেলার উপরে। বর্ষাকালে

এখনও চোখে পরে ভেলার সাহায্যে অনেক ছাত্র ছাত্রীকে স্কুলে যেতে। গ্রামান্চলে কলার ভেলাকে গরীবের জাহাজ হিসেবে আখ্যাইত করা হয়। গ্রামের কোন বরকে মুখে রুমাল দিয়ে নববধুকে বরণ করার দৃশ্য মাঝেমধ্যে ভাইরাল হতে দেখা যায়। এমন দৃশ্য গ্রামের চিরায়ত ছবি। কলাগাছের অনেক ব্যবহার ষাট,সত্তরের দশকে দেখা যেত।ভেলা ছাড়া ও গ্রামের বিয়ে বাড়িতে কলাগাছের তৈরি গেইট রঙ্গীন কাগজে মুড়িয়ে তাতে ঝালর টাঙিয়ে আকর্ষণীয় করার দৃশ্য ছিল আবহ বাংলার ঐতিহ্য।

এবারের স্বরণকালের ভয়াবহ বন্যায় সিলেট সুনামগন্জের গ্রামের খুব কম সংখ্যক লোক আশ্রয় কেন্দ্রে স্থান পেলেও বাকিরা ঘরে মাচা বেঁধে দিনাতিপাত করেছেন। যারা ছিলেন মধ্যবিত্ত তারা ডিংগী নৌকার ব্যবস্থা করে কোন রকম সমস্যা সমাধান করেছেন।এর পরেও রয়ে গেছে কলার ভেলার চাহিদা।

কারন আগের মতো কলাগাছের উৎপাদন কমে যাওয়ায় কলার ভেলা খুব কমই চোখে পরেছে।ফলে বানবাসি গরীব মানুষের ভূগান্তি চরমে পৌঁচেছে।এখন থেকে এই মূল্যবান কলাগাছের চাষ বেড়ানোর উদ্যোগ নিলে দেশ ও জাতি উপকৃত হবে বলে আমি মনে করি। আসুন আমরা বাড়ির আঙ্গিনায় পড়ে থাকা খালি জায়গায় একটি পছন্দ মত কলাগাছ লাগাই।

বল্টু যখন সাংবাদিক

পার্থ সারথী দেব, *মিশিগান*

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য তার বিখ্যাত কবিতা ছাড়পত্রে লিখেছেন, এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান; জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ-পিঠে চলে যেতে হবে আমাদের। আসলেই নবীনের আগমনে প্রবীণদেরকে স্থান করে দিতে হয়। ‘বল্টু’ এ প্রজন্মের একজন উদীয়মান সাংবাদিক। সম্পর্কে আমার ভাগ্নে। আগামীতে বল্টু বিভিন্ন সংবাদ নিয়ে হাজির হবে আপনাদের কাছে তাই বল্টুর একটু পরিচয় করিয়ে দেয়ার দায়বোধ থেকেই আমার আজকের এ লেখা। আজ থেকে ঠিক চারমাস আগে যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানের এক রেস্টুরেন্ট থেকে ত্রিসন্ধ্যায় পার্টি শেষে আমি বের হচ্ছি এমন সময় ২৪/২৫ বছরের এক যুবক আমাকে নত হয়ে প্রণাম করতে চাইলো, আমি তাকে বুকে টেনে নিলাম, আমি কিছু বলার আগেই সে তার নাম, বাবার নাম,আমার লেখার একজন পাঠকসহ বিভিন্ন কথা মোলায়েমভাবে খুব ধীরে ধীরে সুন্দর করে গুছিয়ে বলে গেল। তার সম্মোহন শক্তি দেখে আমি বিমোহিত।

আমি তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। তার চোখে মুখে যেন কি একটা অপ্রাকৃত শোভা দেখতে পেলাম। তার চেহারায় আমি দেখতে পেলাম ভবিষ্যতের আবাহন। দেখা হবে বলে চলে যেতে চাইলাম। সে আমার ফোন নাম্বার চাইলো, কেন জানি, না করতে পারলাম না। এর

কিছুদিন পর ফোন। জিজ্ঞেস করলাম কে, অপরপ্রান্ত থেকে জবাব আমি বল্টু। নামটা নিশ্চিত হতে আবার জিজ্ঞেস করলে সে একি নাম বললো। নিজ থেকেই বললো, একটু ব্যতিক্রম তাই না। এটা তার মা বাবার দেয়া নাম নয়, একটু দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নিজের দেয়া এ নাম। কয়েকদিন আগে আপনার সাথে আলাপ হয়েছিল। আজ বিশেষ এক প্রয়োজনে আপনার পরামর্শ চাইছি। আমি সাংবাদিক হতে চাই। আমি বললাম লিখে যাও। সে বললো আমারতো লেখাপড়া বেশী না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কোনক রকমে বানান করে বাংলা লিখতে পারোতো। সে বললো তা পারি।আমি বললাম তাহলে হয়ে যাবে। সে জিজ্ঞেস করলো সাংবাদিক হওয়ার শর্টকাট কোন রাস্তা আছে কি। আমি বললাম আমার জানা নেই।

আমি তাকে ঢাকার একটি অনলাইন পত্রিকায় লিখতে বললাম। বেশ কিছুদিন পর কমিউনিটির এক অনুষ্ঠানে এক কমিউনিটি সেন্টারে তার সাথে আবারো দেখা। বল্টুর গাড়ীতে ‘সাংবাদিক’ এর স্টিকার, পিঠে ব্যাগ, বুকে পত্রিকার ব্যাজ। ব্যস্ত সাংবাদিক।ভিজিটিং কার্ড বিলি করছে। তার নামের আগে লিখা কবি ও সাংবাদিক

বল্টু।

পরের পাতায়...

কয়দিন আগে প্রবীণ একজন সাংবাদিকের সাথে সাংবাদিকতার ‘এই সময় এবং সেই সময়’

নিয়ে কথা হচ্ছিলো, আমি বললাম, প্রায় ৩৫ বছর যাবত লেখালেখি করছি কিন্তু নিজেকে কখনো লেখক বলে পরিচয় দেইনি। অবশ্য দিনতো এখন পাল্টেছে। মিশিগানে এখন গভীর রাত। কিছুক্ষণ আগে বল্টু ফোন করে জানালো তার একটি বই বেরুচ্ছে, বইয়ের নাম ‘কেমনে আমি সাংবাদিক হইলাম’ ১ম খন্ড। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ২য় খণ্ড কি এবার বেরুবে। সে বললো চেষ্টা করছি। জিজ্ঞাসা করলাম তোমার বই পড়বে কে। বললো, আমার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, আপনাদেরে দিবো সৌজন্য কপি, আপনারা করবেন আমার বইয়ের আলোচনা, সমালোচনা। আলোচনা করলেতো আলোচনায় রইলাম আর সমালোচনা করলেতো হিট, অনেক পাঠক এখন নিগেটিভ নিউজ পড়তে ভালবাসে। আর বইয়ের ছবি দিয়ে ফেসবুকে একটি পোষ্ট দিলেইতো সুপারহিট।

সাংবাদিকতা করছো ৬ মাস এখনো হয়নি এর মধ্যে বাজারে এতো বদনাম। মামা ভাল কাজ

করলেতো বদনাম হবেই। পরশ্রীকাতরতা মামা।

শুনলাম নিউজ করতে নাকি টেকাটুকা লও।

আরে না মামা, ঐ যাতায়াত ভাতা আরকি। পেট্রোলের যে দাম বাড়ছে, জানইতো তুমি যে টেকাটুকা লও, পত্রিকা কি সেটা জানে?

আরে মামা সব কথা কি পত্রিকারে জানাইতে হইবো।

মাঝে মাঝে দেখি অনেক গুরুত্বপূর্ণ নিউজ গায়েব করে ফেল, বিষয় কি?

মামা সমাজের জন্য ক্ষতিকর নিউজ ছাঁপিয়ে কি লাভ

কোনটা সমাজের জন্য ক্ষতিকর সেটাতো দেখবে পত্রিকা, তোমার দায়িত্ব নিউজ পাঠানো।

শুনলাম তোমরা নাকি একটা সংগঠন করেছো।

ঠিকই শুনেছেন। কিন্তু সংগঠনটি দু টুকরো এমন কি তিন টুকরো হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

কিন্তু কেন?

কারণ সভাপতি প্রার্থী ৩/৪ জন যোগ্য দেখে একজনকে দিয়ে দাও।

যোগ্য দেখলে হবে না মামা। কার মালকড়ি আছে দেখতে হবে। খরচপাতি আছে না। তরমুজ মিয়ারে দিয়ে দাও, অভিজ্ঞ ও সিনিয়র মানুষ।

আরে না, আমাদের ইচ্ছা মফিজচাচারে বানামু।

ভাগ্নে তুমি এতো বড় সাংবাদিক অথচ মাসের পর মাস যায় কোন সংবাদ মূল পত্রিকায় দেখি না। তোমার ২/১টা যে নিউজ দেখি তাও পত্রিকার ‘প্রবাস’ পাতায়, ২/৩ মাসে

১বার।

পরের পাতায়...

মামা তুমি কি নিউজ দেখার জন্য অণুবিক্ষণ যন্ত্র নিয়ে বসে থাকো, এরজন্যই তোমার কিছু হয় না।

তা ঠিক।

মামা যে জন্য তোমাকে ফোন করেছি, সেটা বলি, আগামী রোববার সন্ধ্যা ৭টায় আমার বইয়ের মোড়ক উন্মোচন, এই অনুষ্ঠানে তোমাকে থাকতে হবে।

তো মোড়ক উন্মোচন করবে কে?

কেন? বিশিষ্ট লেখক, প্রাবন্ধিক উড়ফু মিয়া উরফে ঝান্ডুচাচা।

সেতো ঠিকমতো বাংলায় দম্তখতই দিতে পারে না তাছাড়া....

মামা উনি আমার পুরো অনুষ্ঠানের খরচাপাতি দিবেন।

ভাল। দোয়া করবেন মামা।

আমার দোয়া তোমার জন্য সব সময় থাকবে।

আমি দিব্য দৃষ্টি দিয়ে দেখছি তোমার উত্থান কেউ ঠেকাতে পারবে না।

সম্পর্ক

শামীম নিপু

মানুষেরা এখন আর যাপন করা শেখে না-
ভুলে গেছে; ভুলেও যাচ্ছে কী দারুণ অবহেলায়!
উত্তম পরিচিতরা কী সুন্দর অপরিচিত হ'য়ে যাচ্ছে
চেনা মানুষকে চেনা-চেনা লাগে; দৃষ্টিতে গভীর বিস্ময়।
অজানিতে রোজ কতো উঁচু-উঁচু দেয়াল উঠে-
জন্ম দিচ্ছে উত্তরবিহীন কতশত বেওয়ারিশি প্রশ্নের।
নির্ভরতার রঙিন সুতোয় সম্পর্কের অদৃশ্য বুনন
এখন আর কেই-বা করে? কেউ-ই করে না মূলত।
সম্পর্কের সৃষ্টি-ই হয় বুঝি ফুরিয়ে যাবার জন্য;
ঝরে যাবার জন্য যেন বৃক্ষের শেষ পাতা-
বসন্ত ফুরোলেই টুপ।
ঝাঁজরিতে বিস্তর জং- আহারে মালী!
কোথায় জুঁই; কোথায় গোলাপ; টগর-চামেলি?
মালীদের শেষকৃত্যে ফুলেরা থাকে না; থাকে পরিযায়ী পাখিদের দল।

দেয়াল কাব্য

শেখর ভট্টাচার্য

সরোবর বললে চোখে ভেসে ওঠে, টল টলে জলে পদ্মপাতা
সে পাতায় ফুলের পাপড়ির মতো দেহ বল্লরীকে ছড়িয়ে দিয়ে,
শুয়ে আছে এক রাজকুমারী।
রূপকথা ছাড়া এরকম সরোবর আছে শুধু আমার খাটের
পাশের দেয়ালের গায়ে।
যে দেয়ালে ঘুম জাগরণে আমি করি আঁকিবুঁকি, স্মৃতি কিংবা স্বপ্নকে নিয়ে
এক আচানক খেলা।
সীমান্তহীন পৃথিবীতে চেতনে অবচেতনে চলে যেতে পারি,
এস্কিমোদের দেশে- আমার দেয়ালে কুকুরে টানা শ্লেজ গাড়ি,
গোধূলি রঙ দিয়ে আঁকা অপূর্ব স্থাপত্যে এস্কিমোদের ঈগলু,
মধ্য দুপুরে রাজ হাঁসের উচ্ছলতা ভরা চোখে দেখতে পাই,
হাসন, লালন, রাধারমণ, শাহ করিমের কোরাস সঙ্গীত।
চন্ডীদাসকে দেখিনি কখনো, তিনিও আসেন দেয়ালের উজ্জ্বল আকাশে।
চৈত্রের মায়া ভরা দুপুরে আমি তন্দ্রালু চোখে আকুল হই,
বব ডিলানের অতীন্দ্রিয় সুরের মূর্ছনায়।
আমার দেয়ালে, তাবৎ পুরাণের চরিত্রদের নিত্যি আসা যাওয়া। ঘুম
জাগরণের দেয়াল ছেড়ে, অনিন্দ্য সুন্দর এক
রাজকন্যার ধ্যানে মগ্ন মাতাল সাধক
চাইনা যেতে কোন অলৌকিক স্বর্গে, যেখানে দুধের নদী
নিয়ত অপেক্ষমাণ আমার ওষ্ঠের স্পর্শ পেতে।

সাত দ্বিপদী

কাকন রেজা

এখন নয়, ডুবেছে আগেই সে, কোমল রমণীর মতন দেশ
এখন যা দেখছো, নরকের প্রতিবিম্ব, পাতালের অবশেষ...

তোমরা ভেসেছো ঊনসত্তরে, বাস্তুহারা হয়েছে বাস্তুর সাপ
রয়ে গেছে একাকী ঘুঘুর হাহাকার, হারানোর অভিশাপ...

টিকে থাকা ঠিক নয়, লটকে আছি, থেমে যাওয়া ঘড়ি
বিপন্ন বাতাসে ঘড়ির দোলক দেয় জন্মান্ধ সুড়সুড়ি...

খোলা হলে নরকের দ্বার, তুমি ভেসে আসো
বিস্মিত প্রণয় দেখে, সাথে আসে সর্বনাশও...

কারা বলে, ডুবেছে প্রণয়ের ঘর, আশাদের বাড়ি
আমি দেখি মৃত জলের নিচে জীবিত কবরের সারি...

দ্বিতীয়বার মরে না মানুষ, মরেছে সেই জন্মের পর
ভাসানের জল শুধু ভাসায়, খুঁজে ফেরা বাঁচার অবসর...

বলেছিলাম, শোনোনি, ভুলেছো চমকানো অভিসারে
এখন লুকাও চোখে বর্ষা, জলের ডুবন্ত হাহাকারে...

হেজিমনি

সাকিব জামাল

কারণ, কৌশলগত!
এই আছে এই নেই- তাদের প্রেম।
তবুও, মিডিয়া পাড়ায়-
গুঞ্জন রাখে ধরে
সম্পর্কের উষ্ণতা- অনন্য উচ্চতায় এখন।
গ্লোবালাইজেশন বলে একটি কথা আছে না!
মূলত, ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক, কী করে বলে?
ন্যাশনালিজম ফার্স্ট, কী করে বলে?
মানবাধিকার ফেইক মিথ, কী করে বলে?
পাবলিক পলিসির প্রলেপে-
লুকিয়ে রেখে স্বরূপ
চরিত্র প্রকাশ করে ইমিটেশনে-
চকচকে বৈশ্বিক।

ছুটছে মানুষ

শরিফুজ্জামান পল

তোমাদের হাটের এক অচল পয়সা
ঈশ্বরের ছায়া দেখে পুরো দুনিয়ায়
মানবের আচরণে, মানবতার তরে নয়।
প্রমাণিত মিথ্যায়, সত্যের পরাজয়
পবিত্র বই শুধু উপাসনালয়ে পূজনীয়
বাহিরে সবাই মুক্ত পাখি।
ধর্মের গুহায় যাত্রা করে মানুষ
আজীবনই নগ্ন, নগ্নতায় মত্ত
আ-হা-রে মানুষ!
পোক্ত করে মানুষের মাথায় বাস,
ছুটছে মানুষ ভেসে নদী-সমুদ্র-সাগরে।

কোরানের জিহ্বাগুলো

গোলাম রববানী

অদৃশ্য বাতাস চলছে দেখো বাহারি দীর্ঘশ্বাসে
দিবসে নিশীথ কালে কোরানের জিহ্বাগুলো উরে
আজকে সমবেত সঙ্গীতে কেন মেলাবেনা কণ্ঠে কণ্ঠ!
কেনো বলো চাইবে না মরণ বিষফোঁড়া ফাটাতে?
কেনো বলো চাইবে না জাহান্নামের আগুনে নিতে
শেষ কি রেখেছে কিছু নিঃশেষ অবশেষ রাখতে আর
স্পর্শকাতর আলোর ঘ্রাণে পৃথিবী চোখ খুলছে
ভাবছে আর ভাবছে পৃথিবীর মাথা ঘুরছে...
কোরানের জিহ্বাগুলো নির্ঘুম সূর্য হয়ে জ্বলছে।

দু'টি কাব্য

মিনহাজ আহমদ

বসন্ত বাতাসে মাতৃরূপ

কুইন্সের কেসিনা পার্কের চিরহরিৎ বৃক্ষরাজি ছাড়া সবগুলো বৃক্ষ এখনও ন্যাড়া। তবে নজর খাড়া করলে দেখা যাবে, ম্যাগনোলিয়াসহ অসংখ্য গাছের কলিগুলো গত সপ্তাহের শৈত্য অতিক্রম করে গালফোলা কিশোরীর মতো উঁকি মারছে। হাতে-গোনা কয়েকটি দিন পরেই রঙের বাহারে মেতে উঠবে বৃক্ষরাজি। এমন সময় যখন অকারণে সূর্যের আর মেঘের লুকোচুরি, বাতাসে হিমেল ছোঁয়া, তখন ক্যামেরাসহ আমার উপস্থিতি! পার্কের জলাশয়ে শুনি বিকট শব্দে নিঃসঙ্গ রাজহাঁসের ডাক।অনেকেই সেখানে খেলা করছে, কিন্তু শুভ্র পালকে আবৃত রাজ হাঁস একটাই।

ঠিকতো! একাই ডুবে, ভেসে সাঁতার কেটে থেকে থেকে ডেকে উঠছে সে! জলাশয়ে রাজা সে একাই, তার এই ডাক মোটেও মন্বন্তরেরজঠরজ্বালায় অসহায় চীৎকার নয়! তাহলে? তাহলে কী কোনো অসময়ের অলক্ষুণে ঝড় তাকে সঙ্গীহীন, বিষাদগ্রস্ত এবং নিঃস্বকরে দিয়েছে?

হঠাৎ নজরে এলো ক্ষুদ্র এক জটলা। সামনে কুণ্ডলী পাকিয়ে, পালকে মুখ লুকিয়ে আছেন আরেকজন, রাজহংসী। ভীড় থেকেআমাকে ছবি তুলতে দেখে এগিয়ে এলেন মধ্যবয়সী স্বেচ্ছাসেবক। সেলফোনে ছবি দেখালেন- পাঁচটা বিশালাকৃতির ডিম্ব। বর্ণণাদিলেন, তিনি কীভাবে পাতার জোগান দিয়ে, দর্শক নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যারিকেড দিয়ে সেবা করে যাচ্ছেন আমাদের লোকালয়েরপ্রতিবেশীদের! তিনি আশা করছেন মাদার্স ডে অথবা তার দু-একদিন আগে-পরে আসবে হলুদ লোমে ভর্তি ছানাগুলো!

ভাবতেই আমার মনে পড়ে গেলো আমার ছোটবেলার কথা। আমরা শামুক ভেঙে দিতাম, আর কখনও শাবকগুলো মা মনে করেভুলে আমাদের পিছু নিতো!

ভাবতে পারেন, টানা তিরিশ- পঁয়ত্রিশ দিন নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে একটানা নিরলস সাধনা করে যাওয়ার কথা? এইরাজহংসীগুলো কিন্তু তা-ই করে! এক সময় শুকিয়ে জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে যায় মা হাঁস!

পারবেন কেউ এমন ত্যাগ করতে?

হাঁটতে হাঁটতে পণ্ডিতম্মন্য

সবুজ পাতাদের আগেই রেকি করতে বের হয় কলিগুলো। চুপচাপ, গুটিগুটি পায়ে আসে। আনারদানার মতো হয়ে দলবেঁধেগাছের কাণ্ড আর শাখাগুলোতে জড়িয়ে থাকে। যেন ছোট্ট শিশুটি, পড়ে যাওয়ার ভয়ে মাকে জড়িয়ে ধরেছে! সাবধানে উঁকিঝুঁকিমেরে দেখে চারপাশ। যখন একটু স্বস্তি বোধ করে, তখন হাত-পা ছড়ায়। লালচে-গোলাপী পাপড়িগুলো মেলে ধরে। তারপরনিরব 'কিউ' দেয় সবুজ পাতাগুলোকে- লাইট, সাউন্ড, প্রপস্, সব প্রস্তুত, চলে এসো! হুরমুর করে তখন গাছের মাথায় পাতাগুলোনাচতে নাচতে পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে। কয়েকদিনের মাঝেই পাতায় পাতায় ছেয়ে গাছগুলো ছাতা হয়ে যায়।

এর নাম ইস্টার্ন রেডবাড (Eastern Redbud)। বাংলায় হতে পারে পূর্বাঞ্চলীয় লালকলি। এটির বিজ্ঞানের পারিভাষিক নামহলো সারসিস ক্যানাডেনসিস (Cercis canadensis)। আগে যে কখনও দেখিনি, তা নয়, তবে গত রবিবার যখন রেনডালস্আইল্যান্ডে নদীর পাড় ধরে হাঁটছিলাম, তখন এমন একসারি গাছ দেখে সেগুলোর নাম না জানার জন্য নিজেকেই ভর্ৎসনাকরেছিলাম। আজ সকালের ভীষণ সুন্দর আবহাওয়ায় যখন হেঁটে অফিসে যাচ্ছিলাম, তখন আবারও অজ্ঞতার খোঁচাটা টেরপেলাম। ফলতঃ ইন্টারনেট ঘেঁটে এখন এতটাই মহাপণ্ডিত হয়ে হয়ে গেলাম যে, মাস্টার সেজে সবাইকে শেখাতে বসে গেলাম।আমার আর দোষ কী! এখনতো ইন্টারনেটের কল্যাণে অনেককে দেখছি সবাইকে অকাতরে জ্ঞান বিতরণ করতে! কবি, সাহিত্যসমালোচক, গবেষক, বৈজ্ঞানিকে সয়লাব চারিদিক!

নাম 'রেডবাড' হলেও ফুলগুলো একদম লাল নয়। কেনো? উত্তর জানা নেই! তাহলে কি এই দুই অক্ষরের এই 'কেনো?'-এরসামনে মুখ থুবড়ে পরে যাবে আমার মিথ্যা পাণ্ডিত্যের বাহাদুরি?

আসলে তা-ই সত্য! পণ্ডিতম্মন্য হয়ে বাহাদুরি করলে ভরসমাজে দিগম্বর হওয়ার ভয় থাকে!

সাতকানিয়া সমিতি ইউএসএ ইনক
SATKANIA SAMITY USA INC.
SATKANIA SAMITY USA INC.
Welcome to...
BELMONT LAKE
STATE PARK
বার্ষিক
বনভোজন
ও ঈদ পুনর্মিলনী
২০২২
স্থানঃ বেলমন্ট লেক স্টেট পার্ক
BELMONT LAKE STATE PARK
625 Belmont Ave,
West Babylon, NY 11704
OAK PAVILION
১৭ই জুলাই রবিবার ২০২২
JULY 17, 2022
পার্ক / প্যাভেলিয়ানে পৌঁছানোর সময়: সকাল ১০টা
যাতায়াত ব্যবস্থাঃ নিজস্ব পরিবহন
সংগীত
পরিবেশন করবেন
জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী
রোকসানা মির্জা
ও
রাজীব
আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র,
খেলাধুলা ও
মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক
অনুষ্ঠান
প্রিয় সাতকানিয়াবাসী,
অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, ২য় বারের মতো আপনাদের প্রিয় সংগঠন সাতকানিয়া সমিতি ইউএসএ ইনক এর আয়োজনে ১৭ই জুলাই রবিবার ২০২২ বার্ষিক বনভোজন ও ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।
উক্ত বার্ষিক বনভোজন ও ঈদ পুনর্মিলনীতে আমেরিকায় অবস্থানরত সকল সাতকানিয়াবাসীকে অংশগ্রহণ করার জন্য সবিনয়ে অনুরোধ করা যাচ্ছে।
আমন্ত্রণেঃ
আহমদ নবী চৌধুরী
আহ্বায়ক
917-488-7444
ডাঃ নূর মোহাম্মদ
প্রধান সমন্বয়কারী
212-365-4557
আবদুস সালাম
সদস্য সচিব
201-993-1347
খোরশেদ আলম
যুগ্ম আহ্বায়ক
917-873-3601
যুগ্ম সমন্বয়কারী
মোহাম্মদ মুসা
929-272-8925
মোঃ সামসুজ্জোহা সোহেল
718-219-9363
সাহান উদ্দীন চৌধুরী
যুগ্ম সদস্য সচিব
646-491-1570
উপদেষ্টা
করিম রেজা
917-400-4789
মোহাম্মদ এ জাফর
929-400-4626
যোগাযোগ
জ্যামাইকা
মোঃ নূর হোসাইন
631-535-3954
মোঃ রবি
917-496-9566
ব্রঙ্কস
মোঃ ইরফান নিশাত
347-774-6700
ম্যানহাটন
মোঃ জুবায়ের
347-774-6664
জ্যাকসন হাইটস
মোঃ আবদুল আউয়াল
347-832-6582
বাহারুল ইসলাম এজাজ
646-821-3882
ব্রুকলিন
মোঃ ইকবাল হোসেন
929-572-1522
লং আইল্যান্ড
মোঃ সফি উল্লাহ
646-733-8464
ওজন পার্ক
মোঃ নুরুজ্জামান
917-361-4512
মোঃ জাহাঙ্গীর
347-863-2025
বাফেলো
হাসান মুরাদ
646-575-8015
সাজ্জাদ হোসেন সাব্বির
347-605-5347
নিউজার্সি
মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম
201-234-2244
আটলান্টিক সিটি
মোঃ এ রহিম
609-233-2846
কানেকটিকাট
জিনাত আলম সুমি
917-400-3170
পেনসেলভেনিয়া
কালা মিঞা
717-668-1584
জসিম উদ্দিন
267-774-3208
ধন্যবাদান্তে
আবুল কাসেম
সভাপতি
646-413-2229
আমিন উল্লাহ
সাধারণ সম্পাদক
347-394-9052
প্রচারে: জহির কায়ছার, ৯২৯-৩৬৫-৪২২৮, প্রচার সম্পাদক কর্তৃক প্রচারিত

অনু গল্প

আমরা বাঙালিরা খুব স্বপ্ন প্রিয় জাতি। যদিও আমাদের কম স্বপ্নই পূরণ হয়। তবে ছোট ছোট বহু স্বপ্নভঙ্গের মধ্য দিয়েই এইবার বাঙালির একটি বিশাল স্বপ্নপূরণ ঘটেছে! বহুল কাঙ্খিত পদ্মাসেতু আজ আর স্বপ্ন নয়। পদ্মার বুকের ওপর দিয়ে এখন ছুটে চলেছে মোটরগাড়ি। মানুষের পদভারে মুখরিত সেতু। কিন্তু একদিকে আনন্দ, উচ্ছাসে রাজধানী প্রকম্পিত হলেও অন্যদিকে বয়ে চলেছে দুঃখের অশ্রধারা। দেশের একটি বড় অংশ যখন বিপন্ন হয়, ধরে নিতে হবে সারা দেশই বিপন্ন। তাই সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপটি নেয়া খুব জরুরি। আগ্রাসি বানের পানিতে আমাদের বৃহত্তর সিলেট অন্‌চল তলিয়ে গেছে। জলের ওপর ভাসছে বানভাসি মানুষ। পানির তলায় তলিয়ে গেছে তাদের ঘর, বাড়ি, সংসার, গবাদি পশু।অনেকে হারিয়েছেন তাদের স্বজন-পরিজন! পদ্মাসেতু উদ্বোধনের আনন্দকে ম্লান করে দেয় এইসব স্বজনহারা মানুষের আহাজারি। আমাদের অনেকেরই সামর্থ সীমিত। তবুও এক ডলারের সাহায্যও এখন জরুরী। একটি ডলারও এখন অনেক। জরুরী খাবার, চিকিৎসা বা অন্য অপরিহার্য কাজে লাগতে পারে আমাদের সামান্য সহযোগীতাও!
আসুন, আমরা সবাই মিলে দেশবাসীর পাশে দাঁড়াই। বিপন্ন মানবতার পাশে দাঁড়াই—শেলী জামান খান

যুদ্ধ দিনের প্রথম কদম ফুল

রোমেল রহমান

সে বচ্ছর কদম ফুলের দাম ছিল আকাশচুম্বী। আমাদের এই শহুরে জ্যামের জীবনে বর্ষা এলে কদম ফুল বিক্রি করতে আসে ছোটছোট ছেলেমেয়েরা। দাম শুনে ভড়কে গিয়ে জিজ্ঞেস করে বসে মন্সুর, তুই ফুলের দাম কচ্ছিস না তেলের কেজি? ফুল বিক্রি করা মেয়েটা পাত্তা না দিয়ে বলে, নিলে নেন, না নিলে নিয়েন না!

মন্সুরের কৌতুহলী মন তবু থামে না, সে আবার জিজ্ঞেস করে, সত্যি কইরে ক দিনি ফুলের দাম বাড়িছে ক্যান? মেয়েটা বিরক্ত স্বরে বলে, বিদেশে যুদ্ধ বাদিছে শোনেন্নি? সেই জন্যি দাম বাড়িছে! ফলে বিপন্ন বিস্ময়ের এক অনুভূতি নিয়ে মন্সুর বলে বসে, এই ফুল কি ইউক্রেন থে আনিছিস না রাশিয়ার থে?

মেয়েটা এবার চলে যেতে যেতে বলে, সরকাররে জিজ্ঞেস করেন গ্যে! চাইল তেল নুনের দাম কুমলি ফুলের দামও কুইমে যাবেনে! মন্সুর তবু রেওয়াজ রক্ষার তাগাদায়, একটা কদম ফুল কিনে নিয়ে বাড়ি ফেরে।

ধরা যাক সে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে বাড়ি ফিরে। বউ আয়োজন করে খিচুড়ি রান্না করে। এর এক ফাঁকে ভীষণ দ্বিধা নিয়ে মন্সুর ময়নাকে একমাত্র কদম ফুলটা দেয়। ময়নাবৌ মহা আনন্দে কদম নিয়ে আহ্লাদ করে সারাবাড়ি মাথায় তোলে।

বাইরে তুমুল বৃষ্টি। তারা কদম ফুলটাকে নিয়ে বিছানায় ঘুমাতে যায়! সেরাতে তাদের ঘর তলিয়ে যায় কদম ফুলের ঘ্রাণে! মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে তারা আবিস্কার করে দুজন ফুলের গন্ধে ডুবে আছে। মন্সুর গদগদ স্বরে বলে, যুদ্ধের বাজারে এমন একটা ফুলই অনেক। কি কও বউ?

ময়না জানালা খুলে দেয়। খুশি মনে বলে, 'বোমা বারুদের দুনিয়া ফুলের গন্ধে ভাইসে জারেজার হইয়্যে যাক!' ফলে খোলা জানালা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া কদম ফুলের গন্ধে তাদের উঠোন ভরে যায়। সেখান থেকে ফুলের সুবাস সমগ্র শহরময় ছড়িয়ে পড়ে।

প্রিটি

মনিজা রহমান

দরজা খোলা পেয়ে প্রান্তিক গাড়িতে উঠতে যেতে রীতিমতো খেকিয়ে উঠল মহিলা। আমরা দুজনে ভয় পেয়ে ফুটপাতে নিয়ে এলাম। এক্সেস এ রাইডের ড্রাইভাররা কখনো এরকম করে না।

-তোমার আইডিকার্ড দেখাও?

-ওকে তো কোন আইডি কার্ড দেয়া হয়নি। আমার ছেলে নাম প্রান্তিক হাসান। আমরা যাব জ্যাকসন হাইটসে। ক্লান্তি আর বিরক্তি ককটেলে মেশালে যেমন হয়, তারই একটি ছাপ কৃষ্ণাঙ্গ ভদ্রমহিলার চেহারায়। হাতে ধরা কাগজের সঙ্গে নাম আর ঠিকানা মিলে যাবার পরে ওনার চেহারা সামান্য নরম হল। ছেলে অটিস্টিক হওয়ায় নিউইয়র্ক শহরে যে কোন জায়গায় যাবার জন্য সিটি থেকে গাড়ি পাই। অনেকটা এম্বুলেন্সের মতো বিশাল গাড়িতে করে বিকেলে এখানে এসেছিলাম। যাবার সময়ে হল বিপত্তি। ব্রায়ান্ট পার্ক এত বড় একটা জায়গা যে সেখানে কোন নির্দিষ্ট গাড়ি খুঁজে পাওয়া সহজ নয়।

প্রায় পঁচিশ মিনিট অপেক্ষা আর ফোনে কয়েকবার উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের পরে অবশেষে গাড়িটি খুঁজে পেলাম। অপেক্ষায় অনভ্যস্ত আমার লো ফাংশনাল অটিস্টিক ছেলে গাড়ি পেয়েই যেজন্য ওঠার চেষ্টা করে।

ড্রাইভার জানান, ম্যানহাটন থেকে আরেকজন যাত্রী তুলতে হবে। বয়সে তরুণ নতুন যাত্রীও অটিস্টিক, তবে হাই ফাংশনাল। শ্বেতাঙ্গ এক ভদ্রমহিলা ওজনপার্কের নির্দিষ্ট ঠিকানায় ওকে নামিয়ে দিতে বলে চলে গেল। অটিস্টিক ছেলেটি হাতে দুই ডলার আর সেভেন্টি ফাইভ সেন্ট উচুঁ করে ধরেছিল অনেকক্ষণ। ড্রাইভার ওর হাত থেকে টাকাটা নেয়ায় ওকে বেশ নির্ভার দেখায়।

ম্যানহাটনের রাতের উজ্জ্বলতা পিছনে ফেলে গাড়ি চলতে থাকে। কুইন্স বোরো ব্রিজে ঢোকার পরে উচুঁ-নীচু পথে গাড়ি কয়েকবার লাফ দেয়ায়, ভদ্রমহিলা আমাদের কাছে ক্ষমা চাইলেন।

-বাসা কোথায় আপনার?

-ব্রুকলিনে।

-তাহলে ওকে ওজনপার্কে নামিয়ে দিয়ে বাসায় চলে যেতে পারবেন।

- আমার ডিউটি ভোর ছয়টা পর্যন্ত।

একে তো উইকএন্ড, তারপর রাতভর ডিউটি।

-তোমার কোন ছেলেমেয়ে আছে?

-হ্যা। চার ছেলেমেয়ে।

গন্তব্যে পৌছানোর পরে ভদ্রমহিলা ড্রাইভিং সিট থেকে নেমে এসে দরজা খুলে দিলেন। মুখের মাস্ক নামিয়ে ওনাকে গুডনাইট জানালাম।

উনি হেসে বললেন, 'ইউ লুক প্রিটি!'

সামান্য একটা কথা। কিন্তু মনটাকে কাঁদা করে দিল। প্রথম দেখায় কত রুক্ষ মনে হয়েছিল ওনাকে।

আমি বললাম, 'ইউ হ্যাভ এ প্রিটি হার্ট!'

পোষ্ট অফিস

প্রণব কুমার বসু

উহ্ - যা গরম পড়েছে, আদ্রতা দিনকে দিন যেন বেড়েই চলেছে -তাপমাত্রা হয়তো তেমন কিছু বেশি নয় - কিন্তু ঘামে সারা শরীর ভিজে যাচ্ছে !

মনে হচ্ছে মোষের মতো যদি শরীরটা জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা যেত সারাদিন - আহা! সাধে কি আর ইংরেজরা ঠান্ডার জায়গাগুলোয় 'সামার ক্যাপিটাল' বানিয়েছিল! আমাদের কি আর সে উপায় আছে - কর্তার ইচ্ছায় কর্ম করে যেতেই হবে গলদঘর্ম হয়ে !

এইতো গতকাল অফিস টাইমের ভিড় আর গরমের হাত থেকে বাঁচতে বেশ তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছি -

ভাগ্য ভাল ছিল - কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরেই একটা মোটামুটি ভিড় কম মিনি বাস এসে দাঁড়াতেই আর দেরি না করে হুড়মুড়িয়ে উঠে পড়লাম -

আজকাল একটা সুবিধা হয়েছে -আমাদের মতো মানুষদের সুবিধার্থে একটা 'প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য' লেখা সিট থাকে।

জানলার ধারে বসে পড়লাম - বাস ছাড়তেই আরামের হাওয়া জুটলো একদম ফ্রিতে - কম বয়সী একটা ছেলে - সম্ভবত কলেজ পড়ুয়া - খালি বসার জায়গা দেখে আমার পাশে বসেছে -

তিন চারটে স্টপেজ পরে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক উঠলেন বাসে - বয়স আন্দাজ সত্তর থেকে পঁচাত্তরের মাঝামাঝি হবে -

আমার পাশের কমবয়সী ছেলেটা ওনার বসার জায়গা করে দিয়ে আমাদের সিটের পাশে দাঁড়িয়েছিল -

অল্প একটু পরেই দেখলাম ছেলেটা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বয়স্ক ভদ্রলোকের কানের কাছে মুখ এনে কী যেন বলছে !

কান খাড়া করে শুনলাম -ছেলেটা বয়স্ক ভদ্রলোককে বলছে -'পোষ্ট অফিস খোলা আছে' - প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বয়স্ক ভদ্রলোক একটু নড়েচড়ে নীচের দিকে হাত রেখে যেন রসিকতা করে উত্তর দিলেন -

'পোষ্ট-অফিস খোলা বা বন্ধের দায়িত্ব সরকারের - জনসাধারণের নয় |'

উজান

রুবানা ফারাহ আদিবা

বহুদিন থেকেই South by South Festival এ আসবার ইচ্ছে অনীকের। এবার অনেক আগে থেকেই আসবে বলে প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল । নুহাশ হুমায়ুনের স্বল্পদৈর্ঘ্য ছায়াছবি "মশারী" র প্রদর্শনী থেকে বেরিয়ে লাউঞ্জে বেশ কিছু চেনা মানুষজনের সাথে দেখা হলো, কিছু নতুন পরিচয়ও ঝুলিতে যোগ হলো। টুকটাক খুচরো আলাপ ভালোই লাগছিল অনীকের। আচানক একটা মিউজিক বুথের দিকে দৃষ্টি পড়তেই নজর আটকে গেল ওর।

ক্লাস টেন শেষ করে সবে হায়ার সেকেন্ডারির প্রথম বর্ষের ছাত্র। ক্যাল্কুলাস টিউটোরিয়ালে ব্যাচে পড়তে শুরু করেছে। এক ঝাঁক তরুন তরুণীর চোখে ভীড় করে আছে নানা রঙের স্বপ্ন। আসা যাওয়ার আঁকে বাঁকে ভালো লেগে যায় এক শ্যামা মেয়েকে। রিমঝিম, তার নাম, ঝলমলে হাসি, চঞ্চলা হরিনীর মতো তার চলাচল। শান্ত দিঘীর বুকে যেমন ছোট ছোট ঢেউ একে অপরের সাথে লীন হয়ে যায় , তেমনি ধারায় মিলেছিল তাদের দুজনের মন। ক্লাস থেকে কিছুটা সময় চুরি করে ওদের বেরিয়ে পড়া , পাখিদের কনসার্ট বুকে নিয়ে বাড়ি ফেরা, এই ছিল ওদের নিত্যদিনের সুখ। ঠিক তখনই ডাক এল রিমঝিমের ইমিগ্রেশনের। সতের বছর বয়সে বুকের ভেতরে থাকে উপচে পড়া প্রেম, থাকে না শুধু ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা।

"রিমঝিম"

অনীকের ডাকে চমকে তাকায় সে। চিবুকের ঠিক মাঝখানে সেই কালো তিল, দাঁতে নখকাটা বদ অভ্যাসটাও রয়ে গেছে। দু'চোখের পাতায় পৃথিবীর সমস্ত বিস্ময় জড়ো করে সে জিজ্ঞেস করে,

"আপনি অনীক ?" হোঁচট খায় অনীক। সামলে নিয়ে জবাব দেয়, "হ্যাঁ।"

সে পাখির মতো বলে ওঠে " আমি শ্রাবণ। রিমঝিম আমার মা। আপনার কথা মা প্রায়ই বলে। সে আপনার অপেক্ষায় আছে বহুকাল, আপনি খুঁজে নেবেন বলে।"

কাকতালীয় ঘটনা তো পৃথিবীতে কতই ঘটে নিত্য। কিন্তু, এমনটা নিশ্চয়ই হাতে গোনা। ক্যাফেতে বসে অনীক আর শ্রাবণের মুহুর্মুহ গল্প কফির কাফে ঝড় তোলে। বিদায় নেবার সময় অনীকের হাতে কাগজে লেখা ঠিকানা গুঁজে দেয় শ্রাবণ।

কোনো এক বিকেলে শ্রাবণের দেয়া ঠিকানায় দেখা হয় দুজন মাঝবয়েসী মানুষের। সতের আর ছাপান্নর ব্যবধানে জীবনের রঙ ধূসর হয়েছে অনেকটাই। তারুণ্যের যে প্রেম এত কাল হিমে জমে ছিল, পাঁজরের উষ্ণতায় তাকে যাপন করার সময় এসেছে – বুঝে নিয়েছিল তারা।

ঘুমের ঠিকানা

অর্ঘ্য রায় চৌধুরী

যদি ডাকি, শুনতে পাবে? এইসব পাইনের বনে ঘন হয়ে এসেছে বিকেল একলা পুরুষ এক বসে আছে খাদের কিনারে।

ঘন হয়ে উঠে আসছে কুয়াশা, আর ইজাজ আহমেদ, মধ্য চল্লিশ, কাঁচাপাকা চুল আর দাড়ি গোঁফ, নির্মেদ শরীর, পাঁচ ফুট নয়, তাকিয়ে আছে নীচের নদীটার দিকে।

এসব বিকেলে কাকে ডাকতে ইচ্ছে করে? নিঃসঙ্গ জীবনে মনে পড়ে একজনের কথাই। ওই ঝাউবনের গভীরে কোনো চকিত চাহনি মনে পড়ে।

এ যদি শুধু প্রেমের গল্প হতো, তাহলে অনেককিছুই বলা যেত, কিন্তু প্রেম ওই কুয়াশারই মতো। পাহাড়ি পথের বাঁকে রহস্যময় হাতছানি রেখে চলে যায়। এ এক

ফিরে আসার গল্প।

ইজাজ ফিরে এসেছে যখন আসার সময় ছিল। যখন মনে হয়েছে সব কাজ শেষ, এবার একটা ছোট্ট কাঠের বাড়ি, এক চিলতে বারান্দায় শব্দের অর্কিড, প্রিয় কিছু গান, অবসর। কিন্তু নীহারিকা সুদূরে কোথাও, হয়তো গভীর ঘুমে, হয়তো অপেক্ষারতা।

পরশু একটা খাদের ওপর ঝুলে থাকা ক্যাফেতে নীহারিকার মেয়ে দেখা করেছিল। তিন মাস আগে আচমকা এক রাতে থেমে গেছে আকাশের চিঠি, রডোডেনড্রনের পথগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। ওরা দু'জন একটা সমাধিতে ফুল দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল নিশ্চুপে, আর নীহারিকার মেয়ে অ্যানি বলেছিল, "মা আপনার কথা বলে গেছিল। আর এই চিঠি।"

সে চিঠির প্রতিটা শব্দে অপেক্ষা ওই পাহাড়ের মতোই মৌনতার সুগভীর ডাক রেখে গেছে, সে চিঠির ভাঁজে ভাঁজে একত্রবাসের ছায়াসুনিবিড় আস্তানা। আর ওই সমাধি, নির্জন পাইন বনে, খাদের ধারে, নদীর কাছে একা, যেন জানত বৃষ্টি ভেজা ইজাজ আসবে ঠিক, আসবেই, এখানেই আসবে।

এরপর একটা মধ্যরাতের চাঁদ নেমে এসেছিল ওই খাদের নীচের নদীটাতে। আর ইজাজ ইষৎ স্খলিত পায়ে ওই চাঁদটার দিকে নেমে গেছিল।

ইজাজ আহমেদ, মধ্য চল্লিশ, আদ্যন্ত একা ক্ষ্যাপাটে একটা লোক, চূড়ান্ত ভবঘুরে। শুধু ওই লাইন কটা লিখে অ্যানির পোস্টবক্সে ফেলে এসেছিল।

পাইন বনে আবার বিকেল, কুয়াশা বুকে করে নিয়ে অ্যানি মাঝেমাঝে এখানে আসে। পাশাপাশি দুটো সমাধি, একটাতে লেখা "হোম" আরেকটাতে কিছু লেখা নেই, কিন্তু একটা লতা, তার ডালে ফুটে উঠেছে ফুল, নীহারিকার সমাধি থেকে যেন পরম আশ্লেষে এগিয়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরেছে ঘুমন্ত ইজাজকে।

দিদা কেন চোখ খোলেনা

জেসমিন আরা

বাস থেকে নেমে গ্রামের মেঠোপথ ধরে হাঁটতে থাকে সে। সকালের মিঠে রোদ বেশ লাগে। মনেমনে বলে, 'বহুকাল পর ছোটবেলার মতো মাটিতে হাঁটছি।' একটা প্রিয় গান কানে বেজে চলেছে। সে অবাক হয়ে দেখে তার পড়নে বাচ্চা মেয়েদের মত লালফ্রক।

পথে একটি মানুষও নজরে পড়ে না। ভাবে, এত সকালে গ্রামের লোকের ঘুম ভাঙ্গেনি। বিশ্রাম নিতে বটগাছের নিচে বসে। বটগাছে সবুজ হরিয়াল, ছাই রঙের পায়রা দেখে মনে পড়ে ছোটবেলায় বাবার সাথে পাখি শিকারে যাবার কথা। আরে, মাঠের ওপ্রান্তে পাজামা-পাঞ্জাবি গায়ে বাবা দাঁড়িয়ে, খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। একদৌড়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরতে যাবে ভেবে উঠে ফ্রক ঝেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই বাবা গায়েব। ধাঁ ধাঁ আর কাটেনা যেন। আবারও মেঠোপথে চলা।

ধান ক্ষেতের কাছ দিয়ে যাবার সময় দেখে ছেলেবেলার সই মরিয়মকে। সহাস্যে এগিয়ে হাত ধরতে চায়, ভাবান্তরহীন মরিয়ম সম্পূর্ণ নিঃস্পৃহ। মনে পড়ে মরিয়ম ওলাওঠায় সেই কবেই মারা গিয়েছিল।

বাড়ির কাছে এসে দেখে চিকন জড়ির পাড়ের সবুজ শাড়ী পরা মা হাঁস-মুরগিকে আধার ছিটিয়ে দিচ্ছে, মনটা ঝলমলিয়ে ওঠে। বাড়ি ঢোকার আগে পুকুর থেকে হাতমুখ ধোয়ার কথা ভেবে যেই না পানির দিকে চোখ পড়েছে, অমনি অবাক হবার পালা। জলের ভিতর আর কেউ নয়, ছোটবেলার সে। হাতের কাঁচের চুড়ি দেখে মনে পড়ে যায় গত রাতের কথা। ছেলের বৌ তার হাত থেকে স্বামীর শেষ স্মৃতি দুগাছা সোনার চুড়ি খুলে কাঁচের চুড়ি পরিয়ে দিয়ে বলেছিল,"কাল থেকে তো বৃদ্ধাশ্রমে থাকবেন, এসব হাতে রেখে কি লাভ," কি ভীষণ কান্না পেয়েছিল তখন। সকালে বৃদ্ধাশ্রমে নিয়ে যাবার কথা শুনে দুচোখে জল নিয়ে অসহায় ছোট্ট শিশুর মত মাবাবার কোলে ফিরে যাবার কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিল অশীতিপর বৃদ্ধ সুরুতন্নেসা।

রাতে ছেলে-ছেলেবৌ আগামীর সুন্দর স্বপ্ন নিয়ে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলেও, সারারাত জেগেছিল নাতনি ময়ূর। সকাল হতেই দাদীকে শেষবারের মত ছুঁয়ে দেখবে বলে চৌকিতে উঠে দাদীর কপালে ছোট্ট হাতটি রাখে। অন্যদিনের মত দাদী চোখ আর মেলে না। ময়ূর চেঁচিয়ে বাবাকে ডাকে, আর কাঁদে, "বাবা, দিদা কেন চোখ খোলেনা!"

প্রেমের তাজমহল

লুনা রাহনুমা

অনেক বছর আগে ইস্টার্ন প্লাজা থেকে কেনা গোলাপি পাথর বসানো গোল্ড প্লেটেড হারটি তমালিকার খুব পছন্দ। গয়নার বাক্স থেকে বের করে নেড়েচেড়ে দেখলো কয়েকবার। নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শুকতে গিয়েই চোখ বুঁজে এলো আপনাআপনি। মনে পড়ে সেদিনের কথা, ফয়সালের কাছ থেকে পাওয়া প্রথম উপহার। এ শুধুই একটা হার নয়, তমালিকার কাছে এটি প্রথম প্রেমের তাজমহল।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গলার হারটিকে বুকের উপর রেখে তাকাতেই আয়নায় মেয়েটির মুখ হীরের মতো আলোর বিচ্ছুরণ ছোটায়। আয়নার মেয়েটিকে দেখে খুশিতে মনটা ঝলমল করে ওঠে পঁয়ত্রিশের তমালিকার। রবীন্দ্রনাথের নায়িকার মতো গুনগুনিয়ে গেয়ে উঠলো কী যেন একটা রোমান্টিক গানের কলি।

আহা! ওহ, সেকি, আয়নার ভেতর অট্টহাসিটা হাসলো কে?

তমালিকার সকল সুখ পুড়িয়ে দিয়ে বাঁকা হাসিটি প্রতিধ্বনিত হতে থাকে কানের সুড়ুঙ্গে। হাসির ধারা ক্ষীণ হয় কিন্তু মিলিয়ে যায় না একেবারে। কানের

হাসি হৃদয়ের গোপন ব্যথায় তীক্ষ্ণ ফলার মতো ঘাই মেরে যেতে থাকে।

ফয়সালকে খুব ভালোবাসে তমালিকা। নিজের প্রেমিক থেকে বর হওয়া মানুষটিকে নিয়ে তমালিকা অনেক গর্ব করে সবার কাছে। আত্মীয়-স্বজন, বান্ধবীদের কাছে

গালভরে বরের প্রশংসা করে আনন্দ পায়। সারাক্ষণ তমালিকার মনে ভয় হয়, কেউ যদি গোলাপি পাথর বসানো হারটি চুরি করে নিয়ে যায়? কিংবা, ফয়সালকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যায় ওর জীবন থেকে? হাতের মুঠোয় হারটিকে শক্ত করে খামচে ধরে থাকে তমালিকা।

তবুও! তবুও, সেই আয়নার ভেতর থেকে অথবা এই ঘরের আনাচে কানাচে লুকিয়ে থাকা কোনো গুপ্ত ঘাতকের ধারালো ছুরির মতো অবজ্ঞার হাসিটি ম্লান করে দেয় তমালিকার অহংকার। নিগূঢ় একটা সত্য, অদেখা সুড়ঙ্গের খিলখিল হাসি, একটা চাপা আর্তনাদ, একবার এই দেয়ালে আরেকবার সেই দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ঠিক ফিরে আসে।

গতবছর করোনার সময় ফয়সালের চাকরিটি চলে গেল। ফয়সাল আয়-রোজগারের চেষ্টা করেনি দ্বিতীয়বার। সোজা শ্বশুরবাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছে। মেয়ে জামাইটিকে তমালিকার মা দিনরাত আকথা কুকথা বলে গালমন্দ করেন আড়ালে, এমনকি খানিকটা প্রকাশ্যেই। তমালিকার মনে খুব কষ্ট হয়। "মাগনা দিলেও অমন ছেলের সাথে প্রেম করতাম না.... "দশ বছরের ছোটবোনের কথাটি মনে করে তমালিকার গাল বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ে অঝোরে।

GOLDEN AGE
HOME CARE
GOLDEN AGE HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
CDPAP
Service
HHA/
PCA
Service
Skilled
Nursing
Most Popular Home Care Agency
প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে
আপনজনকে সেবা দিয়ে
অর্থ উপার্জন করুন
MAKE MONEY BY SERVING
YOUR RELATIVES AT HOME
WITHOUT TRAINING
JACKSON HEIGHTS HEAD OFFICE
71-24 35th Avenue Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834
BROOKLYN OFFICE
509 Mcdonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 347-781-2778
Fax: 917-396-4115
JAMAICA OFFICE
164-05 Hillside Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-674-6002
Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com
www. goldenagehomecare.com
Shah Nawaz MBA
President & CEO
Ph: 646-591-8396

M&N HOME CARE SERVICES LLC

$23/hr

CD PAP - PCA - HHA

866-688-6922

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

30 June 2022, Thursday, 6th Year, Issue 276 , 40 Pages

৩০ জুন ২০২২, ১৬ আষাঢ় ১৪২৯, ১ জিলহজ ১৪৪৩, বৃহস্পতিবার

জ্যামাইকার সায়েন্স স্কুলে একাধিক যৌন হয়রানির অভিযোগ

জাহিদা আলম

নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকা এলাকার স্বনামধন্য কুইন্স গেটওয়ে টু দ্যা সাইন্স স্কুলে একের পর এক শিক্ষার্থীর যৌন হয়রানীর শিকার হওয়ার ঘটনায় উদ্বেগ বিরাজ করছে। এ নিয়ে একাধিক শিক্ষক, কর্মচারি চাকরিচ্যুত হয়েছেন। এরপরও একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরপর এমন বেশ কিছু ঘটনা নিয়ে প্রশাসন তদন্ত শুরু করেছে।

প্রভাবশালী গণমাধ্যম নিউইয়র্ক পোস্টের ২৫ জুনের প্রতিবেদনে বলা হয়, শিক্ষার্থীদের সাথে যৌন অসদাচরণের

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৫

‘ঈশ্বরই এমন সিদ্ধান্ত দিয়েছেন’

বিশেষ প্রতিনিধি

ডোনাল্ড ট্রাম্প

সুপ্রিম কোর্ট কতৃক গর্ভপাতের অধিকার আইন বাতিল নিয়ে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ‘ঈশ্বরই এমন

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

কেক কেটে নিউইয়র্কের কুইন্সের ওজনপার্কে এ্যাংকর-সানম্যান গ্লোবালের নতুন শাখার উদ্বোধন করা হয়। ছবি: সংগৃহীত

বর্ধিত পরিসরে প্রবাসীদের পাশে এ্যাংকর-সানম্যান গ্লোবাল

রুদ্র মাসুদ

যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষত নিউইয়র্কে বাড়ছে প্রবাসীদের সংখ্যা, সেই সাথে বাড়ছে দেশে রেমিটেন্স প্রেরণের প্রবাহও। দেশী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্বজনদের কাছে এবং দেশে বিনিয়োগের জন্য বর্ধিত পরিসওে রেমিটেন্স সেবা দিতে নতুন শাখা স্থাপন করেছে এ্যাংকর ট্রাভেলস্। মানি ট্রান্সফার প্রতিষ্ঠান সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেসের মাধ্যমে এখান থেকে টাকা প্রেরণ করা হবে।

একইসাথে এখানে বিমানের টিকেট, ব্যাক্তিগত ও বাণিজ্যিক মর্টগেজ সেবা প্রদান করা হবে। ব্যাবসার মাধ্যমে

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

জাফরুল্লাহ চৌধুরীর মন্তব্য

শেখ হাসিনা প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন

বিশেষ প্রতিনিধি

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা জাফরুল্লাহ চৌধুরী বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়ে জাতিকে পদ্মা সেতু উপহার দিয়েছেন। জাতি এতে গৌরবান্বিত। প্রধানমন্ত্রী প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন, যেমনটা তাঁর বাবা প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছিলেন ৭ মার্চে।

পদ্মা সেতুর উদ্বোধন উপলক্ষে ২৫ জুন মাওয়া প্রান্তে আয়োজিত সুধী সমাবেশে অংশ নেওয়ার সময় সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি।

এদিন সকাল ১০টায় এই সমাবেশে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এতে আমন্ত্রিত ছিলেন দেশের সাড়ে তিন হাজার বিশিষ্টজন। ছিলেন মন্ত্রিপরিষদের সদস্য,

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

স ম্মা ন না

এশিয়ান আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স সম্মাননা গ্রহণ করছেন আলিয়া ফেরদৌসী। ২৪ জুন নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ফেয়ার মেরিনাতে। ছবি: সংগৃহীত

এশিয়ান আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স’ সম্মাননা পেলেন আলিয়া

রোকেয়া দীপা

সংগীত, সঞ্চালনা, ইয়োগা, জুমবা, শিক্ষকতাসহ বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী আলিয়া ফেরদৌসী পেলেন এশিয়ান আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স সম্মাননা।

২৪ জুন শুক্রবার নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ফেয়ার মেরিনাতে এ সম্মাননা প্রদান করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে এশিয়ানভূক্ত

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৫

ম্যারিল্যান্ডে বাড়ি ক্রয় বিক্রয়ে সহযোগিতার জন্য কল করুন
"REALTOR , YOU CAN DEPEND ON"
RE/MAX PROS
Hashan Chowdhury
Realtor
Mobile: 301-675-1822
Office: 301-916-1400
Fax: 301-916-0282
মোবাইল: ৩০১-৬৭৫-১৮২২
অফিস: ৩০১-৯১৬-১৪০০
ফ্যাক্স: ৩০১-৯১৬-০২৮২
Realtorchowdhury@gmail.com
12810 Wisterica Dr, #300
Germantown, MD 208/4

HILLSIDE TAX & MULTISERVICES INC.
e-file
• Income Tax • Sales Tax • Corporate Tax • Partnership Tax
• Business setup • Payroll (W2, 1099) • All imigratoin Services • Accounting & Bookkeeping
MD SHORIFUL ISLAM
President & CEO
165-19 HILLSIDE AVE, 2ND FL, JAMAICA NY 11432
Tel: +1 (347) 251-9921, Email: Hillsidetax21@gmail.com

নূতন রূপে বাহারি সব বাংলাদেশি খাবারের আয়োজন
Khalil's Food
খলিল'স ফুড
khalilsfood.com
Khalil Biryani House 718.409.6840
Khalil Halal Chinese 646.763.5073
Khalil Pizza & Grill 718.577.7997
Khalil Supermarket 718.521.9993
খলিলুর রহমান
CEO, Khalils Food
1457 Unionport Rd, Bronx, NY 10462

M মতিন MOTIN
An Icon of Growth & Development
Sweets & Masala

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

Home & Habitat Realty Corp.
নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় বিক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
516-460-8260
Mohammed Islam
Branch Manager
646-724-6417
সুলভ মূল্যে বাড়ী ক্রয় বিক্রয়
71-20 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
IATA
Bangla Travel
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
ARC
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
Email: digitalonetravel@gmail.com (কাবাব কিং এর পাশে, ডাইভারসিটি প্লাজা)
সুপার সেল $৬৪৯+
Phone: 917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

IATA Accredited Agent
OPEN 7 DAYS
Best service is our Goal
Hajj & Umrah
RAHMANIA TRAVEL SERVICES
TICKETS: DOMESTIC & INTERNATIONAL
কম খরচে বাংলাদেশসহ বিশ্বের যেকোন দেশে ভ্রমণের জন্য আজই যোগাযোগ করুন
হজ ওমরাহ
718-205-3270, 646-322-1654
WINTER SALE !!
স্বল্প ফি'তে বাংলাদেশে দ্রুত ও নিরাপদে টাকা পাঠান
37-15,73rd Street, Bangladesh Plaza, Suite # 203, Jackson Heights, NY 11372

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন
TOLL FREE 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
To Schedule Appointment Only.
• গাড়ী এক্সিডেন্ট • কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
• বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা • স্লিপ এন্ড ফল
• ট্রিপ এন্ড ফল • হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
• বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম • লেড পয়জনিং
IMMIGRATION
Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
TIMOTHY BOMPART, ESQ.
ATTORNEY AT LAW
Law offices of Timothy Bompart 37-11 74 St, Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan & Long Island Office By Appointment Only
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC. Timothy Bompart is admitted in NY only

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
Immigrant Elder Home Care LLC
বিস্তারিত দেখুন ১৮ পৃষ্ঠায়

MTR Electric
Murad Hussain
আপনি কি বাসায় কিংবা অফিসে সিকিউরিটি ক্যামেরা, বিদ্যুৎ সংযোগ বাড়ি রেনোভেশন করতে চান? আজই আমাদের কল করুন।
আমরা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বাড়ি কিংবা অফিসে যেকোনো ধরনের বিদ্যুৎ সংযোগ, রিপেয়ার ইলেকট্রিক্যাল কন্ট্রোল, বয়লার সিস্টেম, থার্মোষ্টাট, এয়ার কন্ডিশন, ওয়্যারিং, লাইটিং সিস্টেম, সাউন্ড সিস্টেম এবং সিকিউরিটি ক্যামেরা, আলার্ম সিস্টেম, হাউস রেনোভেশন, টাইলস, সিটরাক, ফ্লোরিং, দরজা-জানালাসহ ফুল হাউস রেনোভেশনের কাজ করে থাকি।
MRT Electric, 347-251-7335, Email: muradhussain0907@gmail.com

Mohammed A Azad MBA
Real Estate Developer
Libertyrenovation04@gmail.com
989 Liberty Ave, Brooklyn, NY 11208
Commercial, Residential & Retail
917-346-8207
Liberty Renovation
Libertyrenovation.com

আপনি কি TLC লাইসেন্স নিতে চান?
আমরা আছি আপনার সাথে...
OTHER SERVICES:
Unlimited Classes, Practice Test,
TLC Application,
Fingerprint Appoinment,
Drug Test Information,
6 Hr. Defensive
Driving Course
24 HR TLC COURSE IN BENGALI ENGLISH
TLC FINAL EXAM SPECIAL CLASS & PREPARATION
TLC RENEWAL COURSE
WHEELCHAIR CLASS
DISTRACTED DRIVING COURSE (PED)
আপনার টিএলসি লাইসেন্স রিনিউ করছেন??
J1 Drivers Training
J1 Drivers Training
www. jamaicaonetrainers.com, Email: j1driverstraining@gmail.com
87-12 175th Street, Jamaica, NY 11432
(Corner of Hillside Ave)
74-09 37th Ave. Suite # 301, (3rd Floor)
Jackson Heights, NY 11372
Uber lyft
CALL US NOW
JAMAICA
718-206-9200
JACKSON HEIGHTS
718-433-9101

সম্পাদক: ইব্রাহীম চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত ও পরিবেশিত: ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক ১১৩৭২, **ফোন:** ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ**: news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন**: cm@prothomalony.com